practice ministries™

Dads and Kids Together in God's Word.™

practiceministries.org

বাইবেলের পাঠ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার

প্র্যাকটিস মিনিষ্ট্রির বাইবেল পাঠ পাঠ্যক্রম

আসুন আমরা কথা বলি

এবং

কার্য পাতার অধিবেশন চর্চা করি

সূচীপত্র

১ম অংশ ঃ বাইবেল পাঠের সংক্ষিপ্তসার
চর্চা প্রকৃত সফলতা আনে: কিভাবে সুষ্ঠুভাবে বাইবেল পাঠ পরিচালনা করতে হয়।
২য় অংশ ঃ বাইবেলের পাঠ্য বিষয়
৩য় অংশ ঃ বাইবেলের কার্য পাতার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা

প্র্যাকটিস মিনিষ্ট্রির বাইবেল পাঠ পাঠ্যক্রম ও বাইবেলের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা
© ২০০৫ বাই প্র্যাকটিস মিনিট্রিস্

Unless otherwise indicated. all Scripture quatations are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright 1996. Used by permission of Tyndale House Publishers, Inc, Wheaton, Illionis 60189. All rights reserved.

Practice Ministries
6125 Luther Lane
Suite 183
Dallas, TX 75225

Phone: 214-629-1835
E-Mail: practiceministries@gmail.com
Website: www.practiceministries.org

Translated By

Smyrna House of Prayer Church
Dhaka, Bangladesh
Website: www.smyrnachurchbd.org
Email: alfredbiplob@smyrnabd.org

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ১: জীবন সম্পর্কে কি জানা যায়?

"কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হইতেছি" (২ করিন্থীয় ৩:১৮)।

আজ আমরা একটি আয়না হিসাবে আপনার জীবন সম্পর্কে কথা বলব যা উজ্জলভাবে প্রভুর গৌরবকে প্রতিফলিত করে।

চর্চা অধিবেশন ১ দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের প্রশংসা বিষয়ে বলতে আপনাকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ২: আপনি কোন পৃথিবী চান?

"চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০:১০)।

আজ আমরা কথা বলব, কোন পৃথিবীতে আপনি বাস করতে চান সেই সর্ম্পকে: ঈশ্বরবিহীন শুন্যতায় অথবা ঈশ্বরীয় গুনে পূর্ণতায়।

চর্চা অধিবেশন ২ আপনাকে ঈশ্বরবিহীন প্রবল অনুরাগের পরিবর্তে ঈশ্বরীয় চরিত্র বরং উন্নয়নের জন্য আপনাকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ৩: আমি কিভাবে কৃতকার্য্য হই?

"কে জগতকে জয় করে? কেবল সেই, যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র" (১ যোহন ৫:৫)।

আজ আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃতকার্য হওয়া সম্পর্কে কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ৩ আপনকে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার ধন সম্পদের দিকে তাকাতে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ৪: এই পৃথিবীতে কেন মন্দ আছে?

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেইদিন মরিবেই মরিবে" (আদি ২১৬-১৭)।

আজ আমরা কিভাবে পছন্দের দ্বারা মন্দ এ পৃথিবীতে এসেছে সে সম্পর্কে কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ৪ ভালোর দ্বারা মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আপনাকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ৫: ঈশ্বর কেন মন্দতে আসতে দেন?

"আর তিনি সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যাথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল" (প্রকাশিত ২১:৪)।

ঈশ্বর কেন মন্দ ঘটতে দেন সেই সমস্ত বিষয়ে আজ আমরা কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ৫ আপনকে ১ পিতর ২:৩-৫ পদ ব্যবহার করে পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ৬: সত্য কে?

"তিনি আমাকে এইরূপ দেখাইলেন, দেখ, প্রভু ওলোন হস্তে লইয়া ওলোনের দ্বারা প্রস্তুত এক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছেন" (আমোষ ৭:৭)।

আজ আমরা কথা বলব 'সত্য কে' তা জানার মধ্য দিয়ে কিভাবে আপনি 'সত্য কি' তা জানতে পারেন।

চর্চা অধিবেশন ৬ আপনাকে সিদ্ধান্ত তৈরীর ক্ষেত্রে সাহায্য পরীক্ষা ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করে।

<u>প্রশ্ন ৭: আমার কি ভুল আছে? (বাহ্যিক প্রকাশ)</u>

"নোহ তৎকালীন লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, নোহ ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন" (আদি ৬:৯)।
আজ আমরা ঈশ্বরের সাথে চলার বিষয়ে কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ৭ আপনাকে আপনার জন্য যা সঠিক সে দিকে দৃষ্টি দিতে আপনাকে উৎসাহিত করে।

<u>প্রশ্ন ৮: আপনাকে কি বিরক্ত করছে? (খাবারের গরমিল)</u>

"জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হও" (ইফি ৩:১৯)।
আজ আমরা খাবারের গরমিল সম্পর্কে কথা বলব এবং কিভাবে পৃথিবী আপনাকে দেখে এবং কিভাবে ঈশ্বর আপনাকে দিন এবং রাতের মত আলাদা দেখেন।

চর্চা অধিবেশন ৮ আপনাকে ইফিষীয় ৩:১৪-২০ পদের মধ্য দিয়ে নিজেকে তৈরীর জন্য উৎসাহিত করে।

৯-১৫ পাঠ্যক্রমগুলি সম্পর্কের একটি অংশ: বিবাহ, যৌন, বন্ধুত্ব এবং সাক্ষাতের জন্য বাহিরে যাওয়া। আমরা বিবাহ দিয়ে এই অনুক্রম শুরু করছি যেন বিবাহের পুর্বে যৌন সম্পর্কিত বিষয়ে এবং যৌন সম্পর্কে কথা বলার জন্য একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়। তারপর আমরা বন্ধুত্ব সম্পর্কে কথা বলব যা পরবর্তীতে সাক্ষাতের পরিস্থিতি তৈরী করবে। আপনি যদি এখন এই সমস্ত বিষয়ে কোন কাজ না করে থাকেন তবে শীঘ্রই করবেন। ব্যাক্তিগত পর্যায়ে আমি আশা করি যে আপনি, আপনার ছেলে অথবা মেয়ে যে স্তরেই আরামপ্রদ অনুভব করবেন তাদের সাথে কথা বলুন। প্রচুর অথবা অল্প যাই হোক না কেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আপনি কথা বলুন।

<u>প্রশ্ন ৯: বিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কাজ কি?</u>

"স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন" (ইফি ৫:২৫)।
আজ আমরা বিবাহের জন্য ঈশ্বরের মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি এবং বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বর আজ কি বলতে চান।

চর্চা অধিবেশন ৯ বিবাহ সম্পর্কে বলতে আপনাকে উৎসাহিত করে।

<u>প্রশ্ন ১০:কখন আমি বড় গাড়ীটি চালাতে পারি? (যৌন - ১)</u>

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"এই কারণ মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে আর সেই দুই জন একাঙ্গ হইবে; সুতরাং তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একাঙ্গ।" মার্ক ১০:৭-৮।**
ঈশ্বর কেন যৌন সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে আজ আমরা কথা বলতে যাচ্ছি- এ মুহূর্তে আপনি যা চিন্তা করছেন কারণটি হয়তো ঠিক সে রকম নাও হতে পারে!

চর্চা অধিবেশন ১০ বিবাহের মধ্যে যৌনকে রাখার বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করে।

<u>প্রশ্ন ১১: যদি আমি বড় গাড়ীটি এখন চালাই হবে কি হবে? (যৌন - ২)</u>

"তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হউক, তোমার অট্টালিকাসমুহের মধ্যে কল্যাণ হউক" (গীত ১২২:৭)।
এখন যৌন মিলন করলে পরবর্তীতে কিভাবে আঘাত আসে সে সম্পর্কে আজ আমরা কথা বলতে যাচ্ছি।

চর্চা অধিবেশন ১১ স্বাস্থ্য এবং যৌন কাজের ভাবাবেগের দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ১২: তাড়ানের জন্য আমি কিভাবে অপেক্ষা করি?

"আর যে একাকী, তাহাকে যদ্যপি কেহ পরাস্ত করে, তথাপি দুই জন তাহার প্রতিরোধ করিবে এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিড়ে না" (উপদেশক ৪:১২)।
আজ আমরা যৌন সম্পর্কীয় কাজ পরিহার এবং নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য একটি সচেতন সিদ্ধান্ত তৈরী সম্পর্কে কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ১২ পবিত্রতার যে মান এবং অঙ্গীকার আপনি বজায় রাখতে চান তা লিখতে এবং পবিত্র থাকার একটি পরিকল্পনা লিখতে আপনাকে উৎসাহিত করবে।

প্রশ্ন ১৩:একজন ভাল বন্ধু কি?

"বৎসেরা, আইস আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি" (১ যোহন ৩:১৮)।
"আপনার ভাল বন্ধু" আজ আমরা সেই সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি।

চর্চা অধিবেশন ১৩ আপনাকে একজন ভাল বন্ধু হিসাবে চর্চা করার জন্য উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ১৪: আমি কি তার সাথে বাহিরে যাব? (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া-১ম অংশ)

"কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই" (যোহন ১৫:১৩)।
ভালবাসার ব্যাক্তির সাথে আপনি কি কারণে বাহিরে যাবেন অথবা কি কারণে বাহিরে যাবেন না সেই সম্পর্কে আজ আমরা কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ১৪ আপনাকে নিজেকে জানতে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ১৫: আমি কি তার সাথে বাহিরে যাব? (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া - ২য় অংশ)

"অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল এবং সেই গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছিল" (মথি ৭:২৪-২৫)।
অধিকাংশ বেসবল খেলোয়াড় ছোট দল থেকে তাদের খেলা শুরু করে এবং তারপর উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ এবং ক্ষুদ্রতর লীগে খেলার পর বৃহত্তর লীগে খেলার সুযোগ পায়। দলে খুব কম সংখ্যক খেলোয়াড় সর্ববিষয়ে পারদর্শী হয়। সকলেই সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হউক বা না হউক, পক্ষ-বিপক্ষ প্রত্যেকেই মূল বিষয় শেখা থেকে শুরু করে। আজ আমরা বাহিরে যাবার মূল বিষয় শেখা সম্পর্কে কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ১৫ আপনাকে আত্মিক, নৈতিক, নীতিশাস্ত্র এবং যৌন পবিত্রতা বিষয়ে চর্চা করতে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ১৬: আমি কোথায় যোগ্য (গৃহিত)

"তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করিল না, পাছে সমাজচ্যুত হয়; কেননা ঈশ্বরের কাছে গৌরব অপেক্ষা তাহারা বরং মনুষ্যদের কাছে গৌরব অধিক ভাল বাসিত" (যোহন ১২:৪২-৪৩)।
আজ আমরা গৃহীত হওয়া এবং লোকজনকে মনোনীত করে তাদের সাথে চলার বিষয়ে কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ১৬ আপনি কে সে বিষয়ে গৃহিত হবার পর এবং যীশুর জন্য কার্য্যকর ভাবে দাঁড়াতে আপনাকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ১৭:আমি কিভাবে সমকক্ষ চাপ মোকাবেলা করতে পারি?

"তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুনবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্যে লাগে না কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়" (মথি ৫:১৩)। সমকক্ষ চাপ যেদিকে থেকে আসে তার উপর নির্ভর করে এটি একটি ভাল জিনিষ হতে পারে। কিন্তু কিছু সমকক্ষ চাপ আপনাকে এমন এক দিকে ঠেলে দিতে পারে যা আপনার জন্য ভাল নয় অথবা এমন এক দিকে যেখানে আপনি যেতে চান না। আজ আমরা সেই বিষয়ে কথা বলব যখন সমকক্ষ চাপ কঠিন হয় তখন কি করতে হবে।

চর্চা অধিবেশন ১৭ যখন সমকক্ষ চাপ কঠিন হয় তখন সুসমাচার আপনাকে পরিচালিত করার জন্য উৎসাহিত করবে।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ১৮: এটি আমার অর্থ, তাই নয় কি?

"পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার" (গীত ২৪:১)।
আপনি কিভাবে তাঁর অর্থ ব্যবহার করেন এর দ্বারা ঈশ্বরকে সম্মান দেওয়া সম্পর্কে আজ আমরা কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ১৮ তিনি আপনাকে যে অর্থ দিয়েছেন তা ব্যবহারের জন্য একটি পরিকল্পনা অনুসরণ করতে আপনাকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ১৯: জীবন কখন শুরু হয়?

"হে উপকূল সকল, আমার বাক্য শুন;হে দূরস্থ জাতিগন, কর্ণপাত কর। সদাপ্রভু গর্ভাবধি আমাকে ডাকিয়াছেন, মাতার উদর হইতে আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন" (যিশাইয় ৪৯:১)।
জীবন কখন শুরু হয় এ বিষয়ে বিজ্ঞান কি বলে সে সম্পর্কে আজ আমরা কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ১৯ গর্ভ সঞ্চারের পূর্বে আপনার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কেমন ছিল তা বিবেচনার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করবে।

প্রশ্ন ২০: জীবন সম্পর্কে ঈশ্বর কি বলেন?

"মর্ত্ত কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তান বা কি যে তাহার তত্বাবধান কর?" (গীতসংহিতা ৮:৪)।
ঈশ্বর কিভাবে মানব জীবনকে দেখেন সে সম্পর্কে আজ আমরা কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ২০ ঈশ্বর যেমন মূল্য দেন সেভাবে মানুষকে মূল্য দেবার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ২১: গর্ভপাত সম্পর্কে কি জানেন?

"সমস্ত প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ, তদ্রুপ সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে" (যিহিষ্কেল ১৮:৪)।
আজ আমরা গর্ভপাত কি এবং এটি যখন মানব জীবনে আসে তখন পৃথিবীতে এবং ঈশ্বরের মুল্যের মধ্যে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ২১ গর্ভপাতের মূল্য সম্পর্কে একটি আলোচনার মধ্য দিয়ে একজন পিতাকে তার পুত্র অথবা কন্যাকে পরিচালনার জন্য উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ২২: আমি কিভাবে সফল হতে পারি?

"ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে বিশেষতঃ রাজবংশের ও প্রধানবর্গের মধ্যে কয়েক জন যুবককে আনয়ন করেন, যাহারা নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর ও সমুদয় বিদ্যায় তৎপর, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, জ্ঞানে বিজ্ঞ ও রাজপ্রাসাদে দাঁড়াইবার যোগ্য, আর যেন তিনি তাহাদিগকে কলদীয়দের গ্রন্থ ও ভাষা শিক্ষা দেন" (দানিয়েল ১:৪)।
আজ আমরা ঈশ্বরীয় সফলতার জন্য দানিয়েল ১:৪ পদ এবং এর রুপরেখা দেখব।

চর্চা অধিবেশন ২২ সফলতা অর্জনের জন্য দানিয়েল ১:৪ এবং ইফিষীয় ৬:৬-৭ পদ অনুসরণের জন্য আপনাকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ২৩: আমি কোন পথে যাব?

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন" (আদি ১:১)।
অপ্রিয় হবার সন্মুখীন হয়েও ঈশ্বর যা সঠিক বলেছেন তাতে স্থির থাকার বিষয়ে আজ আমরা কথা বলব।

চর্চা অধিবেশন ২৩ "আপনি যা করতে চান তাই করুন" এই মনোভাবের সাথে ব্যবহারিক ভাবে আজ কাজ করার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে।

বাইবেল পাঠ

পঠিত বিষয় নং	শাস্ত্রাংশ	পৃষ্ঠা
১) জীবন কি সম্পর্কে জানায়? ২ করি ৩:১৮ ৯		
২) আপনি কোন পৃথিবী চান?	যোহন ১০:১০	১১
৩) আমি কিভাবে কৃতকার্য হই?	১ যোহন ৫:৫	১৩
৪) এই পৃথিবীতে কেন মন্দ আছে?	আদি ২:১৬-১৭	১৫
৫) ঈশ্বর কেন মন্দকে আসতে দেন?	প্রকাশিত ২১:৪	১৭
৬) সত্য কে?	আমোষ ৭:৭	১৯
৭) আমার কি ভূল আছে?	আদি ৬:৯	২১
৮) আপনাকে কি বিরক্ত করছে?	ইফিষীয় ৩:১৯	২৩
৯) বিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কাজ কি?	ইফিষীয় ৫:২৫	২৫
১০) কখন আমি বড় গাড়ীটি চালাতে পারি? যৌন - ১	মার্ক ১০:৭-৮	২৭
১১) আমি যদি এখন পরিচালনা করি তবে কি হয়? যৌন ২ অংশ	গীত ১২২:৭	২৯
১২) আমি পরিচালনার জন্য কিভাবে অপেক্ষা করতে পারি? যৌন ৩	উপদেশক ৪:১২	৩১
১৩) একজন ভাল বন্ধু কি?	যোহন ৩:১৮	৩৩
১৪) সাক্ষাতের জন্য বাহিরে যাবার বিষয়ে আমার কি জানা প্রয়োজন -১	যোহন ১৫:১৩	৩৫
১৫) সাক্ষাতের জন্য বাহিরে যাবার বিষয়ে আমার কি জানা প্রয়োজন -২	মথি ৭:২৪-২৫	৩৭
১৬) আমি কোথায় যোগ্য?	যোহন ১২:৪২-৪৩	৩৯
১৭) আমি সমকক্ষ চাপ কিভাবে পরিচালনা করি?	মথি ৫:১৩	৪১
১৮) কিভাবে আমি আমার অর্থ ব্যবহার করতে পারি?	গীত ২৪:১	৪৩
১৯) জীবন কখন শুরু হয়?	যিশাইয় ৪৯:১	৪৫
২০) জীবন সম্পর্কে ঈশ্বর কি বলেন?	গীত ৮:৪	৪৭
২১) গর্ভপাত বলতে কি বুঝা যায়?	যিহিষ্কেল ১৮:৪	৪৯
২২) আমি কিভাবে সফলতা অর্জন করতে পারি?	দানিয়েল ১:৪	৫১
২৩) আমি কোন পথে যাব?	আদি ১:১	৫৩

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ১: জীবন কি সম্পর্কে জানায়?

"কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হইতেছি" (২ করিন্থীয় ৩:১৮)।

"গৌরব" শব্দটিকে আড়ম্বর বা প্রশংসার দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়। এটি কোন কিছু অথবা কারো কোন বিশেষ যোগ্যতাকে নির্দেশ করে। কোন ব্যক্তি একজন শিল্পকর, একজন শিক্ষক অথবা একজন সাঁতারু হিসাবে তার সুদক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং তার গৌরব হল প্রশংসা যা সে তার কার্য সম্পাদনের দ্বারা অর্জন করে।

পবিত্র শাস্ত্রে প্রায় ২৭৫ বার ঈশ্বরের গৌরব সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতএব ঈশ্বরের গৌরব কি এবং এটি আপনার জন্য কি কাজ করে?

মোশী ঈশ্বরের সাথে অনেক সময় কাটিয়েছেন এবং তাঁকে আরো ভালভাবে জানতে চেয়েছেন। অতএব তিনি ঈশ্বরকে বলেছিলেন যেন তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে আরো প্রকাশ করেন। মোশী ঈশ্বরকে বলেছিলেন তাকে তাঁর গৌরব দেখানোর জন্য। এখানে ঈশ্বর বলেছেন, **"ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র (পুরুষ) পর্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য (পাপের) দন্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান" (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭)।**

তিনি যা সম্পাদন করেছেন ঈশ্বরের গৌরব তার চেয়েও গভীরে যায়। তিনি যা আর এর সব কিছুই ঈশ্বরের গৌরব - যেমন সীমাহীন, প্রচুর, সম্পদ, জমকালো, রাজকীয় ক্ষমতা এবং সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। ঈশ্বরের গৌরব হল ১) তাঁর প্রশংসা পাবার যোগ্যতা এবং ২) তিনি আপনার কাছ থেকে যে প্রশংসা পান।

আপনার জীবনের উদ্দেশ্য আজ এবং আগামী কাল - এখনই এবং আড়াই ঘন্টার মধ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করা। আপনাকে বাদ দিয়ে ঈশ্বর কোন বড় কাজ করার জন্য থাকেন না - কিন্তু আমরা তাকে বাদ দিয়ে বড় কাজ করার জন্য থাকি। জীবন আপনার বিষয়ে নয়। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা যাহা হইতে সকলই হইয়াছে, ও আমরা যাহারই জন্য; একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাহার দ্বারা সকলই হইয়াছে এবং আমরা যাহারই দ্বারা আছি"** (১ করি ৮:৬)।

আপনি কত ভাল মানুষ এর উপর ভিত্তি করে আপনার জীবন নয় কিন্তু ঈশ্বর যিনি আপনাকে কত ভাল হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এর ভিত্তিতেই। আপনার কি নাই এটি সেই বিষয় সম্পর্কে নয় কিন্তু এটি সেই সম্পর্কে যা আপনার আছে। আপনি যা পান এটির উপর ভিত্তি করে নয় বরং এটি সেই সম্পর্কে যা আপনি ঈশ্বরকে দেন।

আপনার সমস্ত জীবন সম্পর্কিত বিষয় হল আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে কাজ করতে দেওয়া, আপনাকে আরো আরো বেশী তার মত করে তৈরী করা যাতে আপনি একখানা আয়না হন যা উজ্জ্বলভাবে প্রভুর গৌরব প্রতিফলন করে।

প্রশ্ন: আপনি কিভাবে ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে কাজ করতে দেন? আপনার কম এবং তাঁর বেশী। এর অর্থ ঈশ্বরকে বলা যেন তিনি তার গৌরবের জন্য আপনার নয় বরং আপনার মধ্যে একটি স্থায়ী পরিবর্তন করেন।

পুরুষদের বাস্কেট বলে ডেভিড রবিনসন ২ বার অলিম্পিক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি; ১০ বার এনবিএ তে সেরা নক্ষত্র; এনবিএ, এমভিপি। এখানে ডেভিড বাস্কেট বল খেলা সম্পর্কে কিছু বলছেন: প্রতিবার যখনই আমি কোর্টের দিকে পা বাড়াই, আমি ঈশ্বরকে গৌরব দেবার বিষয়ে চিন্তা করি... ...আমি শুধু লোকজনকে নিশ্চিত করে বলতে চায় যে তারা যেন চিন্তা না করে আমি মহান, কিন্তু ঈশ্বর কত মহান এ বিষয়ে তারা যেন চিন্তা করে ।'

স্মরণ রাখার জন্য সুন্দর ঈশ্বরের বাক্য ঃ

"উহাকে (যীশুকে) বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকেহ্রাস পাইতে হইবে" (যোহন ৩:৩০)।

[1](ম্যাক্স লুকাডো - "এটি আমার বিষয়ে নয়" - পৃষ্ঠা ৬)

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ১: জীবন কি সম্পর্কে জানায়?

গীতসংহিতা ১৪৫

**"১ আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, হে আমার ঈশ্বর, হে রাজন, আমি অনন্তকাল তোমার নামের ধন্যবাদ করিব। ২ প্রতিদিন আমি
তোমার ধন্যবাদ করিব, যুগে যুগে চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা করিব। ৩ সদাপ্রভু মহান ও অতীব কীর্তনীয়; তাঁহার মহিমার
তত্ব পাওয়া যায় না। ৪ বংশানুক্রমে এক পুরুষ অন্য পুরুষের কাছে তোমার ক্রিয়া সকলের প্রশংসা করিব, তোমার পরাক্রমের
কার্য সকল প্রচার করিবে। ৫ তোমার প্রভার গৌরবযুক্ত প্রতাপ ও তোমার আশ্চর্য ক্রিয়া সকল আমি ধ্যান করিব। ৬ আর লোকে
তোমার ভয়াবহ কর্ম সকলের বিক্রমের কথা বলিবে এবং আমি তোমার মহিমার বর্ণনা করিব। ৭ তাহারা তোমার মহৎ
মঙ্গলভাবের খ্যাতি প্রচার করিবে, তোমার ধর্মশীলতার বিষয় গান করিবে। ৮ সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও
দয়াতে মহান। ৯ সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলময়, তাঁহার করুণা তাঁহার কৃত সমস্ত পদার্থের উপরে আছে। ১০ হে সদাপ্রভু,
তোমার সমস্ত পদার্থ তোমার প্রশংসা করে এবং তোমার সাধুগণ তোমার ধন্যবাদ করে। ১১ তাহারা তোমার রাজ্যের গৌরব
বর্ণনা করে, তোমার পরাক্রমের কথা বলে, ১২ যেন মনুষ্য সন্তানগণকে জানাইতে পারে তাঁহার পরাক্রমের কার্য সকল এবং
তাঁহার রাজ্যের প্রতাপের গৌরব। ১৩ তোমার রাজ্য সর্বযুগের রাজ্য, তোমার কর্তৃত্ব পুরুষে পুরুষে চিরস্থায়ী। ১৪ সদাপ্রভু
পতনোন্মুখ সকলকে ধরিয়া রাখেন, অবনত সকলকে উত্থাপন করেন। ১৫ সকলের চক্ষু তোমার অপেক্ষা করে তুমিই যথাসময়ে
তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতেছ। ১৬ তুমিই আপন হস্ত মুক্ত করিয়া থাক, সমুদয় প্রাণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক। ১৭ সদাপ্রভু আপনার
সমস্ত পথে ধর্মশীল, আপনার সমস্ত কার্য্যে দয়াবান। ১৮ সদাপ্রভু সেই সকলেরই নিকটবর্তী, যাহারা সত্যে তাঁহাকে ডাকে। ১৯
যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তিনি তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আর তাহাদের আর্তনাদ শুনিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করেন। ২০ যাহারা
সদাপ্রভুকে প্রেম করে, তিনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু তিনি সমুদয় দুষ্টকে সংহার করিবেন। ২১ আমার মুখ সদাপ্রভুর
প্রশংসা বর্ণনা করিবে; আর সমুদয় প্রাণী যুগে যুগে চিরকাল তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করুক।"**

১। একটি দায়িত্ব, কাজ অথবা সম্পর্ক লিখুন। সেই সমস্ত দায়িত্ব, কাজ অথবা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কিভাবে আজ এবং আগামীকাল প্রভুর প্রশংসা করবেন তা প্রত্যেকটির পাশে লিখুন।

পিতা ঃ ____________________

____

____

বালক অথবা বালিকা ঃ ____________________

____

____

২। পিতা ঃ আপনার জন্য ঈশ্বর করেছেন, তার একটি বিষয় লিখুন ও আপনার ছেলেদের বলুন (৪ পদ)

____

৩। বালক অথবা বালিকা: একটি উপায় লিখুন কিভাবে ঈশ্বর আপনাকে তুলে এনেছেন অথবা সাহায্য করেছেন (১৪-১৫ পদ)

____

৪। উভয়ে ঃ ১৪৫ গীত থেকে এই সপ্তাহে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে একে অন্যের জন্য কি পদ চান?

পিতা: বালক অথবা বালিকা ঃ ____________________

দেখান এবং বলুন ঃ ____________________

"উহাকে (যীশুকে) বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে" (যোহন ৩:৩০)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ২: কেন পৃথিবীতে?

“তোমরা শীর্ঘ করিয়া আমার পিতার নিকটে যাও, তাঁহাকে বল, তোমার পুত্র যোষেফ এইরুপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে সমস্ত মিসর দেশের কর্তা করিয়াছেন; তুমি আমার নিকটে চলিয়া আইস, বিলম্ব করিও না। তুমি পুত্র পৌত্রাদিও ও গোমেষাদি সর্বস্বের সহিত গোশন প্রদেশে বাস করিবে; তুমি আমার নিকটেই থাকিবে। সে স্থানে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব, কেননা আর পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে;পাছে তোমার ও তোমার পরিজনের ও তোমার সকল লোকের দৈন্যদশা ঘটে” (আদিপুস্তক ৪৫:৯-১১)।

দাস ব্যবসায়ীদের কাছে যোষেফ তার ভাইদের দ্বারা বিক্রিত হয়েছিল এবং তারা তাকে মিসরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করেছিল। ১৭ বছর পর যোষেফ ফরৌণের দ্বিতীয় সেনাধক্ষ্যের পদ শেষ করেছিলেন। আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য মিসরকে প্রস্তুত করে যোষেফ তার ভাইদের কনান ছেড়ে আসতে এবং সঙ্গে তাদের বাবা যাকোব (ইস্রায়েল) ও তাদের পরিবারকে মিসরে আনতে বলেছিলেন। এভাবেই যোষেফ বলেছিলেন “মুত্যু ও ধ্বংসের দেশ ছেড়ে যেখানে তোমরা পর্যাপ্তভাবে ও উত্তমভাবে জীবন যাপন করতে পার সেখানে এস।”

“জীবন আমার বিষয়েই।” সেভাবেই একজন চোর চিন্তা করে। একজন চোর বলেছে “আমি যা পেতে চাই তা পাবার জন্য যা প্রয়োজন তা করব এবং অন্যদের প্রতি কি ঘটে সে বিষয়ে আমি চিন্তা করি না।” পবিত্র বাইবেল বলে পৃথিবী একজন চোর: “চোর আইসে,কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে ..” যোহন ১০:১০। এটিই পৃথিবী - ঈশ্বরবিহীন তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

এখানে ঈশ্বরবিহীন তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ আপনাকে কি দেয়: শুন্যতা (১ পিতর ১:১৮), প্রতারণা (১ পিতর ৩:১০); নোংরা বস্তু (কলসীয় ৩:৭); দাসত্ব (গালাতীয় ৪:৭); পিপাসা যা কোন কিছুতেই নিবারিত হয় না (প্রকাশিত ২১:৫)।

প্রশ্ন: আপনাকে হরণ করার জন্য পৃথিবী কি চেষ্টা করে? ঈশ্বর আপনাকে যা দিয়েছেন তা হরণ করার জন্য এই পৃথিবী চেষ্টা করে।“ **.. জীবন এবং উপচয় জীবন” (যোহন ১০:১০)**।

এখানেই সমস্ত পূর্ণতা সহ জীবন: সত্য (যোহন ১৪:২৬); শান্তি (যোহন ১৪:২৭); স্বাধীনতা (২ করিন্থীয় ৩:১৭); আশীর্বাদ (প্রকাশিত ২১:৫)।

অলিম্পিক উইমেন্স হেপতাথলোন দৌড়, ঝাঁপ ও ছোঁড়ার আনুষ্ঠানিকতার জন্য ৭টি চিহ্নিত বা অচিহ্নিত পথ বিশিষ্ট মাঠ যেখানে “পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহিলা ক্রীড়াবিদ”শিরোনামে বিজয়ীদের মুকুটে ভূষিত করে থাকে। শেইলা বারেল ছিলেন আমেরিকার আউটডোর চ্যাম্পিয়ান; বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এবং ২০০৪ এ গ্রীস অলিম্পিক, এথেন্সে ৪র্থ স্থান অর্জন করেন। পৃথিবী যা সবচেয়ে বেশী ভালবাসে তিনি তা অর্জন করেছেন: যশঃ, ভাগ্য এবং ভক্তি। তিনি সফল হয়েছেন। কিন্তু এখানে সেইলা বারেলের তার সফলতার বিষয়ে কি বলার আছে।

এটি একটি স্বর্ণপদক জয় করা অথবা ১ম স্থান দখল করা নয়। এটি আপনি কত টাকা অর্জন করেছেন অথবা কত পুরস্কার পেয়েছেন তা নয়। আমরা যখন এই পৃথিবীতে থাকি এবং জিনিষগুলি পাবার চেষ্টা করি তখন সেগুলি দূরে সরে যাবে। প্রথম মিনিটে আপনার নাম নিয়ে তারা চিৎকার করবে এবং পরের মিনিটে আপনি কে তা তারা চিনবে না। সফলতা তখনই আসবে যখন আপনার চরিত্র এবং শুদ্ধতা কার্য্য সম্পাদনের পুর্বে যাবে কারণ ঈশ্বরীয় সফলতা এবং ঈশ্বরীয় চরিত্র অনন্তকাল স্থায়ী।”

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে এই পৃথিবীতে যেখানে ঈশ্বরবিহীন প্রবল অনুরাগ রাজত্ব করে **“আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যাক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সে অনন্তকালস্থায়ী” (১ যোহন ২:১৭)**। ঈশ্বরবিহীন প্রবল অনুরাগের এই পৃথিবী মারা যাচ্ছে ও ধ্বংস হচ্ছে এবং যারা এগুলিকে ভালবাসে তাদেরকেও নিয়ে যাবে। পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকবে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, **“উর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না” (কলসীয় ৩:২)**।

অতএব, আপনি কি ঈশ্বরবিহীন অনুরাগের পৃথিবীতে বাস করতে চান যেখানে লোকজন প্রথম মিনিটে আপনার নামে চিৎকার করবে এবং পরে আপনাকে ভুলে যাবে; অথবা এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে ঈশ্বরীয় চরিত্র আপনাকে জীবনের পূর্ণতায় চালিত করবে? এটি আপনার পছন্দ।

স্মরণ রাখার জন্য সুন্দর বাক্যঃ
“চোর আইসে,কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়” (যোহন ১০:১০)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ২: কেন এই পৃথিবীতে

"কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রান আনয়ন করে, ১২ তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেনআমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি এবং ১৩ পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য, এবং মহান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি। ১৪ ইনি আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন মূল্য দিয়া আমাদিগকে সমস্ত অধর্ম হইতে মুক্ত করেন এবং আপনার নিমিত্ত নিজস্ব প্রজাবর্গকে, সৎক্রিয়াতে উদ্দ্যোগী প্রজাবর্গকে শুচি করেন" (তীত ২:১১-১৪)।

১) পিতা: কোথায় আপনি স্বীকার করেন যে ঈশ্বরবিহীন প্রবল অনুভূতি আপনার জীবনে চুপিসারে আসছে?

___

___

২) বালক অথবা বালিকা: কোথায় পৃথিবীর মূল্য আপনার জীবনে চুপিসারে আসে অথবা এসেছে?

___

___

৩) পিতা: আজ থেকে শুরু করে ঈশ্বরবিহিন প্রবল অনুভুতি থেকে কিভাবে আপনি আপনার পরিবারকে রক্ষা করতে পারেন?

___

___

৪) বালক অথবা বালিকা: আপনার জীবনে ঈশ্বরবিহীন প্রবল অনুভূতি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য আজ আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন?

___

___

৫) পিতা: স্মরণীয় হবার জন্য কি কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট আপনি চান?

___

৬) বালক অথবা বালিকা: স্মরণীয় হবার জন্য কি কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট আপনি চান?

___

৭) পিতা : আপনার ছেলেমেয়েদের জীবনে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করার জন্য আপনি কি সবচেয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চান?

___

৮) এই সপ্তাহে আপনার জীবনের কোন নির্দিষ্ট অংশের জন্য প্রার্থনা চান?

আত্ম নিয়ন্ত্রণ ___
সঠিক আচরণ ___
ঈশ্বরের কাছে আরাধনা ___

বালক অথবা বালিকা: এই সপ্তাহে আপনার জীবনের কোন নিদ্দিষ্ট অংশের জন্য প্রার্থনা চান?

আত্ম নিয়ন্ত্রণ ___
সঠিক আচরণ ___
ঈশ্বরের কাছে আরাধনা ___

<u>দেখান এবং বলুন:</u>

"যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাশ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি" (তীত ২:১২)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ৩: কিভাবে আমি সফলতা অর্জন করি?

"কে জগৎকে জয় করে? কেবল সেই, যে বিশ্বাস করে,যীশু ঈশ্বরের পুত্র" (১ যোহন ৫:৫)।

প্রশ্ন: আমি কিভাবে সফলতা অর্জন করি? এই প্রশ্নের উত্তরটি নির্ভর করছে আপনি সফলতা অর্জনের জন্য কোন পৃথিবী চান?

জিম রাইয়ান মেক্সিকোর, মেক্সিকো শহরে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিকে পুরুষদের ১৫০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত। ৩ বার অলিম্পিকে বিজয়ী; ১৫০০ ও ৮৮০ মিটারে মাইল বিশ্ব রেকর্ড প্রাপ্ত এবং তিনি ছিলেন বিশ্বে সবচেয়ে সফল ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ।

এখানে জিম রাইয়ান তার সফলতার বিষয়ে যা বলেছেন: "১০ বছর দৌড়ানো ছিল আমার ঈশ্বরের.. আমি ৪ মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দৌড়ে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পৃথিবীতে প্রথম হয়েছিলাম এবং টোকিও অলিম্পিকে প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিলাম। আমার মনে হয়, আমি দৌড়ানো এবং সবকিছুর জন্য ঈশ্বরের কাছে ঋণী। সব ভাল জিনিষগুলিকে আমি আমার ঈশ্বরকে দিয়েছি: আমার সময়, আমার শক্তি, আমার ভালবাসা .. তথাপি গৌরবের মাঝে আমি আমার হৃদয়ে শুন্যতার যন্ত্রনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলাম। "আমি যদি এত সফল হই,তবে আমার যুক্তি আছে, কেন আমি এত অসন্তুষ্ট?"

১ যোহনে পৃথিবী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে নক্ষত্র অথবা পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে বলা হয়নি। এটি আপনার চারপাশের কৃষ্টির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলে। এতে ঈশ্বরের মূল্যের চেয়ে লোকজনের মূল্য আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি ঈশ্বরবিহীন প্রবল অনুভূতির বিষয়ে বলে। ঈশ্বরবিহীন প্রবল অনুভূতির এই রাজত্ব ঈশ্বরকে এবং যারা তার কাছে সমর্পিত তাদের ঘৃণা করে কারণ এটি শয়তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত: "আমরা ঈশ্বর হইতে, আর সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে।" ১ যোহন ৫ঃ১৯।

প্রশ্ন: পৃথিবীর মতে সফলতা কি? এটি কৃষ্টি যা পুরস্কার দেয় তা অর্জন করে : "দৈহিক আনন্দ, আমরা যা কিছু দেখি সে জন্য মাংসিক অভিলাশ, আমাদের যে ধন-সম্পদের জন্য গর্ব" (১ যোহন ২ঃ১৬)।

প্রশ্ন: ঈশ্বরের মতে সফলতা কি? জাগতিক ক্ষমতা, সন্মান অথবা ধন-সম্পত্তি নয় কিন্তু পৃথিবীর উপরে জয়- জয় এই অনুভূতিতে যে পৃথিবী আপনাকে জয় করে না অথবা এর নিজের জীবন ধরণ এবং চিন্তার উপায়ের উপর জবরদস্তি করে না। বরং যীশু যেমন ছিলেন, এই পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরীয় জীবন যাপন অনুসারে যারা সফলতা অর্জন করতে চায় তারা যীশুর যা ছিল সেই সমস্ত নিয়ম কানুনও অগ্রগণ্যতা অনুসারে পৃথিবী যা দেয় তা বাছাই করে।

প্রশ্ন: এই পৃথিবীর উপর আপনি কিভাবে বিজয় অর্জন করবেন? এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যারা জয়ী হয় তারা সেই সমস্ত লোকা যারা বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং তাদেরকে বিজয় দেবার জন্য যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে। ১ যোহন ৫ঃ৪-৫।

জার্মানীর মিউনিকে ১৯৭২ সালে অলিম্পিকের ৩ মাস পুর্বে জিম রাইয়ান ও তার স্ত্রী এ্যানী বন্ধুদের সাথে প্রার্থনা করেছিল এবং যীশুকে তাদের জীবনে ত্রানকর্তা হিসাবে গ্রহন করেছিল। জিম স্মরণ করেছে "আমরা যখন প্রার্থনা করেছিলাম তখন আমার হৃদয়ের শূন্যস্থান যা কখনও আমার দৌড়ানোর দ্বারা পূর্ণ হয়নি তা অনাবিল শান্তিতে পূর্ণ হয়েছিল।"

জিম রাইয়ান যে সফলতা আশা করেছিলেন তা পেয়েছিলেন। যীশু বলেছেন **"শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেরুপ দান করে আমি সেরুপ দান করি না।"** যোহন ১৪ঃ২৭।

স্মরণ রাখার জন্য সুন্দর বাক্যঃ

"পুত্রকে যে পাইয়াছে সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই সে সেই জীবন পায় নাই" (১ যোহন ৫:১২)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ৩ ঃ আমি কিভাবে সফলতা অর্জন করি?

<u>যোহন ১৭:১৫-১৮</u>

“আমি নিবেদন করিতেছি না যে তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর। তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রুপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি।”

এই পৃথিবীতে ঈশ্বরীয় সফলতার জন্য প্রথম ও সর্বাগ্রে প্রয়োজন যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র তা বিশ্বাস করা (১ যোহন ৫:৫) এবং যীশুকে আপনার জীবনে গ্রহন করা (১ যোহন ৫:১২)।

১) পিতা: যদি আপনি আপনার জীবনে যীশুকে আহবান করে থাকেন তবে সংক্ষেপে আপনার ছেলে/মেয়েকে বলুন কিভাবে আপনার জীবনে সিদ্ধান্তটি এসেছে।

____

বালক/বালিকা: আপনি যদি যীশুকে আপনার জীবনে আহবান করে থাকেন তবে সংক্ষেপে আপনার পিতা/মাতাকে বলুন কখন/কোথায় এবং কিভাবে সেই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন।

২) কিছু জিনিষ লিখুন যা আপনি পেতে বা কোন কিছু করতে সবচেয়ে বেশী আনন্দ উপভোগ করেন?

পিতা: ______________________________

____

____

ছেলে অথবা মেয়ে: ______________________________

____

____

১ যোহন ২:১৬ পদে বলা হয়েছে পৃথিবী সুখ সমৃদ্ধি ও ধন সম্পদের উপর অনৈতিক গুরুত্ব দেয়। যীশু তাদের উপর যে মূল্য রেখেছেন সেই অনুসারে পৃথিবী যা দেয় তা বাছাই করা আমাদের প্রয়োজন।

৩) পিতা : আপনার জীবনের অগ্রগামিতা থেকে নিয়ে কিভাবে আপনি জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির অনুসন্ধান করতে পারেন?

____

বালক অথবা বালিকা : আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কিভাবে আপনি গুরুত্বহীন জিনিষের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারেন?

____

৪) পিতা: পৃথিবীর কোন জীবন ধরণ বা চিন্তার উপায় যা আপনার ছেলেমেয়েকে প্রভাবিত করার জন্য আপনাকে অবগত করে?

____

৫) বালক বা বালিকা: পৃথিবীর কোন জীবন ধরণ অথবা চিন্তার উপায় যা আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর প্রভাবের জন্য অবগত করেন?

____

৬) এই সপ্তাহে যোহন ১৭:১৫ ১৮ পদের আলোকে আপনার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন।

দেখান এবং বলুন:

“তোমরা প্রতিমাগন হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর” (১ যোহন ৫:২১)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ৪: এই পৃথিবীতে কেন মন্দ আছে?

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে" (আদিপুস্তক ২:১৬-১৭)।

এটি দেখা খুব কঠিন নয় যে পৃথিবীতে আমাদের চারপাশে মন্দ আছে। আজকের সকালের খবরের কাগজের দিকে তাকান - আপনাকে সম্ভবতঃ বেশী দূরে যেতে হবে না, প্রথম পাতাতেই সবকিছু পাবেন।

মন্দ অর্থ 'ক্ষতিগ্রস্থ করা', 'টুকরা টুকরা করে ভাঙ্গা' ইত্যাদি। যখন স্বর্গদূত এবং মানবীয় পাপময় সত্বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন উপায় মনোনীত করে এবং ক্ষতিকর ফল উৎপাদন করে তখন মন্দ আসে। এটি যে কোন বিষয় হতে পারে যা ঈশ্বরের মূল ইচ্ছা অথবা তাঁর সৃষ্টির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, মন্দ হল ঈশ্বরের মনোনীত দানের অপব্যবহার করা।

তাঁর সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করার পর **"ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল" (আদি ১:৩১)**। এদোন উদ্যানে আদম ও হবা যখন ঈশ্বরের অবাধ্য হল তখন ঈশ্বরের সমস্ত ভাল সৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেল। **"কারণ সৃষ্টি অসারতার বশীভূত হইল, স্ব-ইচ্ছায় যে হইল, তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্তার নিমিত্ত; এই প্রত্যাশায় হইল যে সৃষ্টি নিজের ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে" (রোমীয় ৮:২০-২১)।**

প্রশ্ন: অতএব, ঈশ্বর কি মন্দ তৈরী করেছেন? ঈশ্বর মন্দ তৈরী করেননি বরং ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দের দানের মধ্যেই মন্দ তৈরীর সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। ঈশ্বর পবিত্র, মন্দ থেকে আলাদা এবং কোনভাবেই তিনি মন্দের জন্য দায়ী নন।

আদিপুস্তক ২:১৬-১৭পদ দেখুন। ঈশ্বরের আদেশ:

১) আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছার বিষয়ে বলা হয়েছে: তাঁর বাধ্য হওয়া।
১) ২) এটি ইঙ্গিত করে যে বাধ্য হবার জন্য আমাদের সক্ষমতা আছে।
২) ৩) এটি ইঙ্গিত করে যে আমাদেরকে বাধ্যতা বা অবাধ্যতা মনোনয়নের জন্য অনুমতি দিয়েছে।
৩) ৪) এটি বলে যে আমরা আমাদের মনোনয়নের জন্য দায়ী।
৪) ৫) আমাদের অবাধ্যতার ফল জানায়: একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাঁর সাথে ভঙ্গুর সম্পর্ক প্রকাশ করে।
৫)

প্রশ্ন: আমরা যাতে মন্দ মনোনীত না করি সেভাবে ঈশ্বর কেন আমাদের তৈরী করেননি? ঈশ্বর আমাদেরকে পছন্দ করার দান দিয়েছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে সেইভাবে তৈরী করতে পারতেন যাতে আমরা মন্দ মনোনীত না করি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ভাল বাসেন এবং যেহেতু তিনি ভালবাসেন তাই আমাদেরকে তাঁর বাধ্য করে তৈরী করেননি। পরবর্তীতে ঈশ্বর চিন্তা করেছিলেন যে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তাতে ঝুঁকির গুরুত্ব ছিল।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:

"কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়" (১ যোহন ৫:৩)।

চর্চা অধিবেশন ৪: এই পৃথিবীতে কেন মন্দ আছে?

১ তীমথিয় ৬:১১-১৪

"কিন্তু হে ঈশ্বরের লোক, এই সকল হইতে পলায়ন কর; এবং ধার্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য্য, মৃদুভাব এই সকলের অনুধাবণ কর। বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপন কর; অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখ; তাহারই নিমিত্ত তুমি আহুত হইয়াছ এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ। সকলের জীবনদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং যিনি পন্তীয় পীলাতের কাছে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞারূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ধর্মবিধি নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ; প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেই প্রকাশ প্রাপ্তি পর্যন্ত।"

১) এই পৃথিবীতে/আপনার সম্প্রদায়ে বিশেষতঃ কি মন্দ বিষয় আপনার কাছে উদ্বেগের কারণ হয়?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

২) আপনার সম্প্রদায়ে প্রতিদিন কি ধরণের মন্দের সংস্পর্শে আপনি আসেন?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

৩) আপনি প্রতিদিন কিভাবে এই সমস্ত মন্দকে এড়িয়ে চলতে পারেন?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

৪) আপনি বিশেষতঃ কোন মন্দ থেকে একে অন্যকে রক্ষা করতে চান?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

৫) ১-৪ এই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে এই সপ্তাহে একে অন্যের জন্য আপনি কি প্রার্থনা করবেন?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

দেখান এবং বলুন:

"তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর" (রোমীয় ১২:২১)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ৫ঃ ঈশ্বর কেন মন্দকে আসতে দেন?

"আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যাথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল" (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)।

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি যুব র‌্যালীতে একজন লোক টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থের সামনে ওয়েজউড ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের বেদীতে হেঁটে আসে এবং অবিরত ভাবে ৭ জন নির্দোষ ব্যাক্তিকে হত্যা করে এবং তাদের অধিকাংশই ছিল বালক/বালিকা এবং অন্য অনেকে আহত হয়েছিল।

প্রশ্ন: ঈশ্বর কেন মন্দ আসতে দেন? ঈশ্বর কেন মন্দ ঘটতে দেন তা আমাদের পক্ষে বুঝা খুব কঠিন কারণ ঈশ্বর তাঁর চিন্তায় এবং উপায়ে অসীম কিন্তু আমরা নই। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয় এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়" (যিশাইয় ৫৫:৮)**। কিন্তু কিছু কিছু উত্তর আছে যে কেন ঈশ্বর মন্দ ঘটতে দেন।

ঈশ্বর মন্দ সহ্য করেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য এটি ব্যবহার করেন - যেমন ঈশ্বর ফরৌনকে বলেছিলেন **"কেননা শাস্ত্র ফরৌনকে বলে, আমি এই জন্যই তোমাকে উঠাইয়াছি, যেন তোমাকে আমার পরাক্রম দেখাই, আর যেন সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্তিত হয়" (রোমীয় ৯:১৭)।**

ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর প্রশাসনিক কাজে ব্যক্তিগত ও জাতিগত দুষ্টতার শাস্তির জন্য মন্দকে ব্যবহার করেন। আপনার জীবনে আপনার পাপ সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ঈশ্বর মন্দকে আসতে দেন যাতে অথবা একটি জাতি হিসাবে দয়া ও সহানুভূতি তৈরী করা এবং আমাদেরকে মন্দের উপর জয়ী হবার জন্য একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন।

আমরা যদি ঈশ্বরের বিষয়বস্তুর গভীরতা অনুসন্ধান না করি যে কেন একটি ঘটনা ঘটছে, তবে আমরা নিজেদেরকে সেই ঘটনা ঘটার বিষয় সম্পর্কে ভুল ভাবে বলার সম্ভাবনার উপর ছেড়ে দিই (ইয়োব ৪২:৭ দেখুন)।

প্রশ্ন: ঈশ্বর মন্দ ঘটনা ঘটাকে কেন থামান না? প্রথমেই, ঈশ্বর যদি চান তবে মন্দ থামাতে পারেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"কোন কর্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য?" (আদি ১৮:১৪)**। কখনও কখনও ঈশ্বর সুস্থতার মধ্য দিয়ে অথবা আরো মন্দ থেকে প্রতিরোধের দ্বারা মন্দকে খারিজ করে দেন। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমস্ত মন্দ ঈশ্বর সৃষ্ট স্বর্গদূত ও মানুষের তৈরী পছন্দের ফল। ঈশ্বর যদি নিয়মিতভাবে আসেন এবং সমস্ত দৈহিক মন্দের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন, তবে তিনি আমাদের মুক্ত পছন্দের অনুশীলনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন। ঈশ্বর আমাদেরকে তার বাধ্য হতে অথবা তাকে ভালবাসার জন্য বল প্রয়োগ করবেন না - কার্যতঃ ঈশ্বর বলেছেন "তোমার ইচ্ছা সাধিত হউক।"

একদিন যদিও দৈহিক ও নৈতিক সমস্ত মন্দ চিরতরে উচ্ছেদ করা হবে, এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়তিতে অংশগ্রহণ করবে যা ঈশ্বর সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য তৈরী করেছেন যারা তাকে ভালবাসে।

"পরে আমি এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে এবং সমুদ্র আর নাই। আর আমি দেখিলাম, পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম, স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মুনষ্যের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যাথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।" আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি কহিলেন, দেখ আমি সকলই নূতন করিয়াছি। পরে তিনি কহিলেন, লিখ, কেননা এ সকল কথা বিশ্বসনীয় ও সত্য। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হইয়াছে; আমি আলফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত; যে পিপাসিত, আমি তাহাকে জীবন জলের উনুই হইতে বিনামূল্যে জল দিব" (প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৬)।

স্মরণ রাখার জন্য সুন্দর বাক্য:

"সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক; সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হউক; হাঁ, সদাপ্রভুরই অপেক্ষায় থাক" (গীত ২৭:১৪)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ৫ঃ ঈশ্বর কেন মন্দ আসতে দেন?

২ পিতর ১:৩-৫

"কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদগুণে আমাদিগকে আহবান করিয়াছেন, তাহার তত্বজ্ঞান দ্বারা তাহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে। আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও। আর ইহারই জন্য তোমরা সম্পূর্ণ যত্ন প্রয়োগ করিয়া আপনাদের বিশ্বাসে সদগুণ, ও সদগুণে জ্ঞান, ও জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তায় ধৈর্য্য, ও ধৈর্য্যে ভক্তি, ও ভক্তিকে ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম যোগাও।"

১) ঈশ্বর যে মন্দকে আসতে দেন তার সম্ভাব্য কারণ সহ পদগুলির মিল দেখান।

______ ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা	ক) ইয়োব ১:২১
______ আপনার বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা	খ) ইয়োব ২৩:১০
______ অন্যদের উৎসাহিত করা ও শান্তনা দেওয়া	গ) গীত ১১৯:৭১
______ আপনার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা	ঘ) যিশাইয় ৪৩:১-২
______ ঈশ্বরের উপর আপনার নির্ভরশীল হওয়া	ঙ) ২ করি ১:৩-৪
______ আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয়	চ) ২ করি ১২:৭-১০
______ আপনাকে আশা দেয়	ছ) ১ পিতর ১:৬-৭
______ আপনার জীবনে তাঁর উপস্থিতি পুনরায় আশ্বস্ত করে।	জ) ১ পিতর ৫:১০

২) আপনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার একটি পরিস্থিতি কি ছিল অথবা খারাপভাবে এসেছে এবং পরে তা থেকে ভাল এসেছে?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

৩) পৃথিবীতে অথবা আপনার সম্প্রদায়ে এই মুহুর্তে কোন বিশেষ মন্দ আপনার কাছে উদ্বেগের কারণ হয়েছে?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

৪) ৩ নং প্রশ্নের উত্তর অনুসারে এই সপ্তাহে একে অন্যের জন্য আপনি কি প্রার্থনা করবেন?

পিতা: ______________________________

বালক/বালিকা: ______________________________

৫) পিতারা: এই সপ্তাহে আপনার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের নিয়ে ২ পিতর ১:৩-৫ পড়ুন ও প্রার্থনা করুন।

দেখান এবং বলুন:

"তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর" (রোমীয় ১২:২১)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ৬ ঃ সত্য কে?

“আমিই পথ ও সত্য ও জীবন ...” (যোহন ১৪:৬)।

প্রশ্ন: সত্য কি? ওয়েবষ্টার ডিক্‌শনারীতে সত্যকে একটি আদি অথবা মানকে বিশ্বস্থভাবে ধরে রাখা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরই আদি: **“কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক,সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে” (কলসীয় ১:১৬)।** অতএব আমরা যদি কোনটি সঠিক অথবা কোনটি ভূল, কোনটি ভাল অথবা কোনটি মন্দ তা জানতে চায় তবে আমাদের উৎস ঈশ্বরকে প্রশ্ন করা উচিৎ। ঈশ্বর তখন, অবশ্যই অন্যভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন ‘সত্য কে?”

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **“তিনি আমাকে এইরুপ দেখাইলেন, দেখ, প্রভু ওলোন হস্তে লইয়া ওলোনের দ্বারা প্রস্তুত এক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছেন” (আমোষ ৭:৭)।**

রাজমিস্ত্রিরা যখন একটি দেয়াল তৈরী করে তখন মান হিসাবে ওলোন দড়ি ব্যবহার করে যাতে পরিমাপে সঠিক ও সোজা হয়। সমস্ত চুড়ান্ত সত্যের মান হল ওলোন দড়ি। তাঁর নাম যীশু। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **“আমি (যীশু) এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই”** (যোহন ১৮:৩৭)। যীশুই মান যার দ্বারা আমরা পরিপূর্ণভাবে জানতে পারি কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল।

এখন আমরা যে সত্যের বিষয়ে বলছি তা রাত ১১ টায় সান্ধ্যআইনের মত এমন কিছু বিষয় সম্পর্কিত নয়। সেটি একজনের জন্য স্বল্পকালীন নির্দেশনা যা একদিন পরিবর্তিত হবে। আমরা পরিপূর্ণ সত্যের বিষয়ে বলছি - একই সত্য সব খানে, সব সময় এবং সব লোকের জন্য। কারণ সত্য এমন কিছু যে ঈশ্বর আছেন এবং এর অর্থ:

- সত্য এমন কিছু নয় যা আপনি নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **“অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে” (যোহন ১:১৭)।**
- সত্য ব্যক্তি থেকে ব্যাক্তি অথবা সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায়ে পরিবর্তিত হতে পারে না কারণ যীশু ছিলেন ব্যক্তি ঈশ্বর। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **“যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন” (ইব্রীয় ১৩:৮)।**
- অন্যেরা যারা দাবী করে, সত্য ঈশ্বরের সত্যের সমকক্ষ হতে পারে না। যীশু বলেননি যে ‘আমি সত্য’ কিন্তু বলেছেন **“আমিই সত্য” (যোহন ১৪:৬)।**

পৃথিবী তবুও বলে,“ আপনার নিজের দৃষ্টিতে কোনটি সঠিক তা খুঁজে বের করুন।” কিন্তু আপনার নিজের সত্য আবিস্কার করা ভয়ঙ্কর বিষয়। লোকজন যারা ওলোনদড়ি অনুসরণ করে তাদের চেয়ে যারা পৃথিবীর কথা শুনে এবং নিজেদের সঠিকতা অথবা ভুলের জন্য নিজেদের মানের দ্বারা জীবন যাপন করে তারা অনেকাংশেই মিথ্যা, প্রতারণা, দৈহিকভাবে লোকজনকে আঘাত দেওয়া, চুরি করা, অবৈধ মাদক গ্রহন, যৌন সংক্রান্ত ছবি দেখা, আত্ম হত্যা করা ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে থাকে।

নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় আপনি যদি ঈশ্বরের সত্য মানের দ্বারা আপনার জীবন যাপন মনোনীত না করেন তবে আপনি ছোট ছেলেমেয়েদের মত ঝুঁকিতে চলবেন। **“যেন আমরা আর বালক না থাকি, মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধুর্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে তরঙ্গাহত এবং যে সে শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃ পরিচালিত না হই” (ইফিষীয় ৪:১৪)।**

ক্যাট রেডিক আমেরিকার জাতিয় মহিলা ফুটবল দলের সদস্য যিনি গ্রীসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত ২০০৪ সালে মহিলাদের ফুটবল খেলায় অলিম্পিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। ক্যাট যখন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য উড়োজাহাজে এথেন্সে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সমস্ত আনন্দ ও যথেষ্ট পছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে যিনি সত্যের উৎস সেই যীশু খ্রীষ্টের সাথে সময় কাটানোর বিষয় মনোনীত করে ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ক্যাট বলেছেন, “এটি কিভার কাছে কঠিন ছিল কারণ আমি বিভিন্ন দর্শণের সাথে লোকজনের চারপাশে ছিলাম। আমার দলের বন্ধুরা বলেছে “আমি রুদ্ধ মনের এবং পৃথিবীর দর্শনের প্রতি আমার খোলা মন থাকা প্রয়োজন - আমি অন্যান্য জিনিষের প্রতি খুবই খোলামনের কিন্তু আমার বিশ্বাসের বিষয়ে আমি রুদ্ধ মনের কারণ আমি জানি এটি সঠিক।”

পৃথিবী বলে, “আপনার নিজের সত্য আবিস্কার করুন।” যীশু বলেছেন “আমি আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছি। আমিই পথ ও সত্য ও জীবন (যোহন ১৪:৬)। আমাকে অনুসরণ করুন (যোহন ১:৪৩)।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:
“আমি পৃথিবীতে সত্য আনার জন্য এসেছি” (যোহন ১৮:৩৭)।

আসুন আমরা কথা বলি

"অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল,বায়ু বহিল এবং সেই গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছিল" (মথি ৭:২৪-২৫)।

কোন কাজ সঠিক অথবা ভুল এ সম্পর্কে যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে তবে সাহায্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করুন।

ঈশ্বরকে সন্মান দিন: **"হে সদাপ্রভু, তোমার পথ আমাকে শিক্ষা দেও, আমি তোমার সত্যে চলিব" (গীত ৮৬:১১)**। ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যে যা সঠিক বলা হয়েছে তাতে আপনার সিদ্ধান্ত কি একমত?

১) পিতা: একটি সিদ্ধান্ত কি যা সঠিকভাবে মনোনয়নে সাহায্যের জন্য আপনার ঈশ্বরের বাক্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

---

২) বালক/বালিকা : এই মুহূর্তে আপনি কি সিদ্ধান্ত তৈরী করছেন যা সঠিকভাবে মনোনয়নে সাহায্যের জন্য আপনার ঈশ্বরের বাক্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

দাসত্ব করা: **"সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু আমি কিছুরই কর্তৃত্বাধীন হইব না" (১ করি ৬:১২)**। কোন কিছু কি আপনাকে দাসত্বে বন্দি করছে এবং আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে?

৩) পিতা: আপনার জীবনে এমন কোন এলাকা কি আছে যা আপনাকে দাসত্বে বন্দী করছে?

---

৪) বালক/বালিকা: আপনার জীবনে এমন কোন এলাকা কি আছে যা আপনাকে দাসত্বে বন্দী করছে?

অন্যদের পরিচালিত করুন: **"অতএব সত্যের কটিবন্ধনীতে বন্ধকটি হইয়া ধার্মিকতার বুকপাটা পরিয়া এবং শান্তির সুসমাচারের সুসজ্জতার পাদুকা চরণে দিয়া দাঁড়াইয়া থাক" (ইফিষীয় ৬:১৪)**। অন্যদের পরিচালনার জন্য একটি ভাল অথবা মন্দ সিদ্ধান্ত তৈরীর জন্য আপনি কি কাজ করছেন?

৫) পিতা: এই সপ্তাহে আপনি কি সিদ্ধান্ত তৈরী করছেন যা অন্যেরা আপনার পরিচালনা অনুসরণ করবে?

---

৬) বালক/বালিকা: এই সপ্তাহে আপনি কি সিদ্ধান্ত তৈরী করছেন যার দ্বারা অন্যেরা একই কাজ করার জন্য প্রভাবিত হবে?

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করুন: **"এই কারণ আমরাও, যে দিন সেই সংবাদ শুনিয়াছি,সেই দিন অবধি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা ও বিনতি করিতে ক্ষান্ত হই নাই, যেন তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তাঁহার ইচ্ছার তত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও, আর তদ্বারা প্রভুর যোগ্যরূপে সর্বোতোভাবে প্রীতিজনক আচরণ কর, সমস্ত সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরের তত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও, আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হও" (কলসীয় ১:৯-১১)**। আপনার সিদ্ধান্ত কি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে?

৭) পিতা: ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই সপ্তাহে আপনি কি সিদ্ধান্ত তৈরী করবেন?

---

৮) বালক/বালিকা: ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই সপ্তাহে আপনি কি সিদ্ধান্ত তৈরী করবেন?

দেখান এবং বলুন:

"আমি ঈশ্বরের রব শুনব এবংএকটি ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর" (মথি ৭:২৪)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ৭: আমার কি ভূল আছে?

"নোহ তাৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, নোহ ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন" (আদি ৬:৯)।

- আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের চেয়ে অনেক লম্বা। এটি আমাকে আত্ম সচেতনতার অনুভূতি দেয়।
- আমি আমার ওজনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। আমার মনে হয় প্রত্যেককেই দেখতে আমার চেয়ে ভাল।
- আমি আমার ওজন এবং আমাকে যেমন দেখতে লাগে তা ঘৃণা করি।
- সকলেই আমার চেয়ে বড়।
- আমি এত কুৎসিত কেন?

সেই সমস্ত চিন্তাগুলি কি কখনও করেছেন? যদি তাই হয়, তবে আপনি একা নন। প্রায় ৫০,০০০ বালক/বালিকার উপর একটি গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে তাদের অধিকাংশের চেহারা সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হিসাবে তালিকায় এসেছে।

আমাদের পৃথিবীতে দৈহিক আকর্ষণীয়তাকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দেওয়া হয়। সঠিক দেহের মিথ্যা ছবি সহ আপনি প্রতিনিয়তঃ সাময়ীকির বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, টেলিভিশন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ভিডিও বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রশ্নের দ্বারা নাজেহাল হয়ে থাকেন। পৃথিবী আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। এটি চায় যেন আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনাকে দেখতে একটি বারবি অথবা কেন পুতুলের মত হয় এবং আপনি যদি পরিমাপ না করেন তবে যাদের ভাল মুখ অথবা ভাল দেহ আছে তাদের চেয়েও আপনি নগন্য।

আসুন আমরা এর সম্মুখীন হই- যখন এটি দেহে অথবা মুখে আসে তখন কিছু কিছু লোক অন্যদের থেকেও অনেক অনেক আকর্ষণীয় হয়। কেহ কেহ বড়, শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী। কিন্তু আমাদের পৃথিবী দেহের উপরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়। ঈশ্বর তেমন করেন না। এখানে ঈশ্বর যা বলেছেন **"তুমি উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি করিও না; কারণ আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম। কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতু মুনষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন" (১ শমুয়েল ১৬:৭)।**

ভাল চেহারা যদি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে যীশু খ্রীষ্টকে অবশ্যই খুব ভাল চেহারার হতে হ'ত। কিন্তু তিনি তেমন ছিলেন না: **"কারণ তিনি তাঁহার সন্মুখে চারার ন্যায় এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে তাঁহাকে ভালবাসি"** (যিশাইয় ৫৩:২)। যীশু ভাল চেহারার ছিলেন না তথাপি তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরের সাথে চলাচল করতেন।

ঈশ্বরের সাথে চলার উপর পূর্ণ মনোযোগ দিন। আপনার জন্য তার একটি পরিকল্পনা আছে এবং আপনার দেহ সেই পরিকল্পনার অংশ। **"কেননা সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি, তাহা আমি জানি; সে সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশাসিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প"** (যিরমিয় ২৯:১১)। তিনি যা করতে চলেছেন এ জন্য তাঁকে একটি সুযোগ দিন।

জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে: "বাহিরের দিকে আমাকে দেখতে ভাল নয় কেন?" এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করুন: "আমি কিভাবে ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা রক্ষা করতে পারি যাতে তিনি আমাকে ভিতরের দিকে ভাল চেহারার হতে সাহায্য করেন?

স্মরণ রাখার জন্য সুন্দর বাক্য:

"আমি তোমার স্তব করিব,কেননাআমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে" (গীতসংহিতা ১৩৯:১৪)।

এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ.কে. ১৯৯৮
দাওসন ম্যাকএ্যালিসটার, দাওসন ম্যাকএ্যালিসটার লাইভ, ১৯৯৭।

চর্চা অধিবেশন ৭: আমার কি ভুল আছে?

"বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে। আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে। আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম" (গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৬)।

১) পিতা: কিভাবে আপনি অনুভব করেন যে আপনি ঈশ্বরের সাথে চলেন?

২) বালক/বালিকা: আপনি আপনার পিতার মধ্যে কি দেখতে পান যা আপনাকে দেখায় যে তিনি ঈশ্বরের সাথে চলেন?

৩) পিতা: কি কি গুণাবলী/বৈশিষ্ট্যের জন্য আপনি আপনার ছেলে অথবা মেয়ের প্রশংসা করেন?

৪) বালক/বালিকা: আপনার জীবনের কোন অংশে আপনি অনুভব করেন যে ঈশ্বর প্রকৃতই আপনার জন্য একটি ভাল কাজ করেছেন?

৫) পিতা: আপনি আপনার ছেলে অথবা মেয়ের কোন বৈশিষ্ট বা গুণাবলীর মূল্য দেন তা বলে একটি ছোট টীকা লিখুন।

৬) বালক/বালিকা: আপনার ভবিষ্যতের জন্য কি পরিকল্পনা বা আগ্রহ আছে? সেই সমস্ত পরিকল্পনাকে সাহায্যের জন্য কোন একটি বৈশিষ্ট বা গুণাবলীর উন্নয়ন আপনি চান?

৭) বালক/বালিকা: আপনার বাহ্যিক চেহারা সহ আপনার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে। আপনার চেহারা সম্পর্কে এমন একটি বিষয় এ সপ্তাহে উল্লেখ করুন যা ঈশ্বরের প্রশংসা করবে?

দেখান এবং বলুন:
"কিন্তু হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য, মৃদু ও প্রশান্ত আত্মার অক্ষয় শোভা, তাহাদের ভুষণ হউক; তাহাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য" (১ পিতর ৩:৪)।

প্রশ্ন ৮: আপনাকে কি বিরক্ত করছে?

"এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পুর্ণতার উদ্দেশ্যে পুর্ণ হও" (ইফিষীয় ৩:১৯)।

দুই জন মেয়ে যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে তাদের প্রথম সেমিষ্টার শেষ করেছিল তাদেরকে তারা ক্যাম্পাসে যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের উত্তর ছিল অনেক মেয়েকে তারা খাবারের গরমিলের জন্য বিবাদ করতে দেখেছে।

আজকের বিশ্ব অবিশ্বাস্য পরিমাণে চাপ রাখছে - বিশেষতঃ মেয়েদের উপর যেন তাদের দেখতে নিঁখুত হয়। আপনি যেখানেই তাকান - টেলিভিশনে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে, সাময়িকীতে প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞাপন, সিনেমা ইত্যাদিতে আপনাকে বলা হয় যে নিঁখুত গঠন এবং সুন্দর চেহারা আপনাকে সুখী করবে। অতএব, লক্ষ লক্ষ লোকের চিন্তা আরো আদর্শ দৃষ্টিগোচরতা এবং আরো আদর্শ ওজন কিন্তু তাতে অভিভূতকর মোটা হচ্ছে।

খাবারের গরমিলের প্রাণকেন্দ্রে যেমন ক্ষুধাহীনতা (না খেয়ে থাকা) অথবা খাবারের গরমিল (অতিরিক্ত খাবারের দরুন পায়খানা, বমি) একটি দুর্বল ও নিজের সম্পর্কে ধারণা। একটি অনুভূতি আছে যে,"আমি যেমন ঠিক প্রকৃতই তেমন যোগ্যতার হতে পারি না; নিজেকে আরো মূল্যবান করার জন্য আমাকে আরো কিছু করতে হবে।"

কিন্তু সত্যের জন্য অনুভূতিগুলি ভুল করবেন না। আপনি ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান এবং তিনিই একমাত্র ব্যাক্তি যিনি প্রকৃতই আপনাকে জানেন। ঈশ্বর আপনার স্বর্গীয় পিতা এবং তিনি আপনাকে দেখানোর অনেক পূর্বেই আপনার বিষয়ে চিন্তা করেছেন। গীতসংহিতা ১৩৯:১৬ পদে লেখা আছে, **"তোমার চক্ষু আমাকে পিন্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না।" কার্যতঃ ঈশ্বর আপনাকে এখানে আনার জন্য অপেক্ষা করেননি: "কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি"** (ইফিষীয় ২:১০)।

আপনি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব হল যে আপনি তাঁর অধীনে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"তোমরা কি জান না যে তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর"** (১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০)। আপনি কত সুন্দর বা আপনার সুগঠন অথবা আপনি সুন্দর খেলেন বা পড়াশুনায় ভাল করেন অথবা আপনি কত জনপ্রিয় তার চেয়েও আপনি ঈশ্বরের কাছে অনেক মূল্যবান।

প্রশ্ন: আপনি ঈশ্বরের কাছে ঠিক কত মূল্যবান? পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যে তিনি আপনার জন্য প্রাণ দেবার জন্য তাঁর পুত্রকে পাঠাতে ইচ্ছুক ছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন"** (রোমীয় ৫:৮)। ঈশ্বরের ভালবাসা আপনাকে অর্জন করতে হবে না। আপনি কি করছেন এ জন্য নয় বরং আপনি কে এই জন্যই ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন। প্রকৃত তথ্য থেকে একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনার মূল্য এসেছে যে ঈশ্বর আপনাকে তৈরী করেছেন এবং তিনি আপনাকে ভালবাসতে থাকবেন।

তৎসত্বেও পৃথিবী যা বলে, আপনাকে নিখুঁত হতে হবে না। তিনি যা চান তা হল একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনাকে আরো ভাল রাখা। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, **"যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপ ধন কি"** (ইফিষীয় ১:১৮)।

পৃথিবীতে থাকাকালীন কাজ করার জন্য শুধু একটি দেহ আছে। আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করে আপনার সমস্ত সময় কাটাতে পারেন অথবা আপনার অন্যান্য অংশের উন্নতির জন্য সেই সময় ব্যবহার করতে পারেন। যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল **"হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য মৃদু ও প্রশান্ত আত্মার অক্ষয় শোভা, তাহাদের ভুষণ হউক; তাহাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য" (১ পিতর ৩:৪)।**

স্মরণ রাখার জন্য ভাল বাক্য:

"পরন্তু যে শক্তি আমাদিগেতে কার্য্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচঞার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন" (ইফিষীয় ৩:২০)।

চর্চা অধিবেশন ৮ঃ আপনাকে কি বিরক্ত করছে?

“এই জন্য স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পিতৃকুল যাহা হইতে নাম পাইয়াছে, সেই পিতার কাছে আমি জানু পাতিতেছি, যেন তিনি আপনার প্রতাপ ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও; যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূলও সংস্থাপিত হইয়া সমস্ত পবিত্রগণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা কি এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হও। পরন্তু, যে শক্তি আমাদিগেতে কার্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচঞার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন” (ইফিষীয় ৩:১৪-২০)।

১) পিতাঃ 'আশীর্বাদ' শব্দের অর্থ সঠিক পথে পাঠানো। আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা জানিয়ে আপনার ছেলে মেয়ের জন্য একটি ছোট আশীর্বাদ লিখুন।

____

২) বালক অথবা বালিকা: আপনার সম্পর্কে একটি কি জিনিষ আপনার বন্ধুদের বলবেন যা তারা ভালবাসে?

৩) বালক অথবা বালিকা: আপনার নিজের সম্পর্কে কোন একটি জিনিষ যা আপনি পছন্দ করেন?

৪) পিতাঃ আপনার ছেলে অথবা মেয়ে সম্পর্কে আরো জানার জন্য কোন ৩টি জিনিষ পছন্দ করেন?

৫) বালক/বালিকাঃ কোন ৩টি বিষয়ে আপনি আপনার পিতার সাথে কথা বলতে পছন্দ করেন?

৬) পিতাঃ আমাদের পৃথিবী অবিরত আমাদের সন্তানদের উপর দৈহিক পূর্ণতা চাপিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর চিন্তা থেকে আপনি কিভাবে তাদের রক্ষায় সাহায্য করতে পারেন?

৭) উভয়ে: 'সম্পূর্ণ দেহ ' গ্রহন অর্থ কি সুখ অথবা সফলতা? কেন অথবা কেন নয়?

৮) উভয়ে: এ সপ্তাহে ইফিষীয় ৩:১৪-২১ পড়ুন ও একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করুন।

দেখান এবং বলুন:
“যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি” (ফিলিপীয় ৪:১৩)।

প্রশ্ন ৯: বিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি?

"স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন" (ইফিষীয় ৫:২৫)।

বিবাহ ঈশ্বরের ধারণা। তিনি এটি আবিস্কার করেছেন এবং এদোন উদ্যানে প্রথম বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করেছেন। তথাপি অনেক লোকে বলে যে বিবাহ পুরাতন ও মান্ধাতার আমলের এবং এটিকে অবশ্যই পুনঃসঙ্গায়িত করা প্রয়োজন যেন তাতে আমাদের বর্তমান কৃষ্টির প্রতিফলন হয়। অতএব, আজকের বিবাহ বিষয়ে ঈশ্বরের কি বলার আছে?

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের উপরে এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মন্ডলীকে দান করিলেন" (ইফিষীয় ১ঃ২০-২২)**। ঈশ্বর বলেছেন, তিনিই বিবাহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

বাইবেল বলে, ঈশ্বর তাঁর নিজের মত লোকজনকে আকার দিয়েছেন: **"পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন"** (আদি ১:২৭)। ৩ ব্যক্তির সমন্বয়ে ঈশ্বর: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। তারা একে অন্যকে ভালবাসে এবং একে অন্যের প্রতি পুরোপুরি উৎসর্গীকৃত। তাদের সম্পর্ক স্থায়ী এবং অনন্য। এবং ঈশ্বর চেয়েছিলেন লোকজন যেন মানবীয় স্তরে সেই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করে। **"এটি ব্যাখ্যা করে যে কেন একজন লোক তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রীতে আসক্ত হবে এবং এই দুইজন একাঙ্গ হবে" (আদি ২:২৪)**। বিবাহের জন্য ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রীর পরিকল্পনা করেছেন এবং বিবাহকে তার সাথে স্বর্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক বিষয়ে একটি ছবি হিসাবে পরিকল্পনা করেছেন। বিবাহ আপনার বিষয়ে নয় - এটি ঈশ্বরের বিষয়ে।

বিবাহ একটি চুক্তি - ঈশ্বরের সামনে একজন পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে একটি অনন্য চুক্তি এবং এটি চিরস্থায়ী হবার জন্য তিনি আশা করেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে?" (মথি ১৯:৬**। ঈশ্বর বিবাহকে আস্তাবলের কৃষ্টির মাটির নিম্নস্থ শক্ত নিরেট প্রস্তর হিসাবে স্থাপন করেছেন। ঈশ্বর দেয় বিবাহের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা একটি পরিবার এবং একটি জাতিকে ধ্বংসের সবচেয়ে দ্রুততম উপায়।

ঈশ্বরীয় উত্তরাধিকারীর বংশবৃদ্ধির জন্য বিবাহ টিকে থাকে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"তিনি যাকোবের মধ্যে সাক্ষ্য দাঁড় করাইয়াছেন, ইস্রায়েলের মধ্যে ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন; যাহা তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে তাহা জানান; যেন উত্তরকালীন বংশ (অর্থাৎ) যে সন্তানগণ জন্মিবে, তাহারা তাহা জানিতে পারে, এবং উঠিয়া আপন আপন সন্তানগণের কাছে তাহার বর্ণনা করিতে পারে। যেন তাহারা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখে এবং ঈশ্বরের কার্য সকল ভুলিয়া না যায়, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে" (গীতসংহিতা ৭৮:৫-৭)**। ঈশ্বর পুরুষ ও মহিলাকে দৈহিকভাবে মিলিত হয়ে ছেলেমেয়ে জন্মদানের পরিকল্পনা করেছেন। সন্তানেরা ঈশ্বরের দ্বারা তৈরী এবং জন্ম থেকে বাবা মায়ের স্নেহশীল যত্নের দ্বারা তারা পালিত হবে এবং ঈশ্বর পরিবারকে একটি প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে স্থাপন করেছেন যেন তারা প্রত্যেকে পরবর্তী বংশধরদের কাছে তাঁর সম্পর্কে বলে।

ঈশ্বর অনেক বছর পূর্বেই বিবাহ স্থাপন করেছেন কিন্তু এর অর্থ এটি সেকেলে অথবা অপ্রচলিত নয়। বিবাহ হাজার বছরের পুরাতন এবং যীশু লোকদের এটিকে সম্মান করার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকজন যখন বলে দাম্পত্য জীবন ভাল চলছে না শুধু এই কারণে বিবাহকে পরিত্যক্ত করা যাবে না। বাইবেল বলে **"যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন। তোমরা বহুবিধ এবং বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা বিপথে চালিত হইও না; কেননা হৃদয় যে অনুগ্রহ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ভাল; খাদ্য বিশেষ অবলম্বন করা ভাল নয়, তদাচারীদের কোন সুফল দর্শে নাই"** (ইব্রীয় ১৩:৮-৯)। অধিকাংশের ভোট দ্বারা সত্যকে কখনই নির্ধারণ করা যায় না কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। বিবাহকে শক্তিশালী হিসাবে তৈরী করার জন্য আমাদের কি কাজ করা উচিৎ যাতে আমাদের পরিবার এবং দেশ সুস্বাস্থের অধিকারী হয়।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল বাক্য:

"সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল (হউক); কেননা ব্যাভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন" (ইব্রীয় ১৩:৪)।

চর্চা অধিবেশন ৯ঃ বিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি?

"হে আমার স্বজাতি, আমার উপদেশ শ্রবণ কর, আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর। আমি দৃষ্টান্ত কথায় আপন মুখ খুলিব, আমি পুরাকালের গুঢ় বাক্য সকল ব্যক্ত করিব; সেই সকল আমরা শুনিয়াছি, জ্ঞাত হইয়াছি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদিগকে বলিয়াছেন, আমরা সে সকল তাঁহাদের সন্তানগণের কাছে গুপ্ত রাখিব না, উত্তরকালীন বংশের কাছে সদাপ্রভুর প্রশংসা বর্ণনা করিব,তাঁহার পরাক্রম ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য ক্রিয়া সকল বর্ণনা করিব। তিনি যাকোবের মধ্যে সাক্ষ্য দাঁড় করাইয়াছেন, ইস্রায়েলের মধ্যে ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন; যাহা তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা আপন আপন সন্তানগণকে তাহা জানান; যেন উত্তরকালীন বংশ (অর্থাৎ) যে সন্তানগণ জন্মিবে, তাহারা তাহা জানিতে পারে এবং উঠিয়া আপন আপন সন্তানগণের কাছে তাহার বর্ণনা করিতে পারে। যেন তাহারা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখে এবং ঈশ্বরের কার্য সকল ভুলিয়া না যায়, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে" (গীতসংহিতা ৭৮:১-৭)।

১) পিতাঃ ঈশ্বরের সত্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আপনি কিভাবে শিখেছেন? আপনার ছেলেমেয়েদের কাছে আপনি কিভাবে ঈশ্বরের সত্য হস্তান্তর করেছেন?

---

২) বালক অথবা বালিকাঃ আপনার মতে ঈশ্বরের সত্য বুঝার জন্য আপনার পিতা যেভাবে সাহায্য করেছেন তাতে সবচেয়ে ভাল উপায় কি ছিল?

---

৩) বালক অথবা বালিকাঃ ঈশ্বরের সত্যের দম্পতি কে যা আপনি আপনার পরিবারের মধ্যে দিয়ে শিখেছেন?

---

৪) পিতাঃ যীশু খ্রীষ্টকে বিবাহের কেন্দ্রে রাখার অর্থ কি?

---

৫) বালক অথবা বালিকাঃ বিবাহ সম্পর্কে আপনার কি প্রশ্ন আছে?

---

৬) পিতাঃ যে কোন সম্পর্কের স্বীকৃতি বিষয়ে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কি?

---

৭) বালক অথবা বালিকাঃ যে কোন সম্পর্কের স্বীকৃতি বিষয়ে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কি?

<u>দেখান এবং বলুন:</u>

"সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল (হউক);কেননা ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন" (ইব্রীয় ১৩:৪)।

প্রশ্ন ১০: কখন আমি বড় গাড়ীটি চালাতে পারি? (যৌন -১)

পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে "এই কারণ মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, আর সে দুই জন একাঙ্গ হইবে; সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ" (মার্ক ১০:৭-৮)।

যৌন ঈশ্বরের ধারণা। তিনি এটি আবিস্কার করেছেন। কেন, এজন্য খুবই সুস্পষ্ট কারণ আছে: যদি তাঁর না থাকতো তবে আপনি এটি পড়তেন না। কিন্তু সেটিই প্রধান কারণ নয় যে ঈশ্বর যৌনকে আবিস্কার করেছেন এবং পরিকল্পনা করেছেন। ঈশ্বর যৌনকে একটি বিশেষ দান হিসাবে অর্থ প্রকাশ করেছেন যা একটি বিশেষ জায়গায় ও বিশেষ সময়ে উন্মুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন: যখন যৌনের বিষয় আসে তখন আমরা ঠিক কি সম্পর্কে বলি? শুধু সহবাসের চেয়ে যৌন আরো অনেক বেশী। যৌন যে কোন যৌন সম্পর্কীয় কাজ বা খেলা যা তীব্র সুখের উদ্দেশ্যে অথবা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য করা হয়। যৌনের মধ্যে থাকে ইচ্ছাকৃত চুমু দেওয়া অথবা আপনার দেহের যে কোন অঙ্গ দ্বারা যে কোন গোপনীয় স্থানে স্পর্শ করা। আপনি যা শুনেছেন তা থেকে এটি বর্ধিত সংজ্ঞা হতে পারে কিন্তু আপনার এভাবে চিন্তা শুরু করা প্রয়োজন কারণ ঈশ্বর আপনাকে সেভাবেই তৈরী করেছেন।

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্বোতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক"** (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। আপনি আত্মা, প্রাণ ও দেহ। আপনি আপনার আত্মা ও প্রাণকে, আপনার আবেগ, অনুভূতি-ব্যক্তিত্ব যা আপনাকে তৈরী করেছে- এ গুলিকে আপনার দৈহিক দেহ থেকে আলাদা করতে পারেন না। আপনি দৈহিকভাবে যা করেন তা মানসিক ও আবেগের সাথে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন এটি যৌনের বিষয়ে আসে তখন তা অন্য ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও ভাবাবেগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা যৌনকর্মে লিপ্ত হয় তখন তাদের দেহের রাসায়নিক পদার্থ বের হয় যা আবেগের সাথে দম্পতিদের এক সঙ্গে আঠার মত লাগিয়ে দেয়। ঈশ্বর এভাবে যৌন তৈরী করেছেন কারণ তিনি জানেন যে ভালবাসার ভাবাবেগের দিক দম্পতিদের একসঙ্গে লেগে থাকার মত যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। অনুভূতি আসে এবং যায়। অতএব, যখন তাদের বিবাহের পরীক্ষা হয় তখন ঈশ্বর দম্পতিদের একসঙ্গে থাকতে সাহায্যের জন্য সুন্দর একটি বিবাহের দান এনেছেন।

ঈশ্বর পিতা এবং অনেক পিতার মত তিনিও তাঁর সন্তানদের দান দিতে ভালবাসেন। সত্যিই ভাল দান! পিতামাতারা যখন তাদের সন্তানদের দান দেন তখন তারা উপযুক্ত দানই দিয়ে থাকেন। তারা একটি ৩ বছরের শিশুকে একটি বড় গাড়ীর চাবি দিবেন না। যৌন ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি দান। কিন্তু যে কোন দানের মত এটি শুধু তখনই উপযুক্ত হয় যখন সঠিক সময়ে ও সঠিক জায়গায় যাদের জন্য এবং যাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে তাদের দ্বারা খোলা হয়।

একটি ১০০ বছরের পুরাতন পারিবারিক বাইবেলের বিষয় চিন্তা করুন যা বংশানুক্রমে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে পরিবর্তন অযোগ্য পারিবারিক ছবি, টীকা এবং বংশানুক্রম। সেই বাইবেলটির কাছে পৌঁছার জন্য আপনার একটি ছোট সিঁড়ি প্রয়োজন হয়। সেই পারিবারিক বাইবেল- সেই বংশগত সম্পত্তি একটি বিশেষ সময়ের জন্য একটি বিশেষ জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। যখন এটি যৌনের বিষয়ে আসে, ঈশ্বর এর অর্থ করেছেন যে এটি একটি বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ সময়ের জন্য সংরক্ষিত হবে। বিশেষ স্থান হল বিবাহ এবং বিশেষ সময় হল আপনার স্বামী অথবা স্ত্রীর সাথে।

প্রশ্নটির উত্তর, "যৌন মিলনের জন্য বিবাহ পর্যন্ত আমাকে কেন অপেক্ষা করতে হবে?" এটি কি দম্পতিদের যুক্তকরণের অনুষ্ঠানের পরে তাদের বিবাহকে নিরাপত্তা দেবার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া বিবাহের দানটি খোলা হবে। বিবাহের বাহিরে যৌন মিলন আপনার আত্মাকে আঘাত দেয় এবং দৈহিক ও মানসিকভাবে আপনাকে ধ্বংস করে কারণ এই দানটি একজন পুরুষ ও একজন মহিলার জন্য একটি অঙ্গীকারবদ্ধ বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে পরিকল্পিত এবং এটি কোন নৈমিত্তিক সম্পর্কের জন্য নয় যা শেষ হয়। মানসিক এবং দৈহিক প্রভাবের কারণে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যৌন আছে এবং এটি কখনই কারো জন্য মনস্থির বা পরিকল্পিত হয়নি যাতে তারা যে কোন স্থানে বা যখন চায় খুলতে পারে। একসঙ্গে আঠা দিয়ে যা লাগানো হয়েছে তাকে আলাদা করার কোন অভিপ্রায় নাই।

ছেলেমেয়েরা- চিন্তা থেকে আপনাদের দূরে সরে যাওয়া প্রয়োজন, "আমাকে কেন অপেক্ষা করতে হবে?" এবং তারপর সামনে যান, "আমি আনন্দের সাথে অপেক্ষা করব।" বড় গাড়ী থেকে চাবিটি দূরে রাখুন যতক্ষণ না এটি চালানোর উপযোগী হয়।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:

"আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্বোতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক" (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ১০: কখন আমি চালনা করতে পারি? (যৌন - ১)

“কিন্তু সৃষ্টির আদি হইতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন; এই কারণ মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, আর সে দুই জন একাঙ্গ হইবে; সুতরাং তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক” (মার্ক ১০:৬-৯)।

১) বালক অথবা বালিকা: ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে (মার্ক ১০:৬-৯) কাদের মধ্যে বিবাহ হয়?

---

২) বালক অথবা বালিকা: ঈশ্বর কাদেরকে যৌনের দান দেন?

---

৩) পিতা: একটি বিবাহে কোন অঙ্গ যৌন কাজে অংশ গ্রহণ করে?

---

৪) পিতা: বিবাহের মধ্যে যুক্ত হওয়া ও একত্রিত হওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আপনি দেখেন কি?

---

৫) বালক অথবা বালিকা: নোট বইয়ের ২ টুকরো কাগজ নিন। এক টুকরোয় অল্প বয়স্ক ছেলে লিখুন এবং অন্যটিতে অল্প বয়স্ক বালিকা লিখুন। এখন কাগজের ২ টুকরাকে আঠা দিয়ে লাগান ও শুকিয়ে নিন। আসুন আমরা বলি যে একসঙ্গে লাগানো কাগজের টুকরাগুলি যৌনকে নির্দেশ করি। যদি ঐ ২ টুকরা কাগজ অল্প বয়স্ক বালক ও অল্প বয়স্ক বালিকা হয় এবং তাদেরকে যদি একসঙ্গে আঠা দিয়ে আটকানো হয় তবে তাদের জীবনে কি হবে?

---

৬) এখন ২ টুকরা কাগজকে টেনে আলাদা করুন। ২ টুকরা কাগজের বর্ণনা দিন।

---

৭) পিতা: বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে যৌনকে রাখার জ্ঞান কি?

---

৮) পিতা: ফিলিপীয় ১:৯-১০ পড়ুন এবং এ সপ্তাহে আপনার ছেলে অথবা মেয়ের সাথে প্রার্থনা করুন।

দেখান এবং বলুন:
“আর আমি এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও সর্বপ্রকার সুক্ষচৈতন্যে উত্তর উত্তর উপচিয়া পড়ে; এইরূপে তোমরা যেন যাহা যাহা ভিন্ন প্রকার, তাহা পরীক্ষা করিয়া চিনিতে পার, খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত যেন তোমরা সরল ও বিঘ্নরহিত থাক, যেন ধার্মিকতার সেই ফলে পূর্ণ হও, যাহা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পাওয়া যায়, এইরূপে যেন ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা হয়।” (ফিলিপীয় ১:৯-১১)।

প্রশ্ন ১১: যদি আমি এখন বড় গাড়ীটি চালাই তবে কি হবে? (যৌন -২)

"তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হউক, তোমার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে কল্যাণ হউক" (গীতসংহিতা ১২২:৭)।

ঈশ্বর শুধুমাত্র বিবাহের জন্য যৌন সঙ্কল্প করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন: **"তুমি নিজ জলাশয়ের জল পান কর, নিজ কূপের স্রোতোজল পান কর। ১৬তোমার উনুই কি বাহিরে বিস্তারিত হইবে? চকে কি জলস্রোত হইয়া যাইবে? ১৭উহা কেবল তোমারই হউক, তোমার সহিত অপর লোকের না হউক"** (হিতোপদেশ ৫:১৫-১৭) আপনার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বর এটি বলেছেন।

ঈশ্বর আপনার স্বর্গীয় পিতা এবং তিনি আপনাকে ভালবাসেন। পিতা যেমন তার সন্তানদের ভালবাসেন, ঈশ্বরও আপনার জন্য যা সবচেয়ে ভাল তা চান। **"তিনি নিজ বাসনায় সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের একপ্রকার অগ্রিমাংশ হই" যাকোব ১:১৮।** যেহেতু আপনি ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান তাই আপনাকে রক্ষার জন্য তিনি আপনার চারিদিকে বেড়া দিয়েছেন। বিবাহের বাহিরে যখন যৌন মিলন হয় তখন ঈশ্বর তা থেকে দূরে থাকার জন্য বলেছেন। **"তোমরা ব্যভিচার হইতে পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার করে সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে" (১ করি ৬:১৮)।** ঈশ্বর আপনাকে নিরাপদ হিসাবে চান।

আপনি কি শুনেছেন কেউ বলেছে "আমি আমার দেহ দিয়ে যাই করি তাতে ঈশ্বর কি যত্ন নেন?" এটি আমার দেহ, তাই নয় কি? ঈশ্বরের উত্তর হল: না, তা নয়। এটি আমার দেহ! পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"খাদ্য উদরের নিমিত্ত এবং উদর খাদ্যের নিমিত্ত কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন। দেহ ব্যভিচারের নিমিত্ত নয় কিন্তু প্রভুর নিমিত্ত এবং প্রভু দেহের নিমিত্ত" (১ করি ৬:১৩)।** ঈশ্বর আপনার দেহের বিষয়ে যত্ন নেন। আপনার দেহ তাঁর অধীন এবং আপনার জন্য তার পরিকল্পনা আছে কিন্তু সেই সমস্ত পরিকল্পনায় এখনই যৌনকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। স্মরণ রাখুন, যৌন অর্থ যে কোন ঐচ্ছিক কাজ বা খেলা যা সহবাসের দিকে চালিত করে। পৃথিবী আপনাকে সম্ভাব্য সব খবর দিচ্ছে যে এটি এখনই পাবার জন্য উপযুক্ত সময়। কিন্তু সমস্ত খবরগুলি যখন আপনার মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় এবং তারা আপনাকে বলছে না যে এখন যৌন মিলন করলে পরবর্তীতে কিভাবে আপনাকে আহত করবে।

বিবাহের বাহিরে যৌন মিলন আপনার মানসিক ব্যাথার কারণ: **"কেননা পরকীয়া স্ত্রীর ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে, তাহার তালু তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ; কিন্তু তাহার শেষ ফল নাগদানার ন্যায় তিক্ত, দ্বিধার খড়গের ন্যায় তীক্ষ্ণ। তাহার চরণ মৃত্যুর কাছে নামিয়া যায়, তাহার পাদবিক্ষেপ পাতালে পড়ে" (হিতোপদেশ ৫:৩-৫)।** যৌন মিলন তামাসার মত মনে হতে পারে বা এমনকি সেই মুহূর্তে ভাল লাগতে পারে কিন্তু এই অল্প সময়ের উত্তেজনায় আপনি কি বিনিময় করছেন? প্রতিশ্রুত বিবাহ সম্পর্কের বাহিরে যৌন মিলন করা হলে তাতে আনন্দের চেয়ে আরো বেশী দুঃখ, হতাশা পিছনে ফেলে আসে। স্মরণ করুন, আপনি যখন যৌন মিলন করেন তখন আপনি সেই ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হন। ভেলক্রোর বিষয়ে চিন্তা করুন। যখন এটিকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই সম্পর্ক শেষ হয় তখন যে শব্দ তৈরী করে সেই বিষয়ে চিন্তা করুন। সেটিই আপনার শব্দ যার একটি অংশ আপনি নিজেই পিছনে ফেলে এসেছেন এবং অন্য অংশ আপনার সাথে বহন করছেন। সেই স্মৃতি থেকে দোষ এবং ব্যাথা পরবর্তী সম্পর্কে বহন করে এবং তার পরেরটি এবং তার পরেরটিতে এভাবে চলতে থাকে। আরো কিছু জিনিষ আপনি আপনার সাথে বহন করতে পারেন: যৌন সংক্রমণ ব্যাধি।

যৌন সংক্রমণ ব্যধিগুলি এবং তাদের মধ্যে ২০টিরও অধিক দেখা যায়। তারা ব্যাথা, বন্ধ্যাত্ব অথবা কখনও কখনও এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। কিছুকিছু রোগ নিরাময় অযোগ্য। কিছু কিছু লোকের মধ্যে লক্ষণগুলি সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায়: কারো কারো ক্ষেত্রে কয়েক মাস বা বছর; আবার অন্যদের মধ্যে কখনই প্রকাশ পায় না- তারা রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। ৮০% এরও বেশী লোক যাদের যৌন সংক্রমণজনিত রোগ আছে এবং তাদের রোগের কোন চিহ্ন বা লক্ষণ থাকে না যদিও তারা প্রবলভাবে সংক্রামক রোগবহনকারী।

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"তোমরা কি জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্মিকতাজনক আজ্ঞাপালনের দাস?" (রোমীয় ৬:১৬)।** বিবাহের পূর্বে অথবা বিবাহের বাহিরে যৌন মিলন কি সঠিক? যদি আপনার দেওয়ালের মধ্যে শান্তি চান; যদি আপনার প্রাসাদের মধ্যে উন্নতি চান তবে এর সহজ উত্তর 'না'।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:
"আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব, তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর" (১ করি ৬:২০)।

চর্চা অধিবেশন ১১: যদি আমি এখনই চালাই? (যৌন - ২)

"বৎস, আমার প্রজ্ঞায় অবধান কর, আমার বুদ্ধির প্রতি কর্ণপাত কর; যেন তুমি পরিণামদর্শিতা রক্ষা কর, যেন তোমার ওষ্ঠাধর জ্ঞানের কথা পালন করে। কেননা পরকীয়া স্ত্রীর ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে, তাহার তালু তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ; কিন্তু তাহার শেষ ফল নাগদানার ন্যায় তিক্ত দ্বিধার খড়গের ন্যায় তীক্ষ্ণ। তাহার চরণ মৃত্যুর কাছে নামিয়া যায়, তাহার পাদবিক্ষেপ পাতালে পড়ে। সে জীবনের সমান পথ পায় না, তাহার পথ সকল চঞ্চল; সে কিছু জানে না। অতএব বৎসগণ, আমার কথা শুন, আমার মুখের বাক্য হইতে বিমুখ হইও না। তুমি সেই স্ত্রী হইতে আপন পথ দূরে রাখ, তাঁহার গৃহদ্বারের নিকটে যাইও না" (হিতোপদেশ ৫:১-৮)।

ঈশ্বর বিবাহের মধ্য দিয়ে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে একে অন্যের প্রতি পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ, উত্তেজনাকর ও তামাসার জন্য যৌন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু লোকজন একে বিবাহ চুক্তির বাহিরে নিয়েছে এবং ময়লা করেছে। ঈশ্বর যখন আপনাকে এখন যৌন মিলন না করার জন্য বলছেন, তিনি আপনাকে তামাসা থেকে দূরে রাখার জন্য এটি করছেন না। তিনি চান:

- যৌন সংক্রমণ রোগের ভয় থেকে আপনাকে নিরাপদ করা এবং আপনি যখন বিবাহ করবেন তখন আপনার মনে শান্তি দেওয়া।
- যৌন কর্মের উপর দৃষ্টি দিয়ে স্বল্পকালীন সম্পর্ক থেকে আপনাকে আশ্রয় দিবে যা প্রায়ই ভঙ্গুর বিবাহের দিকে চালিত করে।
- আপনার সতীত্ব রক্ষা করা এবং এটি সবচেয়ে বড় দান যা আপনি আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে বিবাহের রাতে দিতে পারেন।

ঈশ্বর আপনার তামাসা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন না। তিনি আপনাকে প্রকৃত তামাসার পথ দেখাতে চেষ্টা করছেন।

১) বালক অথবা বালিকা: এখানে এই ধারণাটি আপনাকে লজ্জায় ফেলার জন্য নয় কিন্তু আপনাকে একটি তথ্য দেবার জন্য যা আপনার একটি ভাল সিদ্ধান্ত তৈরীর জন্য প্রয়োজন। আপনার পিতার কাছ থেকে এই তালিকার অনুমোদন নিন এবং আপনার প্রশ্ন থাকলে সে সম্পর্কে কথা বলুন।

- আমার নিজের নৈতিক মুল্যের সাথে যৌন সম্পর্ক কি যুক্তিযুক্ত?
- কিভাবে আমার সিদ্ধান্ত আমার পিতামাতা, বন্ধুদের এবং আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে?
- যদি সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় তবে এই ব্যাক্তির সাথে যে যৌন কর্ম করেছি তাতে কি সুখী হব?
- এইডস, গর্ভধারণ এবং অথবা বন্ধ্যাত্ব সহ আমি কি যৌন সংক্রামিত রোগের ঝুঁকি গ্রহনে ইচ্ছুক?
- একাকী পিতামাতা হিসাবে আমি পরিচালনা করতে পারি অথবা আমার সন্তানকে দত্তকের জন্য দিতে পারি?
- আমি যে দোষ এবং দ্বন্দ অনুভব করি, তা কি মোকাবেলা করতে পারি?

২) পিতা: নিম্নের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আপনার ছেলে অথবা মেয়েকে পরিচালনা করুন। বিবাহের বাহিরে যৌন মিলন:

- পরবর্তী সম্পর্ক অন্তর্হিত করে। যখন আপনি দৈহিক দিকে দৃষ্টি দেন তখন আপনি পরবর্তী সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেন।
- নিজের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। প্রথমে যৌন সম্পর্ক আপনাকে একটি গৃহিত মিথ্যা অনুভূতি দিতে পারে। কিন্তু আপনি যখন সেই মিথ্যা অনুধাবন করবেন তখন হতাশ হবেন।
- বিবাহকে তুলনার দিকে চালিত করে। পূর্ববর্তী যৌন অভিজ্ঞতার তুলনা না করা অসম্ভব যা আপনার বিবাহকে কঠিনের দিকে চালিত করতে পারে।
- বিশ্বাসে ফাটল ধরে- বিবাহের পক্ষদ্বয় যারা জানে যে তাদের স্বামী/স্ত্রী বিবাহের জন্য যৌনকে রক্ষা করতে পারেনি তারা প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশ করে যে তাদের সঙ্গী/সঙ্গিনী বিশ্বস্ত হবে কি না।

<u>দেখান এবং বলুন:</u>

"ফলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের পবিত্রতা; যেন তোমরা ব্যভিচার হইতে দূরে থাক, তোমাদের প্রত্যেক জন যেন যাহারা ঈশ্বরকে জানে না, সেই পরজাতীয়দের ন্যায় কামাভিলাষে নয়, কিন্তু পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ নিজ পাত্র লাভ করিতে জানে" (১ থিষলনীকীয় ৪:৩-৪)।

প্রশ্ন ১২: চালনার জন্য আমি কিভাবে অপেক্ষা করি? (যৌন - ৩)

"আর যে একাকী, তাহাকে যদ্যপি কেহ পরাস্ত করে, তথাপি দুই জন তাহার প্রতিরোধ করিবে, এবং ত্রিগুণসূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না" (উপদেশক ৪:১২)।

জনপ্রিয় হউন। জনতার মধ্যে অংশ হউন। একজন পুরুষ হউন। একজন স্ত্রীলোক হউন। প্রত্যেকেই এটি করছে। এটি তামাসা। যে সময়ে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন থেকেই আপনি যৌন মিলন সম্পর্কে শুনে আসছেন। টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, সাময়িকী, সিনেমা, গান, বইপুস্তক এমনকি বন্ধুদের থেকেও হয়তো শুনেছেন।

প্রশ্ন: আমার অনেক বন্ধুরাই যৌন মিলন করছে। আমি কি করতে পারি? প্রথমতঃ বিবাহের পূর্বে যৌন মিলনকে প্রতিহত করা সম্ভব। ঈশ্বর আমাদেরকে অসম্ভব কিছু করার জন্য দেননি। **"মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার" (১ করি ১০:১৩)**। একে বলা হয় সংযম।

প্রশ্ন: সংযম কি? কোন কিছু ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করাই সংযম। আপনি যদি মদ অথবা মাদক সেবন থেকে বিরত থাকেন তবে আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে মদ এবং মাদক পরিহারের বিষয় মনোনীত করেছেন। যৌন সংযমের সাধারণ অর্থ যৌন কাজ থেকে দূরে থাকাকে মনোনীত করা। এর অর্থ এই নয় যে আপনি চারদিকে বিশৃঙ্খলা করবেন এবং সমস্ত পথ যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পরিবর্তিত হবেন। যৌন সংযমের অর্থ যৌন কাজকে এড়িয়ে চলার জন্য একটি সচেতন সিদ্ধান্ত তৈরী করা।

মানবীয় যৌন পরিচালনা যথেষ্ট শক্তিশালী! একটি সচেতন সিদ্ধান্ত তৈরী, নিয়ন্ত্রণে থাকা এবং যৌন কাজকে এড়িয়ে চলার জন্য যথেষ্ট নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন হবে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"তোমাদের প্রত্যেক জন যেন ব্যভিচার হইতে দূরে থাকে" (১ থিষলনীকীয় ৪:৪)**। এটি করার জন্য কিছু উপায়:

১) পরিস্থিতি অথবা ঘটনাকে পরিহার করুন যা যৌন কাজের দিকে চালিত করতে পারে।

২) যখন আপনি নিজেকে যৌনের জন্য উত্তেজিত মনে করবেন, আপনি যা করছেন তা বন্ধ করুন এবং অন্য কিছু করার জন্য যান।

৩) যারা আপনার মূল্যায়ন করে সেই সমস্ত বন্ধুদের সাথে থাকুন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে" (১ করি ১৫:৩৩)**। যদি আপনার অধিকাংশ বন্ধু যৌন কর্ম করে তবে এটি প্রকৃতই আপনার পক্ষে ধরে রাখা অথবা অপেক্ষা করা খুব কঠিন। আপনার বন্ধুরা যারা আপনার বিশ্বাসে অংশ গ্রহণ করে তাদেরকে আপনি সৎভাবে বলতে পারেন এবং আপনি তাতে শক্তি পাবেন। আপনি যখন দুর্বল অনুভব করবেন তখন একে অন্যকে সাহায্য করতে পারেন।

৪) আপনি কি হারাচ্ছেন তা স্মরণ করুন। মেয়েরা- যে ছেলের সাথে শুক্রবার রাতে এবং সোমবার সকালে স্কুলে যৌন কর্ম করেছেন তার দ্বারা অগ্রাহ্য হয়ে আপনি হারিয়ে ফেলছেন। ছেলেরা-মেয়েরা ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছু নয় এই শিক্ষায় মেয়েদের প্রতি যেভাবে ব্যবহার করা হয় তা হারিয়ে ফেলছেন। আপনারা দুজনই দোষ, সম্ভাব্য রোগ এবং সম্ভাব্য অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ এর মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলছেন।

৫) স্মরণ করুন আপনি কি অর্জন করবেন। যৌন মিলনের ফলে আপনি কি প্রকৃতই জনপ্রিয় হবেন, আরো পরিপক্ক অথবা আরো আনন্দজনক? না। দৈহিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি না দিয়ে এবং সেই ব্যক্তি কে সেদিকে দৃষ্টি দিলে আপনি একে অন্যের জন্য সম্মান অর্জন করবেন এবং একটি যত্নশীল বন্ধুত্ব পাবেন।

৬) স্মরণ করুন আপনি কার: **"আর আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধার্মিতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, এবং আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর" (রোমীয় ৬:১৩)**। সত্যটি হল যে কোন ব্যক্তি যৌন মিলন করতে পারে। এটি অবশ্যই আপনাকে বিশেষ ব্যক্তিতে পরিণত করবে না যে আপনি যৌন কাজে সক্ষম। মোটের উপর কুকুর এবং বিড়ালরা সব সময়ই করে। আপনাকে যা একজন বিশেষ ব্যক্তিতে পরিণত করছে তা হল আপনার আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আপনার দেহ দিয়ে তাঁর গৌরবের জন্য ঈশ্বরকে সম্মান দেওয়া।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:
"প্রজ্ঞা উপার্জন কর, সুবিবেচনা উপার্জন কর, ভুলিও না; আমার মুখের কথা হইতে বিমুখ হইও না" (হিতোপদেশ ৪:৫)।

চর্চা অধিবেশন ১২: চালানোর জন্য আমি কিভাবে অপেক্ষা করি? (যৌন - ৩)

"কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে, তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি" (তীত ২:১১-১২)।

বালক অথবা বালিকা: আপনার সমস্ত জীবন ঈশ্বরকে সম্মানিত করার জন্যই (ইফিষীয় ১:২০-২২) কিন্তু আজ পৃথিবী সেটি করার জন্য খুব কঠিন করছে (যোহন ৭:১৪)। প্রতিদিনই আপনাকে বলা হচ্ছে যে বিবাহের বাহিরে যৌন মিলন ঠিক আছে (১ করি ৬:১২)। আপনি পৃথিবীর সাথে চলার জন্য প্রলোভিত হবেন কিন্তু ঈশ্বর তা থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় করে দিয়েছেন (১ করি ১০:১৩)। যেভাবে আপনি জীবন যাপন করেন তাতে আপনাকে পাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না (রোমীয় ৬:১৩)। আপনি আপনার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে পারেন এবং এ জন্য কিছু চর্চার প্রয়োজন হবে (১ থিষলনীকীয় ৪:৪)। নিম্নে একটি পরিকল্পনা দেওয়া হল যা আপনাকে সেটি করতে সাহায্য করবে।

১) বালক অথবা বালিকা: বামের দিকে মান এবং প্রতিশ্রুতি লিখুন যা আপনি পবিত্রতার জন্য কেন রাখতে চান। ডানের দিকে আপনার সবচেয়ে ভাল পরিকল্পনাগুলি লিখুন যা আপনি যৌন কর্মের দ্বারা পাপের প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবার বিষয়ে চিন্তা করেন। সঠিক পরিকল্পনা একটিও নাই। যা আপনাকে সঠিক করবে তা হল এটি আপনার নিজের এবং সেটি আপনার হৃদয়ের আকাঙ্খা থেকে আসে।

কিছু চিন্তাকে বাছাই এ সাহায্যের জন্য আপনি পবিত্র শাস্ত্রের কিছু বাক্যকে ব্যবহার করতে পারেন। নিম্নে তাদের কিছু তুলে ধরা হল। আপনি যদি বাইবেলের একটি পদ জানেন যা আপনি ব্যবহার করতে চান এবং যদি আপনি মনে করতে না পারেন সেটি কোথায় আছে তবে আপনি www.crosswalk.com এ গিয়ে "বিশ্বাস" এ ক্লিক করুন এবং তারপর কনকরডেন্স এ ক্লিক করুন। তারপর আপনি যে শব্দ বা শব্দ গুচ্ছ চান তা লিখে এন্টার দিন। এভাবে কনকরডেন্স আপনাকে সাহায্য ও পরিচালনা করতে পারে।

এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল:

আমার মান এবং প্রতিশ্রুতি:	আমি মাংসিক অভিলাশ চরিতার্থের আশায় কোন মেয়ের দিকে তাকাব না। ইয়োব ৩১:১
যৌন কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য আমার পরিকল্পনা:	আমি সাময়িকীগুলি সরিয়ে ফেলব।

২) পিতারা: আপনার ছেলে অথবা মেয়েদের সাথে যোহন ১৭ অধ্যায় পড়ুন। তারপর যোহন ১৭ এর আলোকে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন এবং তারপর এ সপ্তাহে সে বা তারা যে পরিকল্পনা লিখেছে সে জন্য প্রার্থনা করুন।

আমার মান ও প্রতিশ্রুতি	যৌন কাজ পরিহার করার জন্য আমার পরিকল্পনা

ইয়োব ৩১:১, ১ করি ৬:১৮-২০, ১ করি ১০:১৩, ২ করি ৬:৬, ইফিষীয় ১:২০-২২, ইফিষীয় ৫:৩-৪, ১ তীমথিয় ৪:১২, ১ পিতর ৩:২।

দেখান এবং বলুন:

"অতএব পাপ তোমাদের মর্তদেহে রাজত্ব না করুন- করিলে তোমরা তাহার অভিলাষসমূহের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িবে; আর আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধার্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও না কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, এবং আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর" (রোমীয় ৬:১২-১৩)।

প্রশ্ন ১৩: একজন ভাল বন্ধু কিভাবে তৈরী হয়?

"বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি" (১ যোহন ৩:১৮)।

আপনি কিভাবে কথা বলা শুরু করেন তা লক্ষ্য করুন অথবা আপনার বন্ধুদের থেকে কোন আচরণের অদ্ভুত বৈশিষ্ট অর্জন করুন। খুব শীঘ্রই আপনি আপনার বন্ধুদের বন্ধুর সাথে বন্ধু হবেন। আপনার পিতামাতার পাশে, আপনার বন্ধুরা সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের সবচেয়ে বড় প্রভাব আপনি পান এবং তারা আপনার উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি তৈরীর জন্য আপনি কাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন তা আপনাকে মনোনীত করতে হবে।

বন্ধুদের ২ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: "আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল বন্ধু" এবং "আপনার জন্য ভাল বন্ধু নয়।" সবচেয়ে ভাল বন্ধুর ধরণ হবে যীশু যেমন ঠিক তেমন মনোনীত করা: আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল বন্ধু। আপনার জন্য একজন ভাল বন্ধুর কিছু বৈশিষ্ট এখানে দেওয়া হল।

<u>ভালবাসা:</u> **"যে কেহ আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই" (যোহন ১৫:১৩)।** ঈশ্বর কখনই অন্যের জন্য আপনার দৈহিক জীবন সমর্পণ করতে বলেননি, কিন্তু আপনার জীবন সমর্পণ করার অর্থ হল আপনার সেই সমস্ত অংশকে ছেড়ে দেওয়া যেগুলি অন্যদের উৎসাহিত করে না বা সাহায্য করে না।

<u>গ্রহন করা:</u> **"আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্মসকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে" (গীতসংহিতা ১৩৯:১৪)।** আপনি যেভাবে আছেন ঠিক সেভাবেই ঈশ্বর আপনাকে মনোনীত করেছেন। আপনাকে দেখতে কত সুন্দর অথবা আপনার একজন অনাকর্ষণীয় মহিলা বন্ধু আছে এ জন্য ঈশ্বর আপনাকে মনোনীত করেননি। আপনার বন্ধুরা কে তা মনোনীত করুন।

<u>সহজ লভ্য:</u> **"তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌকাতে উঠিয়া স্থল হইতে একটু দূরে যাইতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন; আর তিনি নৌকায় বসিয়া লোকসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন" (লূক ৫:৩)।** যীশু লোকজনের নৌকায় উঠেছিলেন। তিনি তাদের জীবনের সাথে জড়িত হয়েছিলেন। তিনি গভীরে যেতে পারতেন অথবা লেগে থাকতে পারতেন। লভ্য হউন।

<u>ব্যাক্তিস্বার্থহীন:</u> **"যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মুল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন" (মথি ২০:২৮)।** যীশু পরিচর্যা পাইতে নয় কিন্তু পরিচর্যা করিতে আসিয়াছেন। আমাদের মনোভাবও যীশুর মতই হওয়া প্রয়োজন- আমাদের নিজেদের এমনকি অন্যদের প্রয়োজনের দিকেও তাকানো। তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করুন। ব্যাক্তিস্বার্থহীন হউন।

<u>সতর্ক:</u> **"কারণ আমার কাছে এমন সমপ্রাণ কেহই নাই যে, প্রকৃতরূপে তোমাদের বিষয় চিন্তা করিবে" (ফিলিপীয় ২:২০)।** কখনও কখনও এটি খুব কঠিন হয়। যদি আপনার একজন বন্ধু থেকে যে খারাপ পথে যাচ্ছে, তবে তাকে আপনার জানানো প্রয়োজন। **"প্রণয়ীর প্রহার বিশ্বস্ততাযুক্ত, কিন্তু শত্রুর চুম্বন অতিমাত্র" (হিতোপদেশ ২৭:৬)।**

<u>ন্যায় বিচার:</u> **"তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসমভাবে যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না; কেননা ধর্মে ও অধর্মে পরস্পর কি সহযোগিতা? অন্ধকারের সহিত দীপ্তিরই বা কি সহভাগিতা?" (২ করি ৬:১৪)।** বরং হও **"তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়। তোমরা জগতের দীপ্তি; পর্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না" (মথি ৫:১৩-১৪)।** অবিশ্বাসীদের দ্বারা আপনার মূল্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিৎ নয়। বরং আপনার অবিশ্বাসী বন্ধুদের জীবনকে স্বাদযুক্ত করুন। যীশুর আলো উজ্জ্বল হতে দিন যেন তারা আপনার বিশ্বাস এবং জীবন ধরণ গ্রহণ করতে পারে।

<u>দয়া:</u> **"তিনি দরিদ্রদের প্রতি মুক্তহস্ত হন, দীনহীনের প্রতি হস্ত প্রসারণ করেন" (হিতোপদেশ ৩১:২০)।** দয়া ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মনোভাবের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমরা যত কিছুই করি না কেন দয়ালূ হওয়া ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

<u>ঈশ্বরীয় নীতিবোধ ও নীতিশাস্ত্র:</u> **"প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়" (রোমীয় ১৫:১৩)।** ঈশ্বর যা সঠিক বলেছেন সেভাবে জানা এবং জীবন যাপন দ্বারা আপনি অন্যদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন। এবং সেটিই একটি ভাল বন্ধুত্বের জন্য সবচেয়ে ভাল ভিত্তি।
একজন ভাল বন্ধু হউন। যখন আপনি একজন বন্ধু মনোনীত করেন- নিশ্চিত হউন যে সে আপনার জন্য থাকবে।

<u>স্মরণ রাখার জন্য ভাল বাক্য:</u>
"তোমরা পরস্পর একজন অন্যের ভার বহন কর; এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পুর্ণরূপে পালন কর। কেননা যদি কেহ মনে করে, আমি কিছু, কিন্তু বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তবে সে আপনি আপনাকে ভুলায়" (গালাতীয় ৬:২-৩)।

চর্চা অধিবেশন ১৩: একজন ভাল বন্ধু কিভাবে তৈরী হয়?

"যখন তিনি তাঁহাদের পা ধুইয়া দিলেন, আর আপনার উপরের বস্ত্র পরিয়া পুনবর্বার বসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম জান? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই। ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ানো উচিৎ। কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রুপ কর" (যোহন ১৩:১২-১৫)।

১) পিতা: আপনার অনেক দিনের বন্ধু কে? আপনার কাছে সে একজন বিশেষ ব্যক্তি কেন?

---

২) পিতা: একজন বন্ধু হবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?

---

৩) বালক অথবা বালিকা: অন্যের জন্য আপনি কিভাবে আপনার জীবন "বিসর্জন" দিতে পারেন?

---

৪) বালক অথবা বালিকা: গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৫ পাঠ করুন। অন্যদের দিকে তাকানোর বিষয়ে সেটি আপনাকে কি বলে?

---

৫) বালক অথবা বালিকা: অন্যেরা আপনার কাছে সব সময় কিভাবে থাকে? অন্যদের জন্য আপনি সব সময় কিভাবে থাকবেন?

---

৬) বালক অথবা বালিকা: যারা আপনার সেবা করেছে সেই সমস্ত লোকজন কে? আপনি কিভাবে অন্যদের সেবা করতে পারেন?

---

৭) পিতা: যারা আপনার সেবা করেছে সেই সমস্ত লোকজন কে? আপনি কিভাবে অন্যদের সেবা করতে পারেন?

---

৮) পিতা: আপনি কি একটি সময়ের বিষয়ে বলতে পারেন যখন একজন বন্ধুর জন্য আপনাকে সতর্ক যত্ন দিতে হয়েছে?

---

৯) বালক অথবা বালিকা: কিভাবে অন্যেরা আপনার মধ্যে যীশুকে দেখতে পারে?

---

১০) পিতা: বন্ধু মনোনীত করার জন্য ভাল বিচার চর্চার উপায় কি?

---

১১) পিতা: এমন কোন সময় কি আপনার ছিল যখন আপনি কাউকে বিশ্বাস করতে পারেননি? আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটি কি করেছে?

---

১২) পিতা: কিভাবে আপনার ছেলে অথবা মেয়ে আপনার বিশ্বাস অর্জন করেছে?

এখানে "একে অন্যের পা ধোওয়ানোর" বিষয়ে একটি কৌতুক। এ জন্য আপনার প্রয়োজন হবে কলা, আইচক্রিম, ফোলানো ক্রিম এবং অন্যান্য উপাদান যা উপরে দেবার জন্য আপনি যা কিছু চান। আপনার আরো প্রয়োজন হবে প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট ধোয়ার কাপড়। কয়েকটি থালা নিন এবং প্রত্যেকে তাদের নিজেদের কলা টুকরা টুকরা করবে। তারপর সেই কলার টুকরাগুলি সোজাসুজি আপনার পাকস্থলীতে দিন! সেখানে শুধু একটি বিষয় যে আপনি চামুচ ব্যবহার করতে পারবেন না! পাকস্থলীতে রাখার জন্য যত পারেন মুখ দিয়ে খাবেন, ধোওয়ার জন্য একটি ভেজা কাপড় নিন এবং একে অন্যের মুখ ধুইয়ে দিন।

<u>দেখান এবং বলুন:</u>

"ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিৎ? কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রুপ কর" (যোহন ১৩:১৪-১৫)।

প্রশ্ন ১৪: আমার কি তাঁর সাথে বাহিরে যাওয়া উচিৎ? (জানার জন্য সাক্ষাত, পর্ব - ১)

“সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ দ্বার দিয়া মেষদের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে, কিন্তু আর কোন দিক দিয়া উঠে, সে চোর ও দস্যু। কিন্তু যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সে মেষদের পালক। তাহাকেই দ্বারী দ্বার খুলিয়া দেয় এবং মেষেরা তাহার রব শুনে; আর সে নাম ধরিয়া তাহার নিজের মেষদিগকে ডাকে, ও বাহিরে লইয়া যায়। যখন সে নিজের সকলগুলিকে বাহির করে তখন তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করে; আর মেষেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কারণ তাহারা তাহার রব জানে। কিন্তু তাহারা কোন মতে অপর লোকের পশ্চাৎ যাইবে না বরং তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে; কারণ অপর লোকদের রব তাহারা জানে না” (যোহন ১০:১-৫)।

মেষপালক তার মেষদের জানে এবং সে তাদের যত্ন নেয় ও রক্ষা করে। সে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের জানে এবং তাদের জন্য নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। এই অংশটি একটি সুন্দর ছবি যে যীশু আমাদের প্রত্যেককে জানেন এবং আমাদের যত্ন নেন। এতে সাক্ষাতের জন্য কিছু শক্তিশালী বিষ্ফোরকের ইঙ্গিতও আছে।

প্রায় ৯০ ভাগ আমেরিকার লোক তাদের জীবনের কোন এক সময়ে বিবাহ করে। অধিকাংশ পেশাদার বল খেলোয়ার যেমন ছোট লীগ থেকে তাদের খেলা শুরু করে, তেমনি অধিকাংশ বিবাহ প্রথমে অল্প চর্চা ছাড়া সংঘটিত হয় না। আপনি যার প্রতি আগ্রহান্বিত সেই বিশেষ ব্যক্তিকে জানা এবং কিভাবে তার প্রতি যত্ন নিতে হয় তা শেখার জন্য সাক্ষাৎ একটি চর্চা। এটি নিজকে জানার বিষয়েও প্রযোজ্য। সাধারণভাবে যখন জানার জন্য সাক্ষাতের সময় আসে তখন কিছু কারণ থাকে যে কেন আপনার সাক্ষাত করা উচিৎ অথবা কেন আপনার সাক্ষাত করা উচিৎ নয়।

এখানে কিছু কারণ দেওয়া হল যে কেন আপনার সাক্ষাত করা উচিৎ।

অন্য ব্যক্তিকে জানা: **“কেননা হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া উঠে, মুখ তাহাই বলে” (মথি ১২:৩৪)**। কোন ব্যক্তি যা বলে অথবা করে তা আপনাকে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলবে।

অন্যদের আগ্রহকে বিবেচনা করতে শেখা: **প্রতিযোগিতা কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর” (ফিলিপীয় ২:৩)**। শিশুকে স্মরণ করুন, সে যা চেয়েছে শুধু তাই করেছে? না, কারণ আপনি তার সাথে খেলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়েছেন। জিনিষগুলির পরিবর্তন হয়নি।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে আপনার বৃদ্ধি হতে শেখা: **“কিন্তু বালক শমূয়েল উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সদাপ্রভুর কাছে ও মনুষ্যদের কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন” (১ শমূয়েল ২:২৬)**। লোকজন যাদের সাথে আপনি যথেষ্ট সময় কাটান তাতে আপনার উপর যথেষ্ট প্রভাব থাকবে। অতএব তাদের সাথে বাহির হউন যারা আপনাকে ঈশ্বর এবং যারা আপনাকে চিনে তাদের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে।

নিজেকে জানা: **“কারণ যেখানে তোমার ধন, সেই খানে তোমার মনও থাকিবে” (মথি ৬:২১)**। নিজেকে জানা এ বিষয়টি প্রায়ই আসে অন্যদের সাথে আপনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তার অন্বেষণ থেকে।

এখানে কিছু কারণ দেওয়া হল যে কেন আপনার সাক্ষাত করা উচিৎ না:

জনপ্রিয় হওয়া: **“আমি কি এখন মানুষকে লওয়াইতেছি না ঈশ্বরকে? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি? যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করিতাম তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না” (গালাতীয় ১:১০)**। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য জীবন যাপন করুন এবং সাক্ষাতের জন্য সঠিক ব্যক্তি আপনার প্রতি আকর্ষিত হবে।

একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনার মূল্য: **“তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে” (যোহন ১৫:১৬)**। আপনি নিজের সম্পর্কে কেমন অনুভব করেন তা ঈশ্বর আপনার বিষয়ে কি চিন্তা করেন তা থেকে আসা উচিৎ, আপনার কোন ছেলে বা মেয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে নয়।

যৌন: **“কিন্তু বেশ্যাগমনের ও সর্বপ্রকার অশুদ্ধতার বা লোভের নামও যেন তোমাদের মধ্যে না হয়, যেমন পবিত্রগণের উপযুক্ত” (ইফিষীয় ৫:৩)**। প্রথমেই জানার জন্য যে সাক্ষাত তা যদি পুরোপুরি দৈহিক হয় তবে অপরিপূর্ণ হবে। ঈশ্বর যিনি আপনাদের প্রত্যেককে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা জানার সুযোগ আপনি হারাবেন।

স্মরণ রাখার জন্যসুন্দর বাক্য:
“কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই” (যোহন ১৫:১৩)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ১৪: আমার কি বাহিরে যাওয়া উচিৎ? (জানার জন্য সাক্ষাত, পর্ব - ১)

"সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ দ্বার দিয়া মেষদের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে, কিন্তু আর কোন দিক দিয়া উঠে, সে চোর ও দস্যু। কিন্তু যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সে মেষদের পালক। তাহাকেই দ্বারী দ্বার খুলিয়া দেয় এবং মেষেরা তাহার রব শুনে; আর সে নাম ধরিয়া তাহার নিজের মেষদিগকে ডাকে, ও বাহিরে লইয়া যায়। যখন সে নিজের সকলগুলিকে বাহির করে তখন তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করে; আর মেষেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কারণ তাহারা তাহার রব জানে। কিন্তু তাহারা কোন মতে অপর লোকের পশ্চাৎ যাইবে না বরং তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে; কারণ অপর লোকদের রব তাহারা জানে না" (যোহন ১০:১-৫)।

আপনি যার প্রতি আগ্রহান্বিত সেই বিশেষ ব্যাক্তিকে জানা এবং কিভাবে তার প্রতি যত্ন নিতে হয় তা শেখার জন্য সাক্ষাৎ একটি চর্চা। এটি আপনার নিজের সম্পর্কে জানার বিষয়েও প্রযোজ্য। শিশুরা - এটি তোমাদের সম্পর্কে কিন্তু পিতা তাতে সুর মিলান।

১) আপনি যদি কারো সাথে সাক্ষাত করতে যান, তবে তার কি গুরুত্বপূর্ণ গুনাবলী থাকা প্রয়োজন?

---

২) আপনার নিজের মধ্যে আপনি কি গুনের মূল্য দেন?

---

৩) আপনার নিজের মধ্যে আরো পরিপূর্ণভাবে উন্নয়নের জন্য কি গুনাবলী আপনি পছন্দ করেন?

---

৪) অন্যদের আগ্রহ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

---

৫) স্কুলে আপনার ক্লাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় বালক অথবা বালিকার বিষয়ে চিন্তা করুন। কিভাবে সে জনপ্রিয় হয়েছে? আজ তাকে যা জনপ্রিয় করেছে, এখন থেকে ১০ বছরে সে কি গুরুত্বপূর্ণ হবে?

---

৬) এখন থেকে ১০ বছর আপনাকে স্মরণ করার জন্য আপনি লোকজনের কাছ থেকে কি চান?

---

৭) সেই সমস্ত লোকজন কে যারা আপনার জন্য সময় দিয়েছে? আপনাকে তারা কিভাবে গুরুত্বপুর্ণ করেছে?

---

৮) আপনার নিজের সম্পর্কে কে অথবা কি আপনাকে ভাল অনুভূতি দেয়? যদি সেই ব্যাক্তি বা জিনিষ আগামীকাল দুরে সরে যায় তবে আপনি নিজেকে কিভাবে অনুভব করবেন?

---

৯) পুরোপুরি দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আপনি কি হারবেন?

---

১০) পিতা: ১ শমূয়েল ২:২৬ পদ পড়ুন এবং এই সপ্তাহে আপনার ছেলে অথবা মেয়েদের সাথে প্রার্থনা করুন।

দেখান এবং বলুন:
"কিন্তু বালক শমূয়েল উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সদাপ্রভুর কাছে ও মনুষ্যদের কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন" (১ শমূয়েল ২:২৬)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ১৫: আমার কি তার সাথে যাওয়া উচিৎ? (জানার জন্য সাক্ষাৎ, পর্ব - ২)

"অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের তূল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্মান করিল। পরে বৃষ্টি আসিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল এবং সেই গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছিল" (মথি ৭:২৪-২৫)।

অধিকাংশ পেশাগত বেইসবল খেলোয়াড় ছোট সংগঠন থেকে শুরু করে এবং উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ এবং ছোট দলে খেলার পর তাদেরকে বড় দলে ডাকা হয়। খুব অল্প সংখ্যক লোক সবচেয়ে ভাল দল তৈরী করে হয়। সবচেয়ে ভাল হউক বা না হউক, প্রত্যেক পক্ষ বা বিপক্ষ সকলেই মূল ভিত্তি থেকে শেখা শুরু করে। আপনি যদি আপনার সাক্ষাতের সম্পর্ককে সবচেয়ে ভাল হওয়াতে চান তবে এর অর্থ হয় পুর্বেই মূল ভিত্তিগুলি শেখা এবং সেগুলি চর্চা করা।

আপনার হৃদয়কে রক্ষা করুন: **"সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদগম হয়" (হিতোপদেশ ৪:২৩)**। আপনার হৃদয় - যেখানে আপনার বিশ্বাস, আচরণ, কাজ এবং বাক্য উৎপত্তি হয়। আপনি যদি কারো সাথে সময় কাটাতে থাকেন তবে আপনি সেই ব্যক্তির কাছে নিজের সম্পর্কে কিছু বেশীই প্রকাশ করে থাকেন। একের পর এক আপনি নিজেকে কোন বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে বিকশিত করা শুরু করেন। নকশার উন্নতি লক্ষ্য করুন- আপনি সেই ব্যক্তিকে আপনার হৃদয়ে প্রবেশাধিকার দিবেন কি না এটি সেই বিষয়ে আপনাকে কিছু অর্ন্তঃদৃষ্টি দিবে। সাক্ষাতের সময়ে কথাবার্তা, আচরণ এবং ব্যবহারের জন্য যথাযথ মান কি হবে সে বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনার সম্পর্কের আদর্শ সেই সমস্ত মানকে অনুসরণ ও ঈশ্বরকে সম্মান করে।

যাদের ঈশ্বরীয় মূল্য এবং দৃঢ় বিশ্বাস আছে সেই সমস্ত বন্ধুদের দিয়ে নিজে বেষ্টিত হউন ঃ **"পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন" (লূক ২:৫২)**। আপনার সুনাম ব্যাপকভাবে সেই সমস্ত লোকদের দ্বারা তৈরী হয় যাদের সাথে আপনি সময় কাটান বিশেষতঃ সেই সমস্ত লোকদের দ্বারা যাদের সাথে আপনি সাক্ষাৎ করেন। যারা আপনাকে ঈশ্বর এবং যারা আপনাকে চিনে তাদের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় এখনই স্থির করুন।

বিশ্বাসীদের বিশ্বাসীর সাথে সাক্ষাৎ করা উচিৎ: **"তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসমভাবে যোয়ালিতে বদ্ধ হইও না; কেননা ধর্মে ও অধর্মে পরস্পর কি সহযোগিতা, অন্ধকারের সহিত দীপ্তিরই বা কি সহভাগিতা?" (২ করি ৬:১৪)**। কোন ব্যক্তি যারা আপনার হৃদয়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয় তাদের বিশ্বাসী হওয়া উচিৎ যারা তাদের জীবন দিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন। আপনি যদি কারো সাথে সাক্ষাতের সময় ঠিক করেন যার নৈতিক দৃঢ় বিশ্বাস ও পছন্দ আপনার নিজের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তখন আপনি পরিস্থিতির জন্য প্রধান ব্যক্তি হতে পারেন যেখানে আপনি আপনার মানের আপোষের জন্য চাপের সম্মুখীন হবেন। আপনি পরিস্থিতির জন্য সম্মুখীন হতে পারেন যেখানে আপনি আপনার মানগুলি মীমাংসার জন্য চাপের সম্মুখীন হবেন। শুধু একটি সাক্ষাতের জন্য আপনার মূল্যকে বিসর্জন দিবেন না।

আপনার সীমাবদ্ধতা জানুন: **"যে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে জ্যোতিতে থাকে এবং তাহার অন্তরে বিঘ্নের কারণ নাই" (১ যোহন ২:১০)**। একটি সাক্ষাতের সময়ে আপনি দৈহিকভাবে কতদূর যেতে পারেন? সংক্ষেপে, যদি কোন কাজ আপনার যৌন উত্তেজনার কারণ হয় এবং তাতে আত্ম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, তবে সেখানেই থেমে যান। ঈশ্বর ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে দৈহিক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত অনুভূতিগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে আপনার কোন পছন্দ নাই। **ছেলেরা**-মেয়েরা স্পর্শে সহজেই বেশী উত্তেজিত হয়। আপনি যেভাবে মেয়েকে স্পর্শ করেন সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আপনি যদি মেয়ে বন্ধুর হাত ধরেন অথবা আপনার বাহু তার চারপাশে রাখেন তবে এটি মনে হয় তাকে আপনার দিকে ফেরানো এবং আপনার সরে আসা উচিৎ। **মেয়েরা**- ছেলেরা দেখার দ্বারা সহজেই উত্তেজিত হয়। আপনি যেভাবে পোশাক পড়েন এবং যেভাবে কোন ছেলের কাছে আসেন সে বিষয়ে আপনার অনেক চিন্তা করা প্রয়োজন। ফেরানোর জন্য তাদের আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

আপনার চারপাশে যা চলছে তা জানুন: **"অতএব আইস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রা না যাই বরং জাগিয়া থাকি ও মিতাচারী হই" (১ থিষলনীকীয় ৫:৬)**। আপনার সাক্ষাতের জন্য আপনি কি সঠিক জায়গায় যাচ্ছেন? সেখানে আপনি অনেক সাধারণ জ্ঞান ও ভাল বিচার অনুশীলন করবেন। যদি সেই প্রশ্নের উত্তর না হয় তবে সহজ ভাবে সেই সাক্ষাৎ কে না বলুন অথবা সাক্ষাৎ থেকে বের হয়ে আসুন। প্রথম স্থানে সেই মর্যাদায় নিজেকে না রাখার জন্য পছন্দ আপনার।

মদ এবং মাদককে না বলুন: মদ এবং অন্যান্য মাদক আপনার বিচার পরিবর্তনের কারণ হয়। আপনার আত্মনিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি ঢিলা হয় অথবা সবকিছুর একসঙ্গে কাজ করা থামিয়ে দেয়। আপনি আসল জায়গায় আসতে পারেন যেখানে আপনি যথাযথ পছন্দ তৈরীতে অসমর্থ।

স্মরণ রাখার জন্য সুন্দর বাক্য:

"পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরেরও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন" (লূক ২:৫২)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ১৫: আমার কি বাহিরে যাওয়া উচিৎ? (জানার জন্য সাক্ষাত, পর্ব - ২)

"সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্‌গম হয়। ২৪ মুখের কুটিলতা আপনা হইতে অন্তর কর, ওষ্ঠাধরের বক্রতা আপনা হইতে দূর কর। ২৫ তোমার চক্ষুর সরল দৃষ্টি করুক, তোমার চক্ষুর পাতা সোজাভাবে সম্মুখে দেখুক। ২৬ তোমার চরণের পথ সমান কর, তোমার সমস্ত গতি ব্যবস্থিত হউক" (হিতোপদেশ ৪:২৩-২৬)।

১) বালক অথবা বালিকা: আপনি কিভাবে পুর্বেই একটি মান স্থির করবেন ও ধরে রাখবেন যা সাক্ষাতের সম্পর্কের জন্য কথাবার্তা, আচরণ এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত?

---

২) পিতা: পূর্বেই যথাযথ মান স্থাপন কিভাবে সাক্ষাৎ তৈরীকে আরো আনন্দময় করে?

---

৩) পিতা: আরো সফল সাক্ষাতের সম্পর্কের জন্য আপনার ছেলে অথবা মেয়ের জন্য কি মূল্য গুরুত্বপূর্ণ? একটি সফল বিবাহের জন্য কি মূল্য গুরুত্বপূর্ণ?

---

৪) বালক অথবা বালিকা: আপনার অবসর সময়ে আপনি নিজেই কি কাজ করে আনন্দ পান? অন্যদের সাথে?

---

৫) পিতা: বিশেষতঃ একটি সাক্ষাতের পরিস্থিতিতে মদ ও মাদক আপনাকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে?

---

৬) পিতা: আপনার নৈতিক বিশ্বাস যা আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সে যদি অংশগ্রহণ না করে তবে এমন ব্যক্তির সাথে কিভাবে বাহিরে যেতে পারেন?

ছেলেদের কাছে বিশেষ টীকা (কিন্তু মেয়েরা শুনবে): ছেলেরা, যে মেয়ের সাথে আপনার সাক্ষাতের সময় স্থির আছে তাতে আপনার একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। আপনি তার সুখের জন্য দায়ী। বাইবেল বলে, **"স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেই রূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন;[২৬] যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন,[২৭] যেন আপনি আপনার কাছে মন্ডলীকে প্রতাপান্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক বা সঙ্কোচ বা এই প্রকার আর কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও অনিন্দনীয় হয়।[২৮] এই রূপে স্বামীরাও আপন আপন স্ত্রীকে আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম করিতে বাধ্য। আপন স্ত্রীকে যে প্রেম করে সে আপনাকেই প্রেম করে।[২৯] কেহ ত কখনও নিজ মাংসের প্রতি দ্বেষ করে নাই, বরং সকলে তাহার ভরণ পোষণ ও লালন পালন করে; যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর প্রতি করিতেছেন" (ইফিষীয় ৫:২৫-২৯)।**

আসুন এই পদটিকে আমরা সাক্ষাতের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করি: ছেলেরা, আপনার মেয়ে বন্ধুর সম্পর্কে আরো যত্নশীল হউন এবং তার জন্য যা ভাল তা দেখুন। ঈশ্বর তাকে যা হবার জন্য তৈরী করেছেন তাকে সেই রকম ব্যক্তি হবার জন্য উৎসাহিত করুন এবং তার উন্নয়নে সাহায্য করুন। আপনি সেটি কিভাবে করেন? আত্মিক, নৈতিক, নীতিশাস্ত্র এবং যৌন পবিত্রতার চর্চা দ্বারা একটি ঈশ্বরীয় উদাহরণ স্থাপন করুন।

মেয়েদের প্রতি বিশেষ টীকা: পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যে আজ আমরা ঠিক যেভাবে দেখেছি তা ছেলেদের প্রতি একটি বিশেষ দায়িত্ব দেয় এবং আপনারও একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে: আপনি যে জন্য সাক্ষাৎ করেছেন তাতে ছেলের কাছে থেকে কিছুই কম গ্রহণ করবেন না।

দেখান এবং বলুন:

"অতএব আইস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রা না যাই বরং জাগিয়া থাকি ও মিতাচারী হই" (১ থিষলনীকীয় ৫:৬)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ১৬: আমি কোথায় উপযুক্ত?

"তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করিল না, পাছে সমাজচ্যুত হয়; কেননা ঈশ্বরের কাছে গৌরব অপেক্ষা তাহারা বরং মনুষ্যদের কাছে গৌরব অধিক ভাল বাসিত" (যোহন ১২:৪২-৪৩)।

১৯৬৪ সাল থেকে একটি জনপ্রিয় গান যাকে বলা হত লোকজনের ছোট দল। সেই গানের অংশগুলিতে ছিল:
আমি লোকজনের ছোট দলের মধ্যে, লোকজনের ছোট দল যেখানে যায় আমিও সেখানে যায়।
আমি লোকজনের ছোট দলের মধ্যে এবং লোকজনের ছোট দল যা জানে আমিও তাই জানি।
আপনি কোথায় ছিলেন তা জানি না, আপনি যতক্ষণ না লোকজনের ছোট দলের মধ্যে না থাকেন ততক্ষণ কোথাও ছিলেন না।

সকলেই লোকজনের ছোট দলে থাকতে চায়। তাকে পছন্দ করা হবে না এমন কেউ সেখানে ছিল না। আপনি কে আর এ জন্য আপনিও চান যেন সকলে আপনাকে পছন্দ করুক। কোন সময় আপনি বিস্মিত হতে পারেন যে আপনি কখনও কারো দ্বারা গৃহিত হয়েছেন। সেটি হতে পারে একটি সুন্দর নিরাপত্তাহীন অনুভূতি। অতএব আপনি একটি জনতা পছন্দ করেছেন। লোকজন কোথা থেকে আসছে অথবা কোথায় যাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে হয় তারা আপনাকে সাহায্য করতে পারে অথবা আঘাত করবে।

প্রশ্নটি হল, "আপনি কার দ্বারা গৃহীত হতে চান অথবা কত মূল্যে?" লোকজনকে সুখী করার চেষ্টায় আপনি যখন জীবন যাপন করেন, আপনি আপোষের মধ্য দিয়ে তা শেষ করেন। আপনি হয় আপনার ন্যায়পরতার আপোষ করেন- যা সম্ভবতঃ কানাঘুষার দিকে আকর্ষণ করে এবং তা একজন বন্ধুর অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে শেষ হয়; অথবা আপনি আপনার নৈতিকতার আপোষ করেন- কোন কিছু যা আপনি নিজে করার চেষ্টা করেন না তা কাউকে দিয়ে করানোর জন্য চরম সাহসী হন, কিন্তু এরা আপনার লোকজন এবং আপনি তা ছেড়ে যেতে চান না। অতএব, আপনি তাদেরকে সুখী করার জন্য আপোষ করেন।

কিন্তু লোকজনকে সন্তুষ্ট করার যে বিষয়টি তা সব সময়ই স্বল্পকালীন। আপনি শুক্রবার রাতে কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা করেছেন তা হয়তো সোমবার সকালে প্রযোজ্য হবে না। জনতা যে পরিবর্তন গ্রহণ করে তাতে লোকজন পরিবর্তিত হয়। কিন্তু আপনার জানা প্রয়োজন যে ঈশ্বর কখনও পরিবর্তিত হন না। **"ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্য সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন; তিনি কহিয়া কি কার্য্য করিবেন না? তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না?" (গণনাপুস্তক ২৩:১৯)।**

আপনার এও জানা প্রয়োজন যে আপনি ঠিক যেভাবে আছেন, যীশু আপনাকে সেভাবেই গ্রহণ করেন: **"তিনি জগৎপত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই; তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন" (ইফিষীয় ১:৪-৫)।**

যীশু আপনাকে ভালবাসেন এবং আপনাকে গ্রহণ করেছেন আর তা জেনেই আপনাকে নিরাপত্তা দিতে চান। এবং তিনি চান যেন আপনি লোকজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপোষ বন্ধ করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য জীবন যাপন শুরু করুন।**"আমার ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা এই যে আমি কোন প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না, বরং সম্পূর্ন সাহস সহকারে যেমন সর্বদা তেমনি এখনও খ্রীষ্ট জীবন দ্বারা হউক, কি মৃত্যু দ্বারা হউক, আমার দেহে মহিমান্বিত হইবেন। কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণ লাভ" (ফিলিপীয় ১:২০-২১)।** আপনি যখন যীশুর জন্য জীবন যাপন করেন, তখন আপনার শুদ্ধতা অথবা নৈতিকতার আপোষের বিষয়ে কখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই। আপনি পরে কাকে সন্তুষ্ট করবেন এ জন্য সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে না। লোকজন সব সময়ই জানবে আপনি কে কারণ আপনি হবেন দৃঢ় প্রস্তর- ঈশ্বরের ভালবাসায় নিরাপদ এবং আপনি সেই ব্যক্তি কারণ যীশুকে সম্মানীত করার জন্য আপনার জীবন মোড়কাবৃত।

আপনি যখন অন্যদের জন্য নয় বরং যীশুর জন্য জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ঈশ্বর আপনাকে যা হবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেই ব্যক্তি হবার জন্য আপনি স্বাধীন। তিনি এমনকি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবেন আপনি কে এবং আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে কিভাবে পৌঁছতে পারেন। **"আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ" (রোমীয় ১২:২)।**

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:

"ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন বর দিউন, যাহাতে তোমর খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পর একমনা হও, যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর। অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমরা একজন অন্যকে গ্রহণ কর" (রোমীয় ১৫:৫-৭)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ১৬ঃ আমি কোথায় উপযুক্ত?

"অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষীমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্য্যপূর্বক আমাদের সম্মুখস্থ ধাবনক্ষেত্রে দৌড়ি; বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকেই আলোচনা কর, যিনি আপনার বিরুদ্ধে পাপীগণের এমন প্রতিবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, যেন প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন না হও" (ইব্রীয় ১২:১-৩)।

১) পিতা: আপনি যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিলেন তখন আপনার চারপাশে কি জনতা ছিল? আপনি কি একটি সময়ের বিষয় বলতে পারেন আপনি যা হতে চেয়েছিলেন তাতে যখন অনুভব করেছিলেন আপনি উপযুক্ত হননি? আপনি কিভাবে এর মোকাবেলা করেছেন?

---

২) বালক অথবা বালিকা: আপনার বন্ধুদের দলকে আপনি কিভাবে বর্ণনা করবেন?

---

৩) বালক অথবা বালিকা: আপনার কি এমন কোন সময় ছিল যখন একটি দলের দ্বারা আপনাকে কিছু করতে বলা হয়েছিল যা আপনার মূল্য এবং ন্যায়পরায়ণতার বিরুদ্ধে যায়? আপনি কিভাবে এর মোকাবেলা করেছেন?

---

৪) উভয়ে: বাইবেল বলে, **"অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমরা একজন অন্যকে গ্রহণ কর" (রোমীয় ১৫:৭)**। এই পদটি আপনার সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে কি বলে?

---

৫) বালক অথবা বালিকা: মথি ৫:১০ পদ পড়ুন। যীশু আপনাকে কি বলেছেন যে আপনি যদি স্থির থাকেন ও তার জন্য জীবন যাপন করেন তবে অবশ্যই ঘটবে? এটি কি এর মূল্য?

---

৬) বালক অথবা বালিকা: ইব্রীয় ১২:১-৩ পদ পড়ুন। যীশুর জন্য জীবন যাপনে এই পদগুলি আপনাকে কি উৎসাহ দেয়?

পড়ুন: ইফিষীয় ১:১৩-১৪; রোমীয় ৫:৫; ১ করিন্থীয় ১২:২৭। ঈশ্বর আপনার জন্য তার ভালবাসা প্রমাণ করেছেন। সত্যটি হল যে, আপনার দোষত্রুটি এবং ব্যর্থতা সত্বেও ঈশ্বর আপনাকে শর্তহীনভাবে ভালবাসেন এবং আপনার নিজকে গ্রহণের জন্য এটি বড় কারণ। আপনি যে পথে আছেন সাথে নিজকে নিন - শক্তি এবং দুর্বলতা - সামর্থ এবং অভাব, এবং অনুধাবণ করুন যে আপনি ভালবাসা পেয়েছেন এবং গৃহীত হয়েছেন, এবং অন্যদের দ্বারা হতে পারে - ঠিক আপনি যেভাবে আছেন।

<u>দেখান এবং বলুন:</u>
"আমি কি এখন মানুষকে লওয়াইতেছি না ঈশ্বরকে? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তোষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি? যদি এখনও মানুষকে সন্তোষ্ট করিতাম তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না" (গালাতীয় ১:১০)।

প্রশ্ন ১৭: আমি কিভাবে সমকক্ষ চাপ মোকাবেলা করি?

"তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়" (মথি ৫:১৩)।

গরম জলের একটি পাত্রের মধ্যে একটি ব্যাঙ ছেড়ে দিন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে লাফ দিবে। কিন্তু ধরুন, আপনি ঠান্ডা জলে ব্যাঙটি ছেড়ে দিলেন এবং তারপর কম শিখাতে চুলাটি জ্বালালেন। ব্যাঙটি যেমন সাঁতার দিচ্ছিল তেমনি জলের তাপ বাড়ার সাথে সেও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেল কিন্তু সে সতর্ক ছিল না যে জল আস্তে আস্তে গরম থেকে আরো গরম হচ্ছিল। অনেক সময়ের পূর্বে ব্যাঙটি সিদ্ধ হয়েছে এবং যে কোন স্থানের ভাল রেষ্টুরেন্টে খাবার টেবিলে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

সমকক্ষ চাপ একটি অনড় প্রভাব, কখনও কখনও অতিসূক্ষ্ম, কখনও আপনার মুখে, আপনার উপর চাপ দেয় এবং আপনাকে এর প্রতিমূর্তিতে ছাঁচে ঢালে। আপনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন, লোকজন যাদের সাথে মেলামেশা করেন, যেখানে আপনি যান এবং যে মনোভাব আপনি ধারণ করেন, সর্বত্রই সমকক্ষ চাপ নির্দেশ দেয়। সব সমকক্ষ চাপই খারাপ নয়। যে গতিপথ থেকে চাপটি আসে তার উপর নির্ভর করে এটি একটি ভাল জিনিষ হতে পারে। কিন্তু কিছু সমকক্ষ চাপ আপনাকে এমন গতিপথের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা আপনার জন্য ভাল নয় অথবা এমন একটি গতিপথে যেখানে আপনি কখনই যেতে চাননি। আপনার চারপাশে যা চলছে সে বিষয়ে যদি সতর্ক না হন তবে আপনি ব্যাঙটির মত এবং পরিবর্তনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে সেভাবে চলতে থাকেন।

সমকক্ষ ব্যক্তিরা তাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য যখন আপনাকে কঠিন চাপ দেয়, এমনকি যদি যেতে না চান, তবে আপনি কি করবেন? এখানে স্মরণ করার মত কিছু জিনিষ:

<u>আপনি কার</u>: **কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি" (ইফিষীয় ২:১০)**। আপনি ঈশ্বরের অধীন; পৃথিবীর নন।

<u>আপনি কে</u>: কিন্তু তোমরা **"মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি (ঈশ্বরের) নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁহারই গুণকীর্তন কর" যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য জ্যোতির মধ্যে আহবান করিয়াছেন" (১ পিতর ২:৯)**। আপন ঈশ্বরের খুবই আপন, ঈশ্বরের মহত্ব দেখানোর জন্য আপনি প্রিয় এবং মনোনীত। স্মরণ রাখবেন, পৃথিবী আপনাকে যা দিতে চায়, ঈশ্বর তার চেয়েও বেশী আপনাকে দিতে চান। **"খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুর ভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ ধন প্রকাশ করেন" (ইফিষীয় ২:৭)**।

<u>আপনার জন্য তাঁর উদ্দেশ্য</u>: **"মন্দের পরিশোধে কাহারও মন্দ করিও না; সকল মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই কর" (রোমীয় ১২:১৭)**। যীশুর জন্য দাঁড়াতে অন্যদের আপনাকে প্রয়োজন। কারো কারো আকর্ষণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সাহায্যের জন্য আপনার উৎসাহ প্রয়োজন। কারো কারো স্রোত থেকে তাদেরকে টেনে তোলার জন্য আপনার শক্তির প্রয়োজন।

<u>উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঈশ্বরীয় জিনিষ রক্ষা করা</u>: **"আমরা এক দন্ডমাত্রও অধীনতা স্বীকার দ্বারা তাহাদের বশবর্তী হইলাম না, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের নিকটে থাকে" (গালাতীয় ২:৫)**। ঈশ্বর প্রাথমিকভাবে যা স্থাপন করেছেন সেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঈশ্বরীয় জিনিষ রক্ষার জন্য যে মান স্থাপন করেছেন সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করুন।

<u>প্রভাব বিস্তার করা, প্রভাবিত না হওয়া</u>: **"লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায়, তবে তোমার কিসে তাহা আস্বাদযুক্ত করিবে? তোমরা আপন আপন অন্তরে লবণ রাখ এবং পরস্পর শান্তিতে থাক" (মার্ক ৯:৫০)**। উপরে ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্রে লবণ রাখলে এর কোন ব্যবহার থাকে না। কিন্তু লবণকে যখন খাবারের সাথে মেশানো হয় তখন সাথে সাথেই প্রভাব বিস্তার করে। সমকক্ষ চাপের দ্বারা প্রবেশ করিয়ে বের করা এবং সুস্বাদু করা যা আপনি চান না বরং এর চাইতে আপনি নিজেই প্রবেশ করে বের হউন এবং সুস্বাদু করার ব্যক্তি হউন। আপনিই ঈশ্বরের সুগন্ধি হবেন- ভিন্ন জীবন ধরণে বাস করবেন যা লোকজনকে আপনার পাশে বসবে এবং যীশু কে এবং তিনি কি দিতে চান এবিষয়ে তারা জানাবে।

<u>স্মরণ করার জন্য সুন্দর পদ:</u>
তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়" (মথি ৫:১৩)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ১৭: সমকক্ষ চাপ

"তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক। আমি শপথ করিয়াছি, স্থির করিয়াছি, তোমার ধর্মময় শাসনকলাপ পালন করিব। আমি অতিশয় দুঃখার্ত; হে সদাপ্রভু তোমার বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। সদাপ্রভু, বিনয় করি, আমার স্বেচ্ছায় দত্ত মুখের উপহার সকল গ্রাহ্য কর, ও তোমার শাসনকলাপ আমাকে শিক্ষা দেও। আমার প্রাণ নিরন্তর আমার করতলে, তথাপি আমি তোমার ব্যবস্থা ভুলিয়া যাই নাই। দুষ্টগণ আমার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়াছে, কিন্তু আমি তোমার নির্দেশপথ হইতে বিপথগামী হই না। তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমি চিরতরে অধিকার করিয়াছি, কারণ সে সকল আমার চিত্তের হর্ষজনক। আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করিতে মনকে লওয়াইয়াছি, চিরকালের জন্য, শেষ পর্যন্ত" (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫-১১২)।

পিতা: আপনি কি ধরণের সমকক্ষ চাপের সম্মুখীন হয়েছেন অথবা হন?

____

পিতা: আপনি কিভাবে এর মোকাবেলা করেছেন বা করেন?

____

বালক অথবা বালিকা: আপনি কোন ভুল গন্তব্যে যাবার জন্য কোন দলের দ্বারা চাপ অনুভব করছেন? কোন গন্তব্যে সেই দল যাচ্ছে?

____

বালক অথবা বালিকা: জনতার সাথে যাবার জন্য আপনার সবচেয়ে বড় ভয় কি?

____

গীতসংহিতা ১১৯:১০৫-১১২ পড়ুন

বালক অথবা বালিকা: সমকক্ষ চাপের মুখে আপনি কিভাবে ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করতে পারেন?

____

____

বালক অথবা বালিকা: ঈশ্বরীয় নয় এমন সমকক্ষ চাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অথবা তা থেকে দূরে থাকার জন্য আপনি কি উপায় গ্রহণ করতে পারেন?

____

____

"তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য কর, যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, যাহাদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ, জীবনের বাক্য ধরিয়া রহিয়াছ; ইহাতে খ্রীষ্টের দিনে আমি এই শ্লাঘা করিবার হেতু পাইব যে আমি বৃথা দৌড়ি নাই, বৃথা পরিশ্রমও করি নাই" (ফিলিপীয় ২:১৪-১৬)।

ফিলিপীয় ২:১৪-১৬ পড়ুন:

বালক অথবা বালিকা: আপনি যখন ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করেন তখন আপনি বা অন্যেরা এতে কি সুবিধা পায়?

____

____

দেখান এবং বলুন:

"তোমাদের বাক্য সর্বদা অনুগ্রহ সহযুক্ত হউক, লবণে আস্বাদযুক্ত হউক, কাহাকে কেমন উত্তর দিতে হয়, তাহা যেন তোমরা জানিতে পার" (কলসীয় ৪:৬)।

প্রশ্ন ১৮: এগুলি আমার অর্থ, ঠিক আছে?

"পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও তন্নিবাসীগণ তাঁহার" (গীতসংহিতা ২৪:১)।

আপনি যদি একটি ভাতা পান, বাড়ীর চারপাশে টুকিটাকি কাজ করে যদি কিছু ডলার পান অথবা চাকুরী থেকে উপার্জন করেন; তবে ঈশ্বর জানেন আপনার জীবনের জন্য সেই অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর পবিত্র বাইবেলে একটি পরিকল্পনা বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে তাঁর অর্থ সুন্দর ভাবে ব্যবহার করা যায়। সবগুলিই অর্থের প্রতি যথাযথ মনোভাব এবং আপনার সম্পদগুলির যথাযথ ব্যবহার দিয়ে শুরু হয়েছে।

সবকিছু আপনার যা আছে তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে ঋণ। ঈশ্বর আপনার পিতামাতার কাছে আপনাকে ঋণ হিসাবে দিয়েছেন যেন বিশ্বস্তভাবে তারা আপনার যত্ন নেন। এমনকি আপনার জীবনও ঈশ্বরের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া: **"তোমরা কি জান যে তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব, তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর" (১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০)।** যথাযথ দৃষ্টরূপে এই সত্য জীবনে রাখে।

অর্থের যথাযথ দৃষ্টরূপ হল: আপনার অর্থ আপনার নয়: **"তোমা হইতে ধন ও গৌরব আইসে, এবং তুমি সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছ; তোমারই হস্তে বল ও পরাক্রম, এবং তোমারই হস্তে সকলকে মহত্ব ও শক্তি দিবার অধিকার" (১ বংশাবলী ২৯:১২)।** এগুলি সবই ঈশ্বরের, এবং তিনি আপনাকে সবই দিয়েছেন এবং কোন কিছু অথবা সবই ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন।

<u>লক্ষ্যঃ</u> **"তোমার কার্য্যের ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, তাহাতে তোমার সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইবে" (হিতোপদেশ ১৬:৩)।** আপনার যত্নের জন্য আপনি কিভাবে তাঁর অর্থ ব্যবহার করতে চলেছেন এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন। আপনি যদি শুনতে আগ্রহী হন তবে ঈশ্বর আপনাকে পরিচালনার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন। আপনি যখন পরিকল্পনা করবেন তখন এগুলি মনে রাখবেন: আপনি কিভাবে তাঁর অর্থ ব্যবহার করেন এর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করুন।

<u>পরিকল্পনা:</u> **"বাস্তবিক দূর্গ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা হইলে তোমাদের মধ্যে কে অগ্রে বসিয়া ব্যয় হিসাব করিয়া না দেখিবে, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না?" (লূক ১৪:২৮)।** ১) একটি বাজেট দিয়ে শুরু করুন- একটি রাস্তার মানচিত্র আপনাকে যথাস্থানে নিতে সাহায্য করবে। ২) আপনার বাজেট অনুসরণ করুন: এতে বিশ্বস্ত থাকুন। ৩) অগ্রগণ্যতা স্থির করুন: অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে শুরু করুন। তারপর প্রয়োজনীয় বিষয় এবং সর্বশেষে কম প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকা করুন।

<u>অগ্রিমাংশ:</u> **"তোমার ভূমির আশুপক্ক ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও" (যাত্রাপুস্তক ২৩:১৯)।** অগ্রিমাংশ হবে আপনার প্রথম বাজেট অর্ন্তভুক্তি। ঈশ্বর এটি পরিস্কার করেছেন যে তিনি আপনার উপার্জনের অগ্রিমাংশ পাবেন, অবশিষ্টাংশ নয়। স্মরণ রাখবেন, অর্থ আপনার নয় তাই এমন কাজ করবেন না।

<u>দেওয়া: ভাল কাজ করা:</u> **"যাহারা এই যুগে ধনবান, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা গর্বিত মনা না হয়, এবং ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখে; যেন পরের উপকার করে, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়; এইরূপে তাহারা আপনাদের নিমিত্ত ভাবীকালের জন্য উত্তম ভিত্তিস্বরূপ নিধি প্রস্তুত করুক, যেন যাহা প্রকৃতরূপে জীবন, তাহাই ধরিয়া রাখিতে পারে" (১ তীমথিয় ৬:১৭-১৯)।** ঈশ্বরকে দেওয়ার ইচ্ছা আপনার আভ্যন্তরীণ প্রতিশ্রুতির বাহ্যিক প্রতিফলন। এই পৃথিবীতে দেওয়া থেকে যা ফেরৎ (লাভ) আপনি পান তা ভাল জিনিষ এবং ঈশ্বরের রাজ্যে বিনিয়োগ থেকে একটি পরিণাম হিসাবে আসে।

<u>নৈতিক বাধ্যবাধকতা:</u> **"যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেও। যাঁহাকে কর দিতে হয়, কর দেও; যাঁহাকে শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দেও; যাঁহাকে ভয় করিতে হয়, ভয় কর; যাঁহাকে সমাদর করিতে হয়, সমাদর কর" (রোমীয় ১৩:৭)।** ঋণ ভারী দায়িত্ব আনে। শুধু মাত্র তখনই ঋণ নিন যখন আপনার পরিশোধের জন্য পরিস্কার পরিকল্পনা থাকবে। একটি বাজেট তৈরী করুন যাতে থাকবে প্রতিমাসে যথাসময়ে যেন সমস্ত বিল সম্পূর্ণ দিতে পারেন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ধার করবেন না।

এই সমস্ত নির্দেশিকাগুলি চর্চা করুন যেন আপনার যে অর্থ আছে সে বিষয়ে যখন আপনার নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন আপনার সঠিক মনোভাব থাকতে হবে এবং আপনাকে জানতে হবে ঈশ্বর যে সম্পদ আপনাকে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য কিভাবে ভাল কাজ করতে হয়।

<u>স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:</u>
"তোমা হইতে ধন ও গৌরব আইসে, এবং তুমি সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছ; তোমারই হস্তে বল ও পরাক্রম, এবং তোমারই হস্তে সকলকে মহত্ব ও শক্তি দিবার অধিকার" (১ বংশাবলী ২৯:১২)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ১৮: কিভাবে এগুলি আমার অর্থ, ঠিক আছে?

"যাহারা এই যুগে ধনবান, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা গর্বিতমনা না হয়, এবং ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখে; যেন পরের উপকার করে,সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়; এইরূপে তাহারা আপনাদের নিমিত্ত ভাবীকালের জন্য উত্তম ভিত্তিস্বরূপ নিধি প্রস্তুত করুক, যেন যাহা প্রকৃতরূপে জীবন, তাহাই ধরিয়া রাখিতে পারে" (১ তীমথিয় ৬:১৭-১৯)।

অর্থকে সুন্দরভাবে ব্যবহারের জন্য নিম্নে একটি বর্ণনা দেওয়া হল:

১) স্মরণ রাখুন, অর্থ সহ সবকিছু ঈশ্বরের এবং তিনি আপনাকে সেগুলি ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।
২) একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন: স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন লক্ষ্য স্থির করুন। জরুরী প্রয়োজনের পরিকল্পনা করুন।
৩) একটি বাজেট তৈরী করুন। নৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে আপনি যা উপার্জন করেছেন তার ৮০% ব্যবহারের পরিকল্পনা করুন।
৪) আপনার অঙ্গীকারে বিশ্বস্ত থাকুন এবং বাজেট অনুসরণ করুন।
৫) আপনার খরচের অগ্রগণ্যতা স্থির করুন: অতি প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় এবং অল্প প্রয়োজনীয়।
৬) ঈশ্বরকে প্রথমে দিন: ১০% থেকে শুরু করুন, সম্ভব হলে আরো বেশী দিন (দেখুন ১ তীম ৬:১৭-১৯)।
৭) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন লক্ষ্যের সঞ্চয় করুন: ১০% থেকে শুরু করুন, আপনার প্রয়োজন অথবা লক্ষ্যের জন্য সমন্বয় করুন।
৮) যথাসময়ে আপনার নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি পরিশোধ করুন। প্রতি মাসে আপনি পূর্ণভাবে যা দিতে পারেন তার চেয়ে বেশী নিবেন না।
৯) জ্ঞানের সাথে আপনার অর্থ ব্যবহার এবং উদারভাবে দেওয়ার পর, আনন্দ করুন!

১। পিতা: আপনি যে অর্থ উপার্জন করেছেন তার স্বল্পকালীন লক্ষ্য কি? দীর্ঘকালীন লক্ষ্য কি?

___

২। বালক অথবা বালিকা: আপনি যে অর্থ উপার্জন করেছেন তার স্বল্পকালীন লক্ষ্য কি? দীর্ঘকালীন লক্ষ্য কি?

___

৩। বালক অথবা বালিকা: আপনি যদি উপার্জন করেন অথবা নিয়মিত ভাবে অর্থ পান, তবে আপনার সেই সমস্ত লক্ষ্যগুলি পুরণে সাহায্যের জন্য একটি বাজেট লিখুন? যে অর্থ আসছে, সহজভাবে তা লিপিবদ্ধ করুন এবং তারপর উপরে বর্ণিত ৫-১০ স্তরগুলি অনুসরণ করুন। আরো জায়গার প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন।

___

৪। বালক অথবা বালিকা: আপনার বাজেটে প্রথম অর্ন্তভুক্তি কি হবে? (যাত্রাপুস্তক ২৩:১৯ দেখুন)।

___

৫। পিতা: আপনার ছেলে অথবা মেয়ে ঋণ সম্পর্কে কি জানে?

___

৬। উভয়ে: ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৯ পড়ুন। এই অংশ থেকে আপনি কি বুঝতে পারেন?

___

৭। পিতা: ফিলিপীয় ৪:১১-১৩ পড়ুন। আর্থিকভাবে 'পর্যাপ্ত অথবা অল্প' এর অভিজ্ঞতা কি আপনি পেয়েছেন? তাদের কাছে থেকে আপনি কি শিখেছেন?

___

৮। পিতা: আপনি আর্থিকভাবে কি দিয়ে থাকেন? আপনার দেওয়া থেকে আপনি কি ফল দেখেছেন?

___

দেখান এবং বলুন:
"তোমার ভূমির আশুপক্ক ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও" (যাত্রাপুস্তক ২৩:১৯)।

প্রশ্ন ১৯: জীবন কখন শুরু হয়?

"তোমার মুক্তিদাতা এবং গর্ভাবধি তোমার গঠনকারী সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভু সর্ববস্তু নির্মাতা, আমি একাকী আকাশমন্ডল বিস্তার করিয়াছি, আমি ভূতল বিছাইয়াছি; আমার সঙ্গী কে?' (যিশাইয় ৪৪:২৪)।

জীবন কখন শুরু হয়: **"হে উপকূল সকল, আমার বাক্য শুন; হে দুরস্থ জাতিগণ, কর্ণপাত কর। সদাপ্রভু গর্ভাবধি আমাকে ডাকিয়াছেন, মাতার উদর হইতে আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন" (যিশাইয় ৪৯:১)।**

গর্ভধারণের মধ্য দিয়ে গর্ভাবস্থার শুরু হয়। গর্ভধারণ একটি মুহূর্ত যখন পুরুষের শুক্রকীট এবং মেয়েদের ডিম্ব (মূককীট) মিলিত হয়ে একটি এক কোষ বিশিষ্ট মানবীয় সত্বা জায়গাটা তৈরী করে। আপনি যেভাবে আপনার শিশু ও কিশোর জীবন পাড়ি দিয়েছেন ঠিক তেমনি ভাবে মানবীয় উন্নয়নের জন্য এই জায়গাটার স্তরটি পাড়ি দিতে হয়।

গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে জৈবিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি ৪টি প্রয়োজনীয় মান পরিপূর্ণ করেছেন।

১) বিপাক: খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ সহ কোষ তৈরীর উপাদান এবং উচ্ছিষ্ট জিনিষগুলি বের করে দেবার সমস্ত জৈব রাসায়নিক পদ্ধতি।
২) বৃদ্ধি: গর্ভধারণের সময় একটি পিন আকারের কোষ থেকে ৫ সপ্তাহে একটি কিশমিশের আকার হওয়া।
৩) যা শক্তি সঞ্চয় করে তাতে প্রতিক্রিয়া: যেমন তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে কোষের মধ্যে জৈব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয়।
৪) পুনরুৎপাদন: গড়ে প্রতি ১২ ঘন্টায় কোষ বিভক্ত হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ১০০ বিলিয়ন কোষ থাকে।

গর্ভধারণের সময় থেকে আপনি পরিপূর্ণ মানুষ:

- আপনি মানবীয় পিতা-মাতার উপাদান। অতএব মানুষের উৎস থাকায় আপনি ১০০% মানুষ।
- আপনি যদিও খুব ছোট, আপনি নূতন এবং আপনার একমাত্র বংশানুগতির সংকেত সহ আলাদা যা আপনার বাবার বা মায়ের কারো নয়। যে মুহূর্তে আপনার গর্ভসঞ্চার হয়েছিল তখন নূতন কোন বংশানুগতির তথ্য ছিল না অথবা আরো মানুষ তৈরীর জন্য প্রয়োজন হবে না।
- আপনার বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন অক্সিজেন, খাদ্য এবং জল। আপনার বংশগতি সম্বন্ধীয় স্থিরীকৃত কার্যসুচী অনুসারে আপনার উন্নয়ন হয়েছে।

বিজ্ঞানের প্রমাণ থেকে এটি পরিস্কার যে গর্ভধারণ থেকে বর্ধনশীল শিশুটি পুরোপুরি মানুষ।

অতএব এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি জানেন:

- আপনি একসময় একটি জায়গায় ছিলেন, আপনি জায়গা থেকে আসেননি।
- আপনি একসময় ভ্রূণ ছিলেন, আপনি ভ্রূণ থেকে আসেন নি।
- আপনি একসময় ভ্রূণ (পরে) ছিলেন, আপনি ভ্রূণ (পরে) থেকে আসেন নি।
- আপনি একসময় শিশু ছিলেন, আপনি শিশু থেকে আসেননি।

আপনার উন্নয়নের যে কোন স্তরে, এমনকি গর্ভধারণের সময়- কমবেশী কোন অবস্থাতেই পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন না।

বাইবেল পরিস্কারভাবে বলে যে ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন এবং প্রতিমুহূর্তে আপনার গর্ভধারণের পূর্বে, সময়ে এবং পরে আপনার উন্নয়ন দেখেছেন: **"বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে।[১৪] আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরুপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে।[১৫] আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম।[১৬] তোমার চক্ষু আমাকে পিন্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না" (গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৬)।**

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:
"কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে" (কলসীয় ১:১৬)।

"বস্তুত: তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে।[১৪] আমি তোমার স্তব করিব,কেননা আমি ভয়াবহরুপে ও আশ্চর্যরুপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে।[১৫] আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম।[১৬] তোমার চক্ষু আমাকে পিন্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না" (গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৬)।

"তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে..." গর্ভধারণের সময় আপনার আকার ছিল একটি পিনের মাথার মত। তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনার হৃদপিন্ডের পেশী স্পন্দিত হতে শুরু করেছে। অন্যান্য অংগগুলি বড় হতে শুরু করেছে যেমন লিভার,কিডনী এবং পরিপাক তন্ত্র। একটি মটরদানার অর্ধেকের চেয়ে বড় না হওয়া সত্বেও আপনার বর্ধনশীল দেহে একটি মাথা এবং কান, মুখ এবং চোখের শুরু সহ একটি মুখমন্ডল ছিল। ২৬ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে আপনার বাহু এবং পা গুলি ছোট্ট কুড়ির মত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

১) পিতা: আপনার ছেলে-মেয়েরা যখন বড় হচ্ছিল তাদের সম্পর্কে আপনার চিন্তা, প্রার্থনা এবং স্বপ্ন কি ছিল?

২) বালক অথবা বালিকা: নির্ধারিত সময়ের পুর্বে উন্নয়ন অর্থ কি আপনার উন্নয়নের পরের অবস্থার চেয়ে আপনি কম মানবীয়?

আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে ..." দ্বিতীয় মাসে আপনার চোখ, কান, নাক, পায়ের আঙ্গুল, ও আঙ্গুলগুলি তাদের উপস্থিতি দেখিয়েছে; আপনার কঙ্কালের উন্নতি হয়েছে, আপনার হৃদপিন্ড স্পন্দিত হচ্ছিল এবং আপনার রক্ত এর নিজস্ব ধরণে প্রবাহিত হয়েছে। যদিও আপনার মা এ বিষয়ে সতর্ক ছিল না যে আপনাকে নিয়ে সে গর্ভবতী, ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনার স্নায়ুতন্ত্রের উন্নয়ন হয়েছে এবং আপনার পেশীগুলির গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই সময়ে আপনার প্রতিবর্তী ক্রিয়া ছিল এবং ৮ সপ্তাহে আপনার একমাত্র আঙ্গুলের ছাপ তৈরী শুরু হয়েছিল। আপনার আকার একটি কিডনী সীমের মত ছিল।

৩) বালক অথবা বালিকা: কিভাবে আপনি আপনার পিতা-মাতার মত? কিভাবে আপনি অদ্বিতীয়?

আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম..." তৃতীয় মাসের শুরুতে আপনার ওজন ছিল শুধু এক আউন্স। আপনি ঢোক গিলতে পারতেন, সাঁতার দিতে পারতেন, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে এবং হাত চাটতে পারতেন। যদিও আপনি প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন, আপনার মুখের চেহারা কিছুটা আপনার বাবা-মায়ের মত দেখতে ছিল।

তোমার চক্ষু আমাকে পিন্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না..." গর্ভধারণের পঞ্চম মাসে আপনি টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। বর্তমান কারিগরী জ্ঞানের অধীনে আপনার মাতার গর্ভের বাহিরে বাস করার সক্ষমতা আপনার ছিল। গর্ভবতী হবার পরবর্তী চার মাস আপনার বৃদ্ধি পাওয়া অব্যাহত ছিল। মাতার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচার সম্ভাবনা আপনার বেড়ে গেল এবং আপনাকে আপনার আকাঙ্খিত জন্মদিনের কাছে নিয়ে এল। কিছু কিছু গবেষণা দেখিয়েছে যে আপনার জন্ম গ্রহণের পূর্বে প্রকৃতই আপনি শিখতে পারতেন।

৪) বালক অথবা বালিকা: আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং তাঁকে বলুন আপনার জন্য তাঁর কি পরিকল্পনা আছে?

দেখান এবং বলুন:

"আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি" (ইফিষীয় ২:১০)।

প্রশ্ন ২০ঃ জীবন সম্পর্কে ঈশ্বর কি বলেন?

"মর্ত্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য সন্তান বা কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর? (গীতসংহিতা ৮:৪)।

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন" (আদিপুস্তক ১:২৭)**। ঈশ্বরের সৃষ্ট যে কোন প্রাণীর থেকে মানবীয় সত্বা সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তাঁর প্রতিমূর্তিতে তৈরী একটি ঈশ্বর দেয় সম্মান: **"তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যুন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ। তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ" (গীতসংহিতা ৮:৫-৬)**। এটি এমন এক সন্মান যা: **"সেই বাক্য (যীশু) মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম" (যোহন ১:১৪)**। যদিও আমাদেরকে সেইভাবে আকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ঈশ্বরের চেয়ে অল্প ন্যুন করে তৈরী করা হয়েছে তথাপি এখনও ঈশ্বর ও লোকজনের মধ্যে অপরিমেয় দূরত্ব আছে।

ঈশ্বর যখন তার নিজের জন্য পরিকল্পিত প্লাটফরম অনুসারে মানব দেহ তৈরী করেন, তখন এটি আমাদের আত্মা যা বিশেষতঃ ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি বহন করে এবং সেটি আমাদের সঠিক এবং ভুলের, পবিত্রতা এবং সত্যের জ্ঞান: **"সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে" (ইফিষীয় ৪:২৪)**।

প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরের অধীন: **"দেখ সমস্ত প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ, তদ্রুপ সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে" (যিহিস্কেল ১৮:৪)**। তিনি আমাদের প্রথম কারণ, তাঁর দ্বারা গঠিত এবং তাঁর জন্য গঠিত।

ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্য অসাধারণ: **"তোমার চক্ষু আমাকে পিন্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না" (গীতসংহিতা ১৩৯:১৬)**। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য আপনাকে তৈরী করেছেন। এই পৃথিবীতে আপনার একটি ভূমিকা আছে এবং এটি চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বর আপনার জীবন সম্পর্কে কি বলেন: **"ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত কিছু নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্তনির্মিত মন্দিরে বাস করেন না;[২৫] কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন।[২৬] আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে; তিনি তাহাদের নির্দিষ্টকাল ও নিবাসের সীমা স্থির করিয়াছেন;[২৭] যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, যদি কোন মতে হাঁতড়িয়া হাঁতড়িয়া তাঁহার উদ্দেশ্য পায়; অথচ তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে নহেন।[২৮] কেননা তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্বা;" (প্রেরিত ১৭:২৪-২৮)**। বাইবেল পরিস্কারভাবে বলে যে একমাত্র ঈশ্বর, তিনিই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি আমাদের জন্মের জন্য সময় স্থির করেছেন, আমাদের মরার সময় এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সবই নির্ধারণ করেছেন। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে জীবিত করেন তখন তিনি শুধু জীবন এবং প্রথম শ্বাস দেননি কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করে পরবর্তী মুহূর্তের জন্যও দিয়েছেন। অল্প থেকে অধিক, কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া বাঁচতে পারে না।

যে কোন স্তরে ঈশ্বর জীবনের মূল্য দেন: **"সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কর এবং লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে উপদ্রবীর হস্ত হইতে উদ্ধার কর; বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিও না এবং এই স্থানে নির্দোষের রক্তপাত করিও না" (যিরমিয় ২২:৩)**। ঈশ্বরের বাক্য এটি পরিস্কার করে যে স্তর অথবা যে মর্যাদাই হোক না কেন তিনি প্রত্যেকটি জীবনের মূল্য দেন। ঈশ্বর বলেছেন আমাদেরও মানবীয় জীবন রক্ষা ও এর মূল্য দেওয়া উচিৎ: **"যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য কর্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে নির্মাণ করিয়াছেন" (আদিপুস্তক ৯:৬)**। আমাদের একে অন্যের প্রতি মন্দ কিছু বলা অথবা একে অন্যের প্রতি মন্দ কিছু করা উচিৎ নয়। যদিও আমরা পাপী, ঈশ্বরের প্রতিকৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আছে এবং কোন ব্যক্তি যে অন্যায় ব্যবহার করে অথবা কাউকে হত্যা করে, সে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি মুছে ফেলে এবং তাঁর অসম্মান করে।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:
"সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কর এবং লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে উপদ্রবীর হস্ত হইতে উদ্ধার কর; বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিও না এবং এই স্থানে নির্দোষের রক্তপাত করিও না" (যিরমিয় ২২:৩)।

চর্চা অধিবেশন ২০ঃ জীবন সম্পর্কে ঈশ্বর কি বলেন?

"১ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।তুমি আকাশমন্ডলের উর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছ। ২ তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে শক্তির ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছ,তোমার বৈরিগনহেতুই করিয়াছ, যেন শত্রু ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত কর।[৩] আমি তোমার অঙ্গুলী নির্মিত আকাশ মন্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি,[৪] (বলি) মর্ত কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য সন্তান বা কি যে তাহার তত্বাবধান কর?[৫] তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যুন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ।[৬] তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ; -[৭] সমস্ত মেষ ও গরু, আর বন্য পশুগন,[৮] শুন্যের পক্ষিগণ এবং সাগরের মৎস্য, যাহা কিছু সমুদ্রপথগামী।[৯] হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত" (গীতসংহিতা ৮ অধ্যায়)।

১) পিতাঃ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে লোকজন যেভাবে চিন্তা করে তা আপনার নিজের সম্পর্কে কিভাবে এর প্রভাব অনুভব করেন? কিভাবে আপনি এর মোকাবেলা করেছেন?

---

২) পিতাঃ এখন প্রভাব সম্পর্কে আপনার বিষয়ে লোকজন যেভাবে চিন্তা করে তাতে আপনি নিজের সম্পর্কে কি অনুভব করেন? আপনি যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিলেন তখন থেকে এটি কিভাবে আলাদা?

---

৩) বালক অথবা বালিকা: গীতসংহিতা ৮ অধ্যায় পড়ুন। আপনার উপর প্রভাব সম্পর্কে ঈশ্বর কিভাবে তা অনুভব করেন এবং কিভাবে আপনি নিজেকে দেখেন?

---

৪) উভয়েঃ ইফিষীয় ৪:২৪ পদ পড়ুন। দৈনন্দিন জীবনে এই পদটিতে আপনি কি উত্তর দিবেন?

---

৫) উভয়েঃ প্রেরিত ১৭:২৭ পড়ুন। কি উদ্দেশ্যে এই পদটিকে আপনার জীবনে দেওয়া হয়েছে?

---

৬) উভয়েঃ এই উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য কি কি উপায় আপনাকে সাহায্য করতে পারে?

যিরমিয় ২২:৩ পড়ুন।

৭) পিতাঃ দৈনন্দিন ভিত্তিতে এই পদের জিনিষগুলির কি উদাহরণ আপনি দেখতে পান? কোথায় তাদের ঘটতে দেখেন?

---

৮) বালক অথবা বালিকা: দৈনন্দিন ভিত্তিতে এই পদের জিনিষগুলির কি উদাহরণ আপনি দেখতে পান? কোথায় তাদের ঘটতে দেখেন?

---

৯) উভয়েঃ যিরমিয় ২২:৩ পদে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

দেখান এবং বলুন:
"সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে" (ইফিষীয় ৪:২৪)।

প্রশ্ন ২১: গর্ভপাত সম্পর্কে কি জানেন?

"দেখ, সমস্ত প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ, তদ্রুপ সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে" (যিহিষ্কেল ১৮:৪)।

২০০৫ সালের জুলাই মাসে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টতা কারণে উড্ডয়নের এক মিনিট পূর্বে নাসা সাটল ডিসকভারী উড্ডয়নে ব্যর্থ হয় এবং মেরামত করার জন্য এতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। হাজার ঘন্টা প্রস্তুতির পর এবং কেটি ডলার খরচ করেও সেই মিশন ব্যর্থ হয়। তথাপি, গর্ভপাতের বিষয় যা আজ আমরা আলোচনা করব সেটি একটি রকেট লঞ্চ বাতিল করার চেয়েও অনেক আলাদা এবং অনেক ব্যয়বহুল।

কখনও কখনও একজন মাতার দেহ প্রকৃতিগতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুর জন্মের পূর্বেই গর্ভাবস্থার সমাপ্তি ঘটিয়ে ভন্ডুল করে দেয়। একে বলা হয় গর্ভস্রাব। কোন শিশুর জন্মগ্রহনের পূর্বেই যখন ঔষধের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভধারণের সমাপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অথবা অস্ত্রপাচারের দ্বারা বর্ধনশীল শিশুকে মায়ের কাছ থেকে ধ্বংস বা সরানো হয় তখন তা গর্ভপাত নামে পরিচিত।

১৯৭৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট রো বনাম ওয়েড এবং ডো বনাম বোলটন মোকদ্দমায় ৫০টি রাষ্ট্রের সব কয়টিতে কার্যতঃ যে কোন কারণে যেমন চিকিৎসা, সামাজিক বা অন্য কোন কারণে ৯ মাস পর্যন্ত গর্ভবতীদের গর্ভপাতের আইনগত বৈধতার সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করে। এই গর্ভপাত চাহিদা মাফিক হয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীতে আত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে গর্ভপাত বিষয়টি খুব বেশী বিস্ফোরক। এটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং সুপ্রিম কোর্টে মনোনয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনি হয়তো কাউকে জানতে পারেন যে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের জন্য গর্ভপাত করিয়েছে অথবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গর্ভপাতের উপর বিতর্কে দুইটি বিষয় ইন্ধন যুগিয়েছে: বৈধ এবং নৈতিক। এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর বিতর্ক দুইটি বিরুদ্ধ ক্যাম্পের মধ্যে দুর্বার ক্রোধের সৃষ্টি করেছে: "সমর্থনকারী (pro-choice) এবং বিরুদ্ধবাদী (pro-life)"

সমর্থনকারীদের মতামতে বলা হয় যে যদিও মানবীয় জীবন গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে শুরু হয়, এটি পরে যে কোন পর্যায়ে অজাত শিশুর উন্নয়নের ফলে সে একজন ব্যক্তি হয় এবং নিরাপত্তা পাবার যোগ্য। যে ভাবে সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বা তার উন্নয়ন হয়, অজাত শিশুটি আস্তে আস্তে আরো অধিকার লাভ করে অর্থাৎ একটি ভ্রূণের (৮ সপ্তাহের) একজন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার চেয়ে কম অধিকার আছে। একজন মহিলার অধিকার আছে তার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং সে যদি যোগ্য মনে করে তবে যে কোন কারণে গর্ভপাত করানোর অধিকার তার আছে। অতএব গর্ভপাত বৈধ হওয়া উচিৎ।

বিরুদ্ধবাদীদের মতে তাদের বিবাদ হল যে গর্ভধারণের মধ্য দিয়ে জীবন শুরু হয় এবং যে জীবন গর্ভধারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তা সম্পূর্ণ মানবীয়। যেহেতু গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশু পূর্ণ মানবীয় তাই জন্মগ্রহণের অধিকার সহ যে কোন ব্যক্তি যা উপভোগ করে, তারও সেই অধিকার আছে। অতএব, প্রত্যেক গর্ভপাত যা করা হয় তা নরহত্যার সমান। অতএব গর্ভপাত অবৈধ হওয়া উচিৎ।

গর্ভপাতের আইনগত বিষয়গুলি এখানে এসেছে: গর্ভপাতের সময় হলে কোন মহিলার কি তার নিজের দেহের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে? বিজ্ঞান বলে যে গর্ভধারণ থেকে শিশুদের মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি সাধন হয় এবং বংশগতভাবে সে তার নিজের অদ্বিতীয় এবং ব্যক্তিগত লিঙ্গ, রক্তের ধরণ, অস্থির নির্মাণ এবং বংশগত সাংকেতিক (১৯ সেসন দেখুন) থেকে আলাদা। অবশ্যই একজন মহিলার তার নিজের দেহকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে কিন্তু বিজ্ঞানের প্রমাণ এটি পরিস্কার করে যে যদিও অজাত শিশুটি এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার মধ্যে থাকে কিন্তু সেই শিশুটি তার দেহের অংশ নয়।

এবং ঈশ্বর কি বলেন? ঈশ্বর বলেছেন **"তোমার মুক্তিদাতা এবং গর্ভাবধি তোমার গঠনকারী সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভু সর্ববস্তু নির্মাতা, আমি একাকী আকাশমন্ডল বিস্তার করিয়াছি, আমি ভূতল বিছাইয়াছি" (যিশাইয় ৪৪:২৪)। প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরের অধীন (যিহিষ্কেল ১৮:৪); এবং ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির যথেষ্ট মূল্য আছে (গীতসংহিতা ১৩৯:১৬)** এবং জীবনের যে কোন অবস্থায় অথবা অবস্থানে ঈশ্বর জীবনের মূল্য দেন (যিরমিয় ২২:৩)। সম্ভবতঃ গর্ভপাতের যুদ্ধের চেয়ে ঈশ্বরের মূল্য এবং পৃথিবীর মূল্যের মধ্যে পরিস্কারভাবে কোন তুলনামূলক প্রার্থক্য নাই।

স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:

"হে উপকূল সকল, আমার বাক্য শুন; হে দূরস্থ জাতিগণ, কর্ণপাত কর। সদাপ্রভু গর্ভাবধি আমাকে ডাকিয়াছেন, মাতার উদর হইতে আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন" (যিশাইয় ৪৯:১)।

চর্চা অধিবেশন ২১: গর্ভস্রাব সম্পর্কে কি জানেন?

"তখন তাহারাও উত্তর করিবে, বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার পরিচর্যা করি নাই? তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদের সত্য কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম দিগের কোন এক জনের প্রতি যখন ইহা কর নাই, তখন আমারই প্রতি কর নাই" (মথি ২৫:৪৪-৪৫)।

ঈশ্বরের বাক্য পরিস্কার যে, যে কোন অবস্থায় জীবন গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনে তাদেরকে আমাদের সাহায্য করা প্রয়োজন। কোন সময় হয়তো আপনাকে এমন কাউকে সাহায্য করতে হবে যে মনে মনে গর্ভপাতের বিষয়ে চিন্তা করেছে অথবা তার গর্ভপাত করানো হয়েছে। আপনি যাতে সাহায্য করতে পারেন এ জন্য কিছু তথ্য জানা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ন, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সুক্ষ বিচারক" (ইব্রীয় ৪:১২)।** আমরা দেহ, প্রাণ ও আত্মা নিয়ে গঠিত। লোকজন যে সিদ্ধান্ত নেয় তা শুধু দৈহিকভাবে অথবা শুধু মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে না বরং সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পিতা: নিম্নের আলোচনা গুলির মধ্য দিয়ে আপনার ছেলে অথবা মেয়েকে পরিচালনা দিন:

<u>গর্ভপাতের জন্য দৈহিক ব্যয়:</u> গর্ভপাত একটি ইচ্ছাকৃত বিষয় এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রচন্ড প্রবেশ। সেই পদ্ধতির শুদ্ধতার লঙ্ঘন মারাত্মক স্বাস্থ্য জটিলতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে যারা পূর্বে গর্ভধারণ করেনি, তাদের ৮ সপ্তাহ পরে যদি গর্ভপাত হয় তাতে ৮০০% পর্যন্ত স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

<u>গর্ভপাতের জন্য মানসিক ব্যয়:</u> গর্ভপাত হতাশা এবং যথেষ্ট মানসিক ব্যাথার দিকে চালিত করতে পারে। দুঃস্বপ্ন এবং অপরাধ সাধারণ ঘটনা এবং কখনও কখনও গর্ভপাতের ৫-১০ বছর পর বাহিরে প্রকাশ পায়।

<u>গর্ভপাতের জন্য সামাজিক ব্যয়:</u> শতকরা ৯৩ ভাগেরও বেশী গর্ভপাত চিকিৎসাগত কারণে নয় বরং সামাজিক কারণে হয়ে থাকে: মেয়েটি সে সময়ে একটি বাচ্চার জন্য প্রস্তুত হিসাবে নিজেকে মনে করে না তাই এ সুযোগ গ্রহণ করে, মেয়েটির পরিবার অথবা বাচ্চার বাবা গর্ভপাত করাতে চায়। যাদের গর্ভপাত হয়েছে এমন ২৫২ জন মেয়ের উপরে জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৮৩ জন বলেছে তারা গর্ভকে ধারণ করে রাখতে পারত যদি তাদেরকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা উৎসাহিত করা হত।

এখানে আপনি কিভাবে কাউকে সাহায্য করতে পারেন যাকে আপনি জানেন যে সে মনে মনে চিন্তা করেছে অথবা তার গর্ভপাত করানো হয়েছে।

- সহানুভূতিশীল হউন এবং জানুন (কলসীয় ৩:১২।
- শুনুন (যাকোব ১:১৯)
- তার অনুভূতি বর্ণনার জন্য তাকে উৎসাহিত করুন (ইয়োব ৭:১১)
- কোন ব্যক্তি যার প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা আছে তাদের কাছে থেকে তাদেরকে পরামর্শ নিতে বলুন। হিতোপদেশ (১৫:২২)।

<u>দেখান এবং বলুন:</u>
"তখন ধার্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিম্বা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়ছিলাম? কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম? তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের - এই ক্ষুদ্রতমদিগের মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি ইহা করিয়াছিলে" (মথি ২৫:৩৭-৪০)।

প্রশ্ন ২২: আমি কিভাবে সফল হতে পারি?

“তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে বিশেষতঃ রাজবংশের ও প্রধানবর্গের মধ্যে কয়েক জন যুবককে আনয়ন করেন, যাহারা নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর ও সমুদয় বিদ্যায় তৎপর, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, জ্ঞানে বিজ্ঞ ও রাজপ্রাসাদে দাঁড়াইবার যোগ্য; আর যেন তিনি তাহাদিগকে কলদীয়দের গ্রন্থ ও ভাষা শিক্ষা দেন” (দানিয়েল ১:৪)।

১৯৮০ সালে স্মিথ বার্ণীর টেলিভিশন বাণিজ্যিক কার্য্যক্রমের একটি শ্রেণী তাদের ট্রেডমার্কের ভাষার প্রকাশ দিয়ে শেষ হয় “আমরা পুরাতন কায়দায় টাকা তৈরী করি- আমরা উপার্জন করি।” সফলতা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা তখন একটি ভাল পরামর্শ ছিল এবং এখনও এটি ভাল পরামর্শ। আজকের পৃথিবী যদিও আপনাকে বলছে যে আপনি এখন যা চান তা পেতে পারেন। সত্যিই পৃথিবী আজ যা বলছে সেটি কি নূতন? ২৬০০ বছর পূর্বে বাবিলের রাজা নবুখদনিৎসর কি করেছিলেন তা বিবেচনা করুন (দানিয়েল ১:১-৪)। সঙ্গে সঙ্গেই সন্তোষ্টি। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ। সেটি ছিল রাজা নেবের মানসিকতা। আমি এখন যা চাই তা পাব এবং কিভাবে পাব তা একটি ক্ষুদ্র বিষয়। কেন পাব না? এটি আমার জন্য কাজ করছে!

দানিয়েল ছিলেন একজন ইস্রায়েলীয় এবং যিরূশালেমের রাজধানী নগরে ইস্রায়েলের দক্ষিণ রাজ্যে বাস করতেন। একটি বহিরাক্রমণের ফলে ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করার মত তাকে নিয়ে সজোরে সোজাসুজি একটি শত্রু এবং বিদেশ বিশ্বের মাঝে ফেলা হয় এবং তাকে কৃষ্টির ভাষা ও উপায় শিখতে বাধ্য করা হয় যেন সে রাজার একজন উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতে পারে। এভাবেই তিনি তার উচ্চ বিদ্যালয়ের বছরগুলি শেষ করেন।

আপনাকে কোন বিদেশী দেশে টেনে হিচড়ে আনা হয়নি, কিন্তু আপনার চার পাশে একটি বিশ্ব আছে যা আপনাকে চিন্তার উপায় ও কাজগুলি করার জন্য টেনে হিঁচড়ে আনতে চেষ্টা করছে: এক নম্বরের জন্য দেখুন। আপনার নিজের জন্য যা সঠিক এ ছাড়া আর কোন সঠিক বা ভুল নাই। নিজকে সেবা করুন এবং আপনি উপরে উঠবেন। এটিই সেই পৃথিবী যেখানে আপনি বাস করেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আপনি এই পৃথিবীর অধীনে নন। আপনি যীশুর অধীন: “জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল এবং তাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে” (যোহন ১৭:৬)। সফল হবার জন্য আপনাকে পৃথিবীর মানসিকতার উপর গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নাই। দানিয়েল ১:৪ পদ দেখায় যে আপনি কিভাবে একটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ও সফল হতে পারেন যা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে। এবং এখনও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্থ থাকুন।

<u>সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হউন:</u> **“... অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর” (১ করিন্থীয় ৬:২০)**। দৈহিকভাবে নিজের যত্ন নিন। বিশ্রাম নিন, আপনার দেহে ভাল খাবার দিন এবং আপনার মনে ঈশ্বরীয় সত্য রাখুন।

<u>জ্ঞানী হউন:</u> **“সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ” (হিতোপদেশ ১:৭)**। সঠিক কি এ বিষয়ে ঈশ্বরের সংজ্ঞা শিখুন এবং প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত তৈরীতে এটি প্রয়োগ করুন।

<u>শিক্ষায় পারদর্শী হউন:</u> **“আমি যেন এই লোকদের সাক্ষাতে বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আসিতে পারি, সে জন্য এখন আমাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেও” (১ বংশাবলী ১:১০)**। ঈশ্বর আপনার সামনে যাই রাখুন না কেন তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

<u>সাধারণ জ্ঞান শেখা:</u> **“উত্তম বিচার ও জ্ঞান আমাকে শিখাও, কেননা আমি তোমার আজ্ঞাসমূহে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি” (গীতসংহিতা ১১৯:৬৬)**। সিদ্ধান্ত নিন যা আপনার ক্ষতি করবে না বরং সাহায্য করবে।

আপনি যদি সফলতা এবং অন্যদের থেক সম্মান অর্জন করতে চান তবে ২৬০০ বছর পূর্বে দানিয়েলের সময় যেমন ছিল, এখন আর তা থেকে আলাদা নয়। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **“মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা না করিয়া বরং খ্রীষ্টের দাসের ন্যায় প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া, মনুষ্যের সেবা নয় বরং প্রভুরই সেবা করিতেছ বলিয়া, প্রণয় ভাবেই দাস্যকর্ম কর”** (ইফিষীয় ৬:৬-৭)। কঠোর পরিশ্রম করুন। আগ্রহ সহকারে কাজ করুন। এর অর্থ এই নয় যে বেশী কাজ করবেন। এর অর্থ শ্রেণীকক্ষ, মাঠ অথবা পড়ার ঘর যেখানেই হোক সর্বোচ্চ চেষ্টা দেওয়া।

ঈশ্বর আপনাকে যেখানেই রাখুন, আপনি প্রভুর কাজ হিসাবেই কাজ করুন। আপনার চারপাশের লোকজনের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও দয়ার প্রতিফলন করে তাঁকে ধন্যবাদ দিন। এটি আপনার উপর সুন্দরভাবে প্রতিফলন করবে, অন্যদের সাথে অনুগ্রহে পরিচালনা করবে এবং পুরাতন ধারার আলোকে সফলতার দিকে চালিত করবে।

<u>স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:</u>

“ মনুষ্যের সেবা নয় বরং প্রভুরই সেবা করিতেছ বলিয়া, প্রণয় ভাবেই দাস্যকর্ম কর” (ইফিষীয় ৬:৭)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ২২: আমি কিভাবে সফল হতে পারি?

দানিয়েল ১:১-৪

"যিহুদা-রাজ যিহোয়াকীমের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বাবিল রাজ নবূখদনিৎসর যিরূশালেমে আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন।[২] আর প্রভু তাঁহার হস্তে যিহুদা রাজ যিহোয়াকীমকে এবং ঈশ্বরের গৃহের কতকগুলি পাত্র সমর্পণ করিলেন; আর তিনি সেইগুলি শিনিয়র দেশে আপন দেবালয়ে লইয়া গেলেন; এবং পাত্রগুলি আপন দেবের ভান্ডার গৃহে রাখিলেন।[৩] পরে রাজা আপন নপুংসকগণের অধ্যক্ষ অস্পনসকে বলিয়া দিলেন, যেন তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে,[৪] বিশেষতঃ রাজবংশের ও প্রধানবর্গের মধ্যে কয়েক জন যুবককে আনয়ন করেন, যাহারা নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর ও সমুদয় বিদ্যায় তৎপর, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, জ্ঞানে বিজ্ঞ ও রাজপ্রাসাদে দাঁড়াইবার যোগ্য; আর যেন তিনি তাহাদিগকে কলদীয়দের গ্রন্থ ও ভাষা শিক্ষা দেন" (দানিয়েল ১:১-৪)।

১) দানিয়েলকে বাবিলে নেওয়ার পর তাকে একটি নূতন নাম দেওয়া হল। আপনার কাছে আপনার নামের কি অর্থ প্রকাশ করে? লোকজন যখন আপনার নাম শুনে, আপনি তখন কি নামে পরিচিত হতে চান?

---

২) দানিয়েল ১:৪ পদে দানিয়েল সফল হবার জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

---

৩) এই সমস্ত ধাপগুলির কোনটিতে আপনি মনে করেন যে আপনি ভাল কাজ করছেন? কাজ করার জন্য কোন ধাপগুলি আপনি প্রয়োজন মনে করেন?

---

৪) কিছু কিছু পদক্ষেপের বিষয়ে লিখুন যা আপনার এলাকায় কাজের প্রয়োজনে নিতে পারেন?

---

৫) আপনার জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য আছে তা সম্পাদনের জন্য তিনি কি একটি উপায়ে আপনাকে সাহায্য করেন? (দানিয়েল ১:১৭)।

---

৬) কে আপনাকে অন্যদের অনুগ্রহ অর্জন করতে দেয়? (দানিয়েল ১:৯)।

---

৭) ইফিষীয় ৬:৬-৭ পদ সফলতার জন্য আপনাকে কি বাস্তব পরামর্শ দেয়?

---

৮) বর্তমান কৃষ্টিতে একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে বাস করে আপনি কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন?

---

৯) আজকের দৃষ্টিতে যীশু খ্রীষ্টের জন্য আপনি কিভাবে ফল তৈরী করতে পারেন?

দেখান এবং বলুন:

"আর ঈশ্বরীয় দর্শনে বুদ্ধিমান যে সখরিয়, তাঁহার জীবনকালে তিনি ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে থাকিলেন; আর যত কাল সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলেন, তত কাল ঈশ্বর তাঁহাকে কৃতকার্য্য করিলেন" (২ বংশাবলী ২৬:৫)।

আসুন আমরা কথা বলি

প্রশ্ন ২৩: কোন পথে আমি যাব?

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন" (আদিপুস্তক ১:১)।

জেমস নাইস্মিথ ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত ম্যাসাচ্যুয়েটস্ এর স্প্রিংফিল্ডে, স্পিংফিল্ড কলেজে পি.ই. শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯২ সালে একটি আভ্যন্তরীণ খেলার জন্য প্রথম আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুন লিখেছিলেন যে খেলাকে তিনি তার পি.ই. ক্লাসের জন্য আবিস্কার করেছিলেন। তিনি এই খেলাটির নাম দিয়েছিলেন বাস্কেটবল। ১১নং নিয়ম-কানুনে বলা হয়েছে "রেফারী বলের বিচারক হবেন এবং যখন বলটি খেলার মধ্যে থাকে তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।"

পি.ই. ক্লাসের সময় আপনার কোচ খেলার নিয়ম-কানুন স্থাপন করবেন। কিন্তু যদি কোচ ব্যায়ামাগারে না থাকেন এবং কোন ব্যক্তি নিয়ম কানুনগুলি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় তবে কি হবে? ধরুণ এক সকালে আপনি ব্যায়াম ক্লাসে হেঁটে গেলেন এবং সেখানে কোন কোচ বা শিক্ষককে পাওয়া গেল না। আপনারা সকলেই খেলার মাঠে দর্শকদের বসার জায়গার বাইরে উন্মুক্ত আসনের কাছে একটি হলুদ খুঁটিতে নোট লেখা দেখতে পেলেন এবং তাতে লেখা আছে "আপনি যা করতে চান তা করুন।"

প্রশ্ন: আপনি কোন ধরণের শরীরচর্চা ক্লাস করেছেন? বাস্কেট বল খেলা অবশ্যই ভলিবল খেলার মাঝখানে হবে অথবা কিছু লোক অবশ্যই হকি খেলার মাঝখানে বসবে। এটি কঠিন সমস্যা হবে! এটি এমনকি অবশ্যই বিপদজনক হবে।

একটি কাল্পনিক শরীরচর্চা ক্লাসে যা ঘটতে পারে তা প্রকৃতই আজ ঘটছে। লোকজন যখন সামনে যায়, তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাদের জন্য কোনটি সঠিক অথবা কোনটি ভুল। পৃথিবী যা ভুলে গেছে অথবা স্বীকার করতে চায় না, তা হল কোনটি সঠিক অথবা কোনটি ভুলের নিয়ম-কানুন যেগুলি অনেক পূর্বেই স্থাপন করা হয়েছে।

শুরুতে ঈশ্বর, কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল এ বিষয়ে কিছু নিয়ম-কানুন স্থাপন করেছেন। যাকে সত্য বলা হয় তিনি তা আবিস্কার ও স্থাপন করেছেন: **"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই" (যোহন ১:১-৩)।**

কিন্তু লোকজন খেলার মাঝখানে নিয়ম-কানুনগুলি পরিবর্তন করেছে। ঈশ্বর যা সঠিক বলেছেন তার চেয়ে লোকজন যা সঠিক বলেছিল তা তারা শুনতে শুরু করেছে। চিন্তার এই উপায় কিছু উন্নয়ন করেছে যাকে বলা হয় "আজকের সহিষ্ণুতা"। সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যগত সংজ্ঞার অর্থ কোন ব্যক্তির বিশ্বাস ও চর্চাকে তাদের সাথে অপরিহার্য্য একমত হওয়া ছাড়া স্বীকৃতি ও সম্মান দেওয়া। আজকের সহিষ্ণুতা একজন ব্যক্তির অধিকারকে সন্মান দেওয়ারও গভীরে যায়। এতে বলা হয় যে কোন ব্যক্তির বিশ্বাস, মূল্য অথবা জীবনধরণ ঈশ্বরের মতানুসারে সঠিক হউক বা না হউক আপনার প্রশংসা এবং স্বীকৃতি দাবী করে।

বাইবেল যা সঠিক, যথাযথ অথবা গ্রহণযোগ্য আচরণ বলে এবং যখন এটি আসে "আজকের সহিষ্ণুতা" প্রায়ই একে অবজ্ঞা করে এবং এতে "অসহিষ্ণুতার" লেবেল দেয়। ঈশ্বরের নয় বরং লোকজনের মতামতই এখন সঠিক অথবা ভুলের মানদন্ড হয়েছে। অতএব সত্যটি যদি নৈতিকভাবে যা সঠিক বিষয়ে হয় (গালাতীয় ৫:১৯-২৪) তবে তা অসহিষ্ণুতার লেবেল পায় এবং বন্ধ করা হয়, তারপর আমরা একটি সমাজে বাস করব যা সত্যকে ভিত্তি করে সে চায় মোড়ক পায় এবং বন্ধ হয়ে যায়, তারপর আমরা একটি সমাজে বাস করব যা এটি যা কিছু চায় এবং যখন চায় এই সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এবং এটি ঘটছে। এটি কঠিন সমস্যা! এবং এটি বিপদজনক! যখন ছবি থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন সব কিছুই সম্ভব।

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ" (যোহন ১:১৪)।** যীশু সত্যে পূর্ণ। তাঁর মধ্যে মিথ্যার কোন স্থান নাই। শুধু ব্যক্তিগত মতামত ছাড়াও আপনি কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। ঈশ্বর আপনাকে আপনার নিজের পথ খোঁজার জন্য ছেড়ে দেননি। আপনাকে পরিচালনার জন্য সময়ের শুরু থেকে আপনার সঠিক স্থানে জ্ঞান স্থাপন করা হয়েছে।" **আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ..**" ঈশ্বর যেভাবে বলেছেন, মিঃ নাইস্মিথও সেভাবে বলেছেন, "এই বলের রেফারী " - এই পৃথিবী- এবং তিনি নিয়ম-কানুন তিনি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর নয় বরং ঈশ্বরের কথা শুনুন - আপনি কখনই ভুল পথে যাবেন না।

<u>স্মরণ রাখার জন্য ভাল পদ:</u>

"দেখিও, দর্শন বিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণা দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া না যায়; তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়; কেননা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে এবং তোমরা তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ, যিনি সমস্ত আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের মস্তক" (কলসীয় ২:৮-১০)।

আসুন আমরা কথা বলি

চর্চা অধিবেশন ২৩: কোন পথে আমি যাব?

"আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল, যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়" (১ করিন্থীয় ২:৪-৫)।

"আপনি যা করতে চান তা করুন" আজকের এই মনোভাবের সাথে আপনি কিভাবে ব্যবহারিকভাবে কাজ করবেন? আপনি কিভাবে উত্তর দিতে পারেন যখন কেহ বলে, "আমি যা করি আপনি তা অবশ্যই অনুমোদন করুন অথবা আপনি অবশ্যই আমার সাথে একমত হবেন? পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে **"আর যে যিহূদীরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে" (যোহন ৮:৩১-৩২)।**

১) উভয়ে: প্রেরিত পৌল কিভাবে সত্য শিক্ষা দিয়েছেন? (১ করি ২:১-৫)।

___

২) বালক অথবা বালিকা: এক বন্ধু আপনাকে বলছে, "আপনি যদি ধরা না পড়েন তবে এটি প্রতারণা নয়।" আপনি কিভাবে উত্তর দিতে পারেন? (লেবীয় ১৯:১১, হিতোপদেশ ১৬:৮)।

___

___

৩) বালক অথবা বালিকা: এক বন্ধু আপনাকে বলছে, "আমার দেহে যা চাই তা করার অধিকার আমার আছে। আমি বড় হতে এবং মাতাল হতে চাই।" আপনি কিভাবে উত্তর দিতে পারেন? (১ করি ৬:১২, ১৯-২০)।

___

___

৪) পিতা: একজন সহ-কর্মী আপনাকে বলছে, "আমি বিশ্বাস করি যে সব ধর্মই সমান। আমাকে বলার জন্য আপনি কে যে সমস্ত ধর্মের মধ্যে একমাত্র খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসই সঠিক?" আপনি কিভাবে উত্তর দিতে পারেন? (যোহন ১৪:৬, কলষীয় ২:৮-১০)।

___

___

"ধন্য তোমরা যখন লোকে আমার জ্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের পূর্বে যে ভাববাদীগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত" (মথি ৫:১১-১২)।

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সম্পর্কে নীরব হবার জন্য ব্যাপক চাপের সম্মুখীন- যেমন স্কুলে, কাজের ক্ষেত্রে, সরকারী ক্ষেত্রে - কারণ ঈশ্বরের সত্য বলাকে অন্যদের বিশ্বাস অথবা জীবনধরণকে একটি অসহিষ্ণু বিচার হিসাবে দেখা হয়। যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে দাঁড়াবার জন্য এটি সহজ হতে পারে না। আপনি কারো কাছে অপ্রিয় হতে পারেন। আপনি অবশ্যই তামাসার পাত্র হবার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

৫) উভয়ে: অজনপ্রিয়তা এবং অত্যাচারের জন্য আপনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা কিভাবে পরিচালনা করতে পারেন? (যিহূদা ২০)।

___

___

যীশু খ্রীষ্ট সব বিশ্বাসকে নয় কিন্তু সব লোককে ভালবেসেছেন ও আলিঙ্গন করেছেন। অপরিহার্য একমত হওয়া ছাড়া (প্রকৃত সহিষ্ণুতা) আমাদের শোনা এবং শেখা প্রয়োজন। ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে যা বলেছেন তা সত্য এবং তাতে বিশ্বাস করুন। ঈশ্বরের বাক্যের পক্ষে দাঁড়ান এবং আপনি যা বিশ্বাস করেন তাতে সাহসী হউন, তথাপি আপনি যা বলেন তাতে অমায়িক হউন।

দেখুন এবং বলুন:
"প্রিয়তমেরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা কর" (যিহূদা ২০)।